বিক্রমাদিত্য-কাহিনী।

মহামায়া ইন্‌ষ্টিটিউসনের প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক

পণ্ডিত

শ্রীভৈরবনাথ কাব্যতীর্থ কবিরত্ন

প্রণীত।

বহুদর্শি শিক্ষক বঙ্গভাষাভিজ্ঞ

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি, বি, এ

কর্ত্তৃক সংশোধিত।

Calcutta:

S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS & PUBLISHERS

58 & 12, WELLINGTON STREET.

1911.

[মূল্য ৷৷৹ (বার আনা) মাত্র।

বিক্রমাদিত্য-কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য ও বিক্রমাদিত্যের যৌবরাজ্যাভিষেক।

শ্রীপুরাণপুরুষং পুরাতনং পদ্মসম্ভবমুমাসুতং ময়া।
সুপ্রণম্য সুভগাং সরস্বতীং বিক্রমার্কচরিতং বিরচ্যতে॥

একদা পরমেশ্বরী জগদম্বা পরমশোভাসম্পন্ন কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশে উপবেশন করিয়া পরমেশ্বর দেবদেব মহাদেবকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, দেব! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে অবগত আছেন; সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় আলোচনা দ্বারা কালযাপন করিয়া থাকেন, সাধারণ মানবেরা নিদ্রা, কলহ ও অযথা তর্ক, বিতর্ক দ্বারাই সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। আমি অনুরোধ করি আপনি এমন একটী চিত্তহারিণী কথা বলুন, যাহা শুনিয়া কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেরই হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে পারে; এবং যাহা পাঠ করিয়া সকলেই সুখে কাল অতিবাহিত করিতে পারেন। অনন্তর দেবাধিদেব মহাদেব সহাস্যবদনে পার্ব্বতীকে সম্বোধন

করিয়া বলিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়, তুমি সাধারণের উপকারার্থে অনুরোধ করিতেছ, অতএব আমি সকলের হৃদয়হারিণী কথা বলিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ভূমণ্ডলে উজ্জয়িনী নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী আছে, এই নগরী দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী সদৃশ সুখসমৃদ্ধিশালিনী; বেদবেদাঙ্গপারগ, জ্ঞানবান্, সচ্চরিত্র, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণ-বর্গের আবাসভূমি। তথায় ভর্ত্তৃহরি নামে এক সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে তাঁহার শাসনগুণে অল্পকালমধ্যেই উজ্জয়িনীতে প্রজাবর্গের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যের সঞ্চার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার তুল্য সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিবিশারদ ও কার্য্যকুশল নৃপতি কেহই ছিলেন না। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিতেন, তাঁহার শত্রুবর্গ সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট অবনতমস্তক হইয়া থাকিত। বস্তুতঃ ভর্ত্তৃহরির ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নরপতি তৎকালে দৃষ্টিগোচর হইত না।

তাঁহার বিক্রমাদিত্য নামে এক অনুজভ্রাতা এবং অনঙ্গসেনা নামে এক প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। রাজমহিষী অনঙ্গসেনার রূপলাবণ্য ও গুণরাশির সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে গেলে স্বর্গের সুরাঙ্গনাগণও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

এই নগরে, হরিদাস নামে মন্ত্রবিশারদ কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ মন্ত্রানুষ্ঠান দ্বারা ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে পরিতুষ্ট কবিবার মানসে বহুকাল অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। অবশেষে

ভগবতী পরিতুষ্টা হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, হে বিপ্রবর! তোমার মন্ত্রানুষ্ঠান ও ভক্তিদ্বারা আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভগবতীর ঈদৃশ প্রসন্নতাসূচক বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, মাতঃ! যদি সত্য সত্যই এই দরিদ্র দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দাসকে জরামরণরহিত করিয়া অমর করুন।

দেবী ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া "তথাস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে একটী ফল প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন বৎস! বরস্বরূপ এই অমৃতফলটী গ্রহণ কর, তুমি এই ফলটী ভক্ষণ করিলে জরামরণবর্জ্জিত হইবে। এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ আনন্দসহকারে সেই ফল গ্রহণ করিয়া নিজভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গৃহিণীর নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং পর দিবস প্রাতে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া যেমন ফলটী ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মনোমধ্যে এরূপভাবের উদয় হইল 'হায়! আমি দরিদ্র, অমর হইয়া কাহারই বা উপকার করিব, আবার বহুকাল বাঁচিয়া থাকিলেও ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে। বরং এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইব। অতএব দেব-দত্ত এই অমরফল আমার ভক্ষণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পরোপকারী কোন মহাপুরুষেরই এই ফল ভক্ষণে মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। কারণ যে ব্যক্তি বিজ্ঞ ও ঐশ্বর্য্যাদি গুণযুক্ত, তিনি যদি ক্ষণকালও জীবিত থাকেন, তবে তাঁহার জীবন সফল

হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, জ্ঞান, শৌর্য্য, সম্পদ্, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণান্বিত পুরুষ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিলে তাঁহার জীবন সফল ; যশ ও ধর্ম্মের সহিত যে জীবন, তাহাকেই যথার্থ সফল জীবন বলা যায়। কেননা, বায়সও পূজাদির উপহার ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘজীবী হয় বটে, কিন্তু সে জীবনের কোন মূল্য নাই, তাহার জীবনকে সফল জীবন বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি জীবিত থাকিলে বহু জীবন প্রতিপালিত হয়, সেই ব্যক্তির জীবন সার্থক। পশুপক্ষীরাও বহুতর আয়াসে নিজের উদর পূরণ করিয়া থাকে, যে মনুষ্য পশুপক্ষীর ন্যায় কেবল নিজের উদর পরিপূরণে সক্ষম হয়, তাহার জীবন নিষ্ফল, এবং তাদৃশ মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিলে জগতে তাহার দ্বারা কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার হইবার আশা থাকে না, যাহারা কেবল আপন আপন ভরণপোষণ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া নিজোদরপূর্ত্তিকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে, তাহারা ক্ষুদ্র ও নীচাশয় ; এই জগতে তাদৃশ ব্যক্তি সহস্র সহস্র বিদ্যমান আছে। আর যাঁহারা পরার্থই স্বার্থ বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা পরহিতসাধনব্রতে দীক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা জগতের কল্যাণ সাধনে উদ্যত, যাঁহারা ঐহিকসুখ সম্পৎকে তুচ্ছ মনে করিয়া স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পদ্ অকুণ্ঠিতভাবে পরের হিতসাধনে ব্যয় করেন, তাদৃশ মহানুভব মহাত্মা পুরুষ অতীব দুর্লভ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভাবিলেন, যদি এই দেবদত্ত অমরফল মহারাজ ভর্ত্তৃহরিকে প্রদান করিতে পারি, তবে রাজা জরামরণবর্জ্জিত হইয়া জগতের

যাহারা পরিশ্রমী তাহাদেরত কথাই নাই, ক্ষুৎকাতর দ্বারপাল দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের কাতরবাক্য শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণে তখন দয়ার সঞ্চার হইল না। সে প্রকাশ্যে বলিল, এ সময়ে মহারাজের অবসর নাই, তিনি এইমাত্র রাজসভা হইতে অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার মধ্যাহ্নকৃত্য করিবার সময়, আপনার বিশেষ প্রয়োজন থাকে, সময়ান্তরে আসিবেন। এসময় মহারাজের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। আপনার যদি শক্তি থাকে তবে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সফল মনোরথ হউন। দ্বারপালের এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের সমস্ত আশা বিনষ্টপ্রায় হইল, তিনি কপালে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন, মনে মনে ভাবিলেন কি দুঃসময়ে যাত্রা করিয়াছিলাম, রাজদর্শন বুঝি আজ আমার অদৃষ্টে নাই, যদি আসিবার সময় পঞ্জিকাখানি দেখিয়া আসিতাম, তবে এত অশান্তিভোগ করিতে হইত না।

এইরূপে ব্রাহ্মণ নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন এবং কখনও বা বলিতেছেন দয়াময়! পরমেশ্বর! দরিদ্রের মনোভীষ্ট পূর্ণ কর। ইত্যবসরে রাজপুরোহিত রাজবাটীতে দেবার্চ্চনাদি-নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া যথোচিৎ নৈবেদ্যাদি সংগ্রহ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে রাজদ্বারে ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখিলেন। ভাগ্যগুণে উক্ত ব্রাহ্মণটী রাজপুরোহিত মহাশয়ের পূর্ব্বপরিচিত। তিনি সবিস্ময়ে

অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া সমস্ত মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, ব্রাহ্মণী আনন্দে অধীরা হইয়া বলিলেন, এই ফলটী রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিয়া ইহার পরিবর্ত্তে, পারিতোষিক স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস, তাহা হইলে অনায়াসে তোমার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, কেননা আমরা যেরূপ দরিদ্র তাহাতে যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন যদি সুখস্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারি তাহা হইলেই জন্ম সফল মনে করিব; অমরত্ব লাভ করিয়া আমাদের কোন ফল নাই।

গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজ আমি মহারাজ ভর্ত্তৃহরিকে দেবদত্ত অমরফল প্রদান করিতে গমন করিতেছি। রাজা এই ফলটী লাভ করিয়া অদ্য আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই; পুরস্কারের কথা দূরে থাকুক্, মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেই আমি স্বীয় জীবন ধন্য মনে করিব। ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ, মহারাজের রাজধানীতে বাস করি, বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইয়াছি, এই সংবাদ মহারাজকে প্রেরণ করুন। তখন দিবস দ্বিতীয় প্রহর, মধ্যাহ্নের প্রখরসূর্য্যকিরণে জীবকুল ব্যাকুল হইয়া স্বস্ব আবাসে অবস্থান করিতেছে। প্রায় সকলেই তখন স্বীয় উদর পূরণের জন্য ব্যগ্র,

জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন! আপনি এ সময়ে বিষণ্নমনে এখানে কেন বসিয়াছেন? মহারাজের নিকট কোন প্রার্থনার বিষয় আছে নাকি? পরিচিত রাজপুরোহিতের এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল; বিষণ্নবদনে ঈষৎ হাস্যের আবির্ভাব হইল; তিনি আমূলক সমস্ত বিষয় পুরোহিত মহাশয়কে বলিলেন। রাজপুরোহিত মহাশয় ব্রাহ্মণের মনোভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আপনার একটুক বিবেচনার ক্রুটি হইয়াছে; বড়লোক বিশেষতঃ রাজা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে তাঁহাদের অবসর প্রতীক্ষা করিতে হয়, পরিচিত সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারীর দ্বারা কোন্ সময়ে রাজার অবসর তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে হয়, অথবা সাক্ষাৎ করিবার জন্য নিবেদন পত্র পাঠাইতে হয়। আপনি কিছুই করেন নাই, কেবল সাক্ষাৎ করিব বলিয়া ইচ্ছা করিলেই বড়লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না। আপনি যখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তখন আমাদের সহিত যুক্তি না করিয়া সহসা রাজবাটীতে উপস্থিত হওয়া আপনার অযৌক্তিক কার্য্য হইয়াছে; যাহা হউক এখন আমার সঙ্গে আসুন, স্নানাহারাদি দৈনিকক্রিয়া সমাপন করিয়া বিশ্রাম করুন। পরে অপরাহ্নে আমি অবসর বুঝিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।

ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিতের বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন, এবং তাঁহার সহিত গিয়া স্নানাহারাদি সমাপনান্তর বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। তথায় রাজপুরোহিত ও ব্রাহ্মণ পরস্পরের নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। কথাপ্রসঙ্গে পুরোহিত

মহাশয় বলিলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমতঃ একটি আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোক আবৃত্তি করা একান্ত আবশ্যক। এবং সেই শ্লোকটীর অর্থও জানিয়া রাখা প্রয়োজন। আপনি এরূপ ভাবের কোন শ্লোক জানেন কি ? ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিলেন, না মহাশয় ; রাজদর্শন ইতিপূর্ব্বে আমার ভাগ্যে কোন দিন ঘটে নাই, সুতরাং এতাদৃশ শ্লোক মুখস্থ করিবার কোন আবশ্যক ছিল্ না। বিশেষতঃ আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না যে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমতঃ একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে হয়, যাহা হউক আপনি দয়া করিয়া যখন উপদেশ দিলেন, তখন এরূপ শ্লোক একটী আমাকে অভ্যস্ত করাইয়া দিন, এবং তাহার অর্থ বলিয়া দিন। শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত মহাশয় নিম্নোক্ত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ করিয়া দিলেন।

"অহীনাং মালিকাং বিভ্রৎ তথা পীতাম্বরং দধৎ।
হরো হরিশ্চ ভূপাল ! করোতু তব মঙ্গলম্ ॥"

অর্থাৎ হে মহারাজ ! ভুজঙ্গমালাধারী ত্রিলোচন এবং পীতাম্বরধারী নারায়ণ আপনার মঙ্গল বিধান করুন।

ব্রাহ্মণ সযত্নে শ্লোক এবং তাহার অর্থটী অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এদিকে ক্রমশঃ অপরাহ্ণ সমাগতপ্রায়। সূর্য্যের তাদৃশ প্রখর উত্তাপ নাই। পূর্ব্ববৎ পৃথিবীর নিস্তব্ধ ভাব নাই। অনেকেই স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেছেন। ক্রমে রাজকর্ম্মচারীগণ রাজসভায় আগমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ

ভর্ত্তৃহরি অমাত্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুরোহিত সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজকে শুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, রাজন! একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক; আদেশ করিলে লইয়া আসি।

রাজা ব্রাহ্মণের নাম শুনিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন ত্বরায় ব্রাহ্মণকে সাদরে আমার নিকট আনয়ন করুন। ব্রাহ্মণের প্রতি মহারাজের ভক্তি ছিল। তিনি সাধারণ-ধনিবর্গের ন্যায় অনিত্য পার্থিব সম্পদে মত্ত হইয়া বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের প্রতি মানসিক অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি দরিদ্র, কি ধনী, যে কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করিতেন, তাঁহারই অভিলাষ সফল হইত। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজপুরোহিতের সহিত সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া পুরোহিতের শিক্ষানুসারে মহারাজের আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার হস্তে ফলটী প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন রাজন! এই অপূর্ব্ব ফল আমি দেবতার বরপ্রসাদে লাভ করিয়াছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন, ইহা ভক্ষণ করিলে অমর হইবেন। আপনি চিরজীবী হইলে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল। রাজা বিপ্রদত্ত ফল সানন্দে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রভূত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া বিদায় দিলেন। অনন্তর মনে মনে ভাবিলেন, এই ফল ভক্ষণে আমার অমরত্বলাভ হইবে। আমি নিজের অমরত্বলাভের অপেক্ষা প্রিয়তমা মহিষীর অমরত্বলাভ অধিক সুখের বিষয় মনে করি, অতএব

এই ফল রাজ্ঞীকে অর্পণ করা একান্ত আবশ্যক। এই ভাবিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফল প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, এই ফল খাও, চিরজীবিনী হইবে। রাজ্ঞী সাতিশয় আহ্লাদপ্রদর্শনপূর্ব্বক ফল গ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীতমনে সভায় প্রত্যাগমন করিয়া অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। মথুরাদেশবাসী কোন এক পুরুষ রাজমহিষীর প্রিয়তম দাস ছিল, রাজমহিষী সেই ফলের গুণব্যাখা করিয়া ফলটী তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কোন দাসী মাথুরিকের প্রিয়তমা ছিল, সে সেই দাসীকে ফলটী সমর্পণ করিল। কোন গোপালকের সহিত সেই দাসীর প্রণয় ছিল, সে তাহাকে সেই ফলটী প্রদান করিল। গোপালকের কোন গোময়-ধারিণীর সহিত প্রণয় ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল প্রদান করিল। গোময়ধারিণী অমরফল পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি অতি অধমজাতি, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও উদরের অন্ন জুটে না, আমার চীরজীবন লাভ করা বিড়ম্বনামাত্র, অতএব এই ফল রাজাকে প্রদান করা উচিত; রাজা চিরজীবী হইলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল সাধন হইবে। অনন্তর সে রাজার নিকট গমন করিয়া বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! আমি এক অপূর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয়। এ ফল আপনারই ভোগ্য, আপনি গ্রহণ করুন। রাজা অমরফল গোময়ধারিণীর হস্তগত দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং ফল লইয়া পুরস্কার

প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমি এই ফল মহিষীকে দিয়াছিলাম, ইহা কিরূপে গোময়ধারিণীর হস্তগত হইল। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে দ্বিজবর! আপনি যে ফল আমাকে দিয়াছিলেন তৎসদৃশ অন্যফল আছে কি না? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে রাজন্! সেই ফল দিব্য ও দেবপ্রসাদলব্ধ, তৎসদৃশ অন্য ফল নাই। রাজা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার সম্মুখে মিথ্যাকথা বলা উচিৎ নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে রাজা সর্ব্বদেবময়, ইহা আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে দেববৎ দর্শন করা উচিত। তদনন্তর রাজা বলিলেন, কোন স্ত্রীলোকের নিকট এই ফলটী দৃষ্ট হইল, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনি স্বয়ং সে ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন কিনা? রাজা বলিলেন, আমি নিজে না খাইয়া প্রাণপ্রিয়া মহিষীকে দিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি সেই ফল লইয়া কি করিয়াছেন? রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে যে ফল দিয়াছিলাম, তাহা তুমি কি করিয়াছ? রাজ্ঞী বলিলেন, আমি স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াছি। রাজা সাতিশয় বিরাগপ্রদর্শনপূর্ব্বক রাজ্ঞীকে সেই ফল দেখাইলেন। মহিষী সহসা হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না।

রাজা ভর্ত্তৃহরি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা

পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! স্ত্রীলোকগণের মনোহরণ করিতে কাহারও সামার্থ্য নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে, অশ্বগণের প্লুতগতি, বৈশাখের মেঘ-গর্জ্জন, নারীগণের চরিত্র, পুরুষের ভাগ্য, বৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এই সকল দেবতারাও নির্ণয় করিতে সক্ষম হন না; মনুষ্যেরা কিরূপে পারিবে? ব্যাধগণ বনমধ্যস্থিত চঞ্চল বিহঙ্গমগণকেও ধারণ করিতে সমর্থ হয়, স্রোতস্বতী নদীমধ্যেও নৌকা ধারণ করিতে পারা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের চঞ্চল মনের গতি স্থির করিতে কেহই সমর্থ হন না। যে যোগিগণ সতত জীবনের সুখদুঃখ সহ্য করিয়াও জীবনধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে মোহিত হইয়া স্ত্রীগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে চেষ্টা করে, তাহার চেষ্টা আকাশ- কুসুম লাভের চেষ্টার ন্যায় সর্ব্বথা নিষ্ফল হয়।

এইরূপে মহারাজ ভর্ত্তৃহরি সাংসারিকবিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই সংসার অতীব অকিঞ্চিৎকর; ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই, অতএব বৃথা মায়ার মুগ্ধ হইয়া এই সংসারে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমে শ্রেয়স্কর নহে। বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া নিবিড় অরণ্যে গমন করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব, তাহা হইলে অন্তিমে পরম-পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইব। সম্প্রতি আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে বৈরাগ্যের ন্যায় ভাগ্য নাই, জ্ঞানের ন্যায় সখা নাই, নারায়ণের ন্যায় পরিত্রাতা নাই এবং সংসারের তুল্য পুরি নাই। রাজ্য, ভোগ, ধন ও কামনায়

আমার কোন ফল নাই; কেননা ইহারা প্রত্যেকেই মুক্তির পরিপন্থী, বিশেষতঃ পার্থিব বস্তু সমস্তই অনিত্য। আজ যাহাকে তেজস্বী পুরুষের অগ্রণী বলিয়া মনে করিতেছ, সেই বিরাজমান মহামান্য পুরুষ কয়েক দিনের পর ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। বাল্য, যৌবন, শরীর এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থই অনিত্য, তরঙ্গের ন্যায় সতত এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই ইহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ত্রৈলোক্যের পদার্থশোভা বিদ্যুৎচমকের ন্যায় অস্থির। সংসারে কিছুই প্রীতিপ্রদ নহে। ক্ষণকাল ঐশ্বর্য্য, ক্ষণকাল দারিদ্রভোগ, ক্ষণকাল রোগ এবং ক্ষণকাল আরোগ্যলাভ ইত্যাদি পরিবর্ত্তনই সংসারের ধর্ম্ম। অতএব অদ্যই আমি এই সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করতঃ ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

এইরূপে মহারাজ ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্য হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ অমাত্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বগুণান্বিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করতঃ যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্, পরমেশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশাসন।

বিক্রমাদিত্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, আজ সুপ্রভাত, নবীন রাজমহিষীর সুপ্রভাত, উজ্জয়িনীবাসী প্রজাবর্গের সুপ্রভাত। কেবল উজ্জয়িনীবাসী কেন? সসাগরা বসুন্ধরার সুপ্রভাত। দীন, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ, মূক, বধির প্রভৃতি অর্থিবর্গের সুপ্রভাত; আজ সমগ্র উজ্জয়িনী নবীন রাজার শাসনাধীন হইয়া যেন নবীন শোভা ধারণ করিয়াছে। যেন বোধ হয় প্রকৃতি দেবী নবীন উজ্জয়িনী নগরীকে চিরপ্রসিদ্ধা করিবার জন্য নবীন শোভায় সুশোভিতা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের যশোরাশি দিগ্‌দিগন্ত বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। মহারাজের সুশাসনে সকলেই সন্তুষ্ট। রাজ্যে অশান্তি নাই; দুর্ভিক্ষ, মারীভয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতি উপদ্রব নাই; রাজবিদ্রোহ নাই; প্রজাগণের মধ্যে পরস্পর হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৈরভাবের লেশমাত্র নাই; দস্যুভয়, অগ্নিভয় নাই, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুগণের তাদৃশ আধিপত্য নাই। পুণ্যপ্রতাপ মহারাজের পুণ্যফলে সর্ব্বত্রই শান্তভাব। তিনি দিনকরের ন্যায় প্রতাপশালী হইয়া হৃষ্টমনে যথাবিধি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করতঃ প্রজাবর্গকে অধিকতর অনুরক্ত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী যাজ্ঞিকগণের দ্বারা বহুবিধ যাগযজ্ঞাদি সম্পাদনপূর্ব্বক বসুপূর্ণ

বসুন্ধরাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ অল্পকালের মধ্যেই প্রজাবর্গ মহারাজের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়া উঠিল যে তাহারা সম্রাট্ ভর্ত্তৃহরির গুণগৌরব বিস্মৃত হইল। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য কেবল রাজ্যশাসনে সুনিপুণ ছিলেন এমত নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি কর্ম্মফল স্বীকার করিতেন; বৈদিক ও পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল; ভ্রষ্টাচার ও নাস্তিক তাঁহার নিকট সম্মান পাইত না। তাঁহার রাজ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠারীতি ছিল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, লক্ষ্মী, দুর্গা, প্রভৃতি সাকার দেবদেবীগণের আরাধনা হইত। সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সুসংস্কারের ব্যবস্থা হইত। পণ্ডিতগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মহীপতি তৎকালে দৃষ্টিগোচর হইত না। তিনি এরূপ পণ্ডিতপ্রিয় ছিলেন যে নবরত্ন নাম দিয়া নিম্নোক্ত নয় জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে সর্ব্বদা নিজের রাজধানীতে রাখিতেন।

"ন্বন্তরীক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্ট-
ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
'খ্যাতৌ' বরাহ-মিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥"

মহাকবি কালিদাস এই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। কালিদাস বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। যাঁহার লেখনী বিনিঃসৃত কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিলে আবালবৃদ্ধবনিতা অভীষ্ট

দেবতার ন্যায় তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতে ক্রুটি করে না। কালিদাসের কবিত্বগুণে ও রচনার সুকৌশলে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের পণ্ডিতসভা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। রাজ-সভায় প্রত্যহ পণ্ডিতবর্গ বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার, নীতিশাস্ত্র, দণ্ডশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদপ্রভৃতির পর্য্যালোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেন। এইরূপে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ রাজকার্য্য সমাপনান্তর সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, রাজমহিষী মহারাজকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে ও সহাস্যবদনে তদীয় হস্তধারণ করতঃ সুকোমল রত্নখচিত আসনোপরি উপবেশন করাইয়া তাঁহার শ্রান্তি বিনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলীপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! এক সন্ন্যাসী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অনুমতি করিলে তাঁহাকে আনয়ন করি। রাজা অসময়ে সন্ন্যাসীর আগমন শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে কহিলেন ত্বরায় তাঁহাকে বিশ্রাম ভবনে লইয়া যাও, আমিও ক্ষণকাল পরে তথায় যাইতেছি। অনন্তর রাজা মহিষীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! এসময় সন্ন্যাসীর আগমনের কারণ কি? কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক আমি সন্ন্যাসিদর্শনে চলিলাম।" বিশ্রামভবনে উপস্থিত হইয়া তেজঃপুঞ্জসমুজ্জ্বল যোগিবরের শরীর অবলোকন করিয়া ভাবিলেন-ইনি মহাপুরুষ, দৈবশক্তি

না থাকিলে এমন তেজ হয় না ; তৎপরে যোগিবরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। যোগী মহারাজের হস্তে একটী শ্রীফল প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে কথোপ-কথনান্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, যোগিবর ! আজ আমি আপনার শ্রীচরণদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। ভবদীয় পবিত্র পাদপাংশুলাভে আমার ঐহিক ও পারত্রিক কল্মষনিচয় বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজ আপনার অসম্ভাবিত শুভাগমনে আমি যাদৃশ আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহে। এক্ষণে এ দাসের প্রতি যদি কোন আদেশ করেন তবে এ দাস প্রাণপণে সে আদেশ প্রতিপালনে যত্নবান হইবে।

সন্ন্যাসী রাজার তাদৃশ প্রশ্রয়পূর্ণবাক্য শুনিয়া সানন্দমনে ভাবিলেন, অচিরেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে, প্রকাশ্যে বলিলেন রাজন্ ! আপনার কীর্ত্তিরাশি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইন্দ্রের ন্যায় অরিন্দম, সুরাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানবান্, প্রভাকরের ন্যায় সর্ব্বদর্শী, রামচন্দ্রের তুল্য ন্যায়পরায়ণ, ভবাদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত নরপতি জগতে অতীব দুর্ল্লভ। আমি কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের নিকট কামনা করি, আপনি দীর্ঘজীবী হইয়া জগতের অশেষবিধ কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর হউন। আপনার নিকট আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা আমি সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

যোগিবর এই বলিয়া মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী গমন করিলে রাজা মনে মনে বহুবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া ভাবিলেন "এ

২

সন্ন্যাসী কে ? আমার নিকট ইঁহার কি বক্তব্য ? আকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক, সন্ন্যাসিদত্ত এই ফল অদ্য ভক্ষণ করা উচিত নহে। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে শ্রীফলটী প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই ফল সাবধানে রাখিও। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজ্ঞীর নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। এইরূপে সে দিবস অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া রাজসভায় রত্নখচিত বহুমূল্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে অমাত্যবর্গ স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন, রাজার উভয়পার্শ্বে চামর ব্যজন হইতে লাগিল, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল, রাজ-কর্ম্মচারীগণ স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। কালিদাসপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গ মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদসূচক শ্লোকাবলি আবৃত্তি করিয়া পরস্পর শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রতিহারী দ্রুতপদে রাজসভায় আগমন করতঃ কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! গতকল্য যে সন্ন্যাসী রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, আদেশ করিলে লইয়া আসিব। তৎক্ষণাৎ রাজা আদেশ করিলেন, সত্বর যোগীশ্বরকে রাজসভায় আনয়ন কর। অনন্তর মহারাজের আদেশানুসারে সন্ন্যাসী রাজসভায় আনীত হইলে রাজা চিনিতে পারিলেন এবং সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, আসনে উপবেশন করুন। সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া

রাজহস্তে পূর্ব্ববৎ একটী ফল প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। সকলেই বিস্মিত। সভাস্থ সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে জটাজুটবিরাজিত লম্বিতশ্মশ্রু যোগিবরের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। প্রত্যহ যোগী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজের আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং এক একটী ফল প্রদান করিয়া প্রস্থান করিতেন।

একদা রাজা বয়স্যসমভিব্যাহারে রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় বিচরণ করিতেছেন, সর্ব্বরসের আধার বয়স্য নানাবিধ রহস্য দ্বারা রাজার চিত্তবিনোদন করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় সেই সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ একটী ফল প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, দৈবযোগে সেদিন সেই ফলটী মহারাজের করতল হইতে ভূতলে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও তদীয় বয়স্য সেই রত্নের প্রভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাত্মন্! কি জন্য আপনি আমাকে এই রত্নগর্ভ ফল প্রদান করিলেন? যোগী বলিলেন মহারাজ!

"রিক্তপাণির্নপশ্যেত্তু রাজানং দেবতাং গুরুম্"।

এই শাস্ত্রানুসারে রাজা, দেবতা ও গুরুর নিকট রিক্তহস্তে যাইতে নিষেধ আছে। এইজন্য আমি রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। একটী রত্নগর্ভ শ্রীফল কেন, আমি প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়া আসিতেছি তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এতাদৃশ এক একটী রত্ন আছে। তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া কহিলেন, এই যোগীর প্রদত্ত ফল আমি তোমাকে রাখিতে

দিয়াছি, অতএব তুমি সত্বর সেই সকল ফল এইস্থানে লইয়া আইস। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমুদয় ফল সেই স্থানে আনিল, এবং রাজা প্রত্যেক ফল ভাঙ্গিয়া দেখিলেন, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটী রত্ন নিহিত আছে। ইহা দেখিয়া রাজা ও বয়স্য যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক প্রসিদ্ধ-রত্নপরীক্ষককে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া এই রত্ননিচয়ের মূল্য নির্দ্ধারণ কর। রত্নপরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া বলিল মহারাজ! ঐ সকল অমূল্য রত্ন, প্রত্যেক রত্নই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাদ্বারাও এইরূপ এক একটী রত্ন ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। রাজা রত্নপরীক্ষকের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে যথোচিত পুর-স্কার প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর যোগিবরকে স্বকীয় আসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া বলিলেন, মহাত্মন্! "আপনি এ বহুমূল্য রত্নসমূহ কোথা হইতে পাইলেন? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা আমাকে প্রদান করিলেন? তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া আমার সংশয় দূরীভূত করুন" তখন যোগী বলিলেন, "মহারাজ! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে দিন আপনার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই দিনই আমি আপনাকে বলিয়াছি আমার কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সেই অভিপ্রায় আপনার দ্বারাই সুসম্পন্ন হইবে। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন সে অনেক দিনের কথা, আমার স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু আপনি এ পর্য্যন্ত আমাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই। অদ্য অনুগ্রহ

পূর্ব্বক সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করুন। যোগী কহিলেন, আমি প্রকাশ করিতে পারি কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন এ গূঢ়রহস্য অপরের কর্ণগোচর হইবে না। রাজা বলিলেন আমি যাথার্থই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আপনার কথিত গূঢ়রহস্য আমি প্রাণান্তেও অপরের নিকট প্রকাশ করিব না, আপনি তদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। তখন যোগী রাজাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন মহারাজ! আমি গোদাবরীতীরস্থ শ্মশানে মন্ত্র সিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, মন্ত্র সিদ্ধ হইলে আমার সিদ্ধিলাভের আশা আছে। আমি স্বপ্নে অভীষ্ট দেবতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি— "মহারাজ বিক্রমাদিত্য যদি তোমার সন্নিহিত থাকেন তবে তোমার মন্ত্রসিদ্ধি হইবে।" আগামিনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথি এই কার্য্যে শুভফলপ্রদা জানিয়া আমি উক্ত দিবসে এই শুভানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি উক্ত দিবস সায়ংকালে গোদাবরীতীরস্থ আমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি উক্ত দিবস সন্ধ্যা-সময়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইব। রাজার মনে কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, যোগী, সন্ন্যাসী, তান্ত্রিকগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তিনি তন্ত্র, মন্ত্র মানিতেন, সুতরাং সন্ন্যাসী বলিবামাত্রই স্বীকার করিলেন।

দুষ্ট সন্ন্যাসী রাজার এতাদৃশ অঙ্গীকারসূচক বাক্য শ্রবণ করতঃ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমে গমন করিল। রাজাও সভাভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দেবরাজ-প্রসাদে রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত সিংহাসনলাভ।

ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি উপস্থিত হইল। আজ রাজা বিক্রমাদিত্য ও যোগী শান্তশীল উভয়েরই মহানন্দের দিন। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীর মন্ত্রসাধনে সহায়তা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছেন, অদ্য সেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার দিন, ইহাই রাজার পক্ষে মহানন্দ। সরল-হৃদয় মহাত্মারা অপরের যথাশক্তি উপকারসাধন করিতে পারিলেই মানসিক নিরতিশয় আনন্দানুভব করেন, ইহা মহাত্মাগণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এদিকে কুটিলমতি সন্ন্যাসী ভাবিতেছেন, আজ আমার ঐশ্বর্য্যসিদ্ধির দিন। সায়ংকালে রাজা বিক্রমাদিত্য আমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। তিনি উপস্থিত হইলে আমি তাঁহাকে শিংশপা বৃক্ষস্থ চন্দ্রভানুর মৃত শরীর আনয়নে নিযুক্ত করিব, এবং সেই শব-শরীরে জীবন-দান করিয়া অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে বলিপ্রদান করিব। তৎপরে রাজাকে অভীষ্ট দেবের নিকট প্রণাম করিতে আদেশ করিব, এবং সেই অবসরে খড়গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিতে পারিলেই আমার অভিলষিত ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! কি নিদারুণ বিশ্বাস-ঘাতকতা!! কি পৈশাচিক ব্যাপার!!! পাপিষ্ঠ তাপসাধমের

কি দুরভিষন্ধি! সামান্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজাধিরাজের শিরশ্ছেদনে সঙ্কল্প। জগতে শত শত কপটাচার স্বার্থলোলুপ মানবেরা এইরূপেই সরলহৃদয় সাধুগণের প্রাণসংহার করে। এইরূপেই সরলহৃদয় সাধুগণ কপটের দুরভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সহসা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হন এবং পরিশেষে কুটিল ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া অমূল্য জীবনধনে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কপটেরা সামান্য অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য জগতের কল্যাণ সাধনে বদ্ধপরিকর মহাত্মাগণের প্রাণসংহারে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। হায় স্বার্থান্ধ জীব! সংসারে স্বার্থসিদ্ধিকেই জীবনের মূলমন্ত্র মনে করিও না। দয়া, দাক্ষিণ্য, স্বার্থত্যাগ, পরোপকার প্রভৃতি অনেক কর্ত্তব্য আছে। এই জন্যই ঋষিরা স্বার্থত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবনে যোগাসনে উপবেশন করতঃ পরমার্থ মুক্তিপদার্থ লাভ করিতে সচেষ্ট হন। এই জন্যই আর্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগই অশেষবিধ ধর্ম্মের মূল। প্রথমতঃ স্বার্থত্যাগ কর, তৎপরে তুমি সমস্তকার্য্যে অধিকারী হইবে। তুমি যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান প্রভৃতি যতই বাহ্যাড়ম্বর দেখাইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর না কেন, তোমার অন্তরে স্বার্থরূপ পরম শত্রু যতদিন জাগরুক থাকিবে ততদিন তোমার ভস্মস্তূপে ঘৃতাহুতির ন্যায় সমস্ত কর্ম্মই বিফল। তুমি যতই বিদ্বান্ হও, যতই পাণ্ডিত্য দেখাইয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে সকলের নিকট জয়ী হইয়া চতুর্দ্দিকে স্বীয় যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিবার চেষ্টা কর, তোমার বিদ্যাবত্তায় সাধারণের মন যতই আকৃষ্ট হউক না কেন?

যতদিন তুমি স্বার্থত্যাগী না হইতেছ, ততদিন তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ হয় নাই। তুমি ঐশ্বরিক ভক্তি দেখাইয়া সাধারণের নিকট যতই পরমভক্তের ভাণ কর, বহুবিধ উপচারে পূজা করিয়া যতই দেবতাদিগের সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হও, ভক্তপ্রবর জানিয়া সাধারণে যতই তোমাকে গুরুরূপে স্বীকার করুক, যতদিন তুমি স্বার্থত্যাগী না হইতেছ, ততদিন তোমার সমস্ত প্রতিপত্তিই বিফল। তুমি জনসমাজে সত্যবাদী বলিয়া যতই গৌরবান্বিত হও, তোমার সত্যবাদিতায় সাধারণের মন যতই আকৃষ্ট হউক, তোমার অন্তরে যদি স্বার্থত্যাগ না থাকে তবে তুমি কোনক্রমেই প্রশংসাভাজন নও। অগ্রে স্বার্থত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নিঃস্বার্থতাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে কর, তবে তোমার সমস্ত কার্য্য সুফল হইবে, তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী হইবে, জগতে প্রশংসনীয় হইবে, তখন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ বলিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারিবে।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসান হইল, দিঙ্মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, দিনমণি পশ্চিমাচলের উন্নতশিখরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সায়ংকাল সমুপস্থিত দেখিয়া সন্ন্যাসী শান্তশীল চতুর শিষ্য-বর্গের দ্বারা স্বকায় আরাধনার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও রাত্রি সমাগত দেখিয়া প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত বুঝিয়া একাকী খড়গপাণি হইয়া ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে গমনোন্মুখ হইলেন। রাজান্তঃপুরে কেহই জানিতে পারিল না, রাজমহিষী ভানুমতী অদ্বিতীয়া বিদুষী, জ্যোতিষশাস্ত্রে

তাঁহার সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল, তিনি গণনা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না বা চিন্তিত হইলেন না। বুঝিলেন স্বামীর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। ক্রূর সন্ন্যাসী স্বীয় বুদ্ধিদোষে পবিত্রহৃদয় সাধুর প্রাণ-সংহার করিতে গিয়া নিজের মৃত্যুপথ পরিস্কার করিতেছে।

ক্রমে রাজা রাজপুরী হইতে রাজপথে উপস্থিত হইলেন; একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর অন্ধকার, চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধ ভাব, কেবল রাজপথে দুই একটী রাজপ্রহরী যাতায়াত করিতেছে। রাজপ্রহরীগণ ছদ্মবেশী রাজাকে চিনিতে পারিল না। ক্রমে রাজা নগর অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবেশন করিয়াছেন; রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, আসনে উপবেশন করুন। রাজা যথাবিহিত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, মহাত্মন্! দাসের প্রতি আদেশ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন, মহাশয়! আপনি কষ্টস্বীকার করিয়া আমার সাহায্য করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি, আপনার অনুগ্রহে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্পূর্ণ আশা আছে।

"সম্প্রতি আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে এই আশ্রমের দক্ষিণদিকে গমন করুন্। কিয়দ্দূর গমন করিলে সম্মুখে এক মহাশ্মশান দেখিতে পাইবেন। তৎপরে নির্ভয়ে সেই শ্মশানে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন, একপ্রান্তে একটী বৃহদাকার শিংশপা বৃক্ষ

আছে, সেই বৃক্ষে এক রজ্জুবদ্ধ মৃতশরীর দোদুল্যমান রহিয়াছে। আপনি বৃক্ষে আরোহণ করতঃ শবটীকে রজ্জুমুক্ত করিয়া আমার নিকট লইয়া আসুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। দেখুন সাবধান! রাত্রিতে শবস্পর্শ করিবার জন্য আন্তরিক ভয় বা ঘৃণা করিবেন না, তাহা হইলে সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে।”

রাজা “আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম” বলিয়া তৎক্ষণাৎ শবানয়নে গমন করিলেন। সেই শ্মশানের দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর। চতুর্দ্দিকে ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী প্রভৃতি দলে দলে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে, নরমাংস-লোলুপ নিশাচরবর্গ রক্তাক্ত কলেবর হইয়া জীবিত মনুষ্যশিশুচর্ব্বণ করিতেছে, মাংসাশী শিবাগণ দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ স্তূপাকারে পতিত মৃতশরীর সানন্দে ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও বা দেদীপ্যমান চিতানলের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রাক্ষসগণ বিকট চীৎকার করিয়া নৃত্য করিতেছে। এইরূপে নরপতি প্রত্যেক পদবিক্ষেপে শ্মশানের বিভীষিকাময় শত শত দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু অণুমাত্রও ভীত হইলেন না, কারণ তিনি মহাবলপরাক্রান্ত সহস্র সহস্র যজ্ঞদ্রোহিরাক্ষসগণের জীবনসংহার করিয়া মুনিগণের যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইয়াছেন। রাক্ষসেরা প্রথমতঃ সাধারণমনুষ্যবোধে নরপতির সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে খড়্গপাণি দেখিয়া এবং তাঁহার বীরপুরুষোচিত আকৃতি প্রকৃতি অবলোকন করিয়া একে একে প্রস্থান করিল। রাজা শিংশপাবৃক্ষের নিকট গমন

করিয়া দেখিলেন, সেই বৃক্ষে একটী রজ্জুবদ্ধ মৃতশরীর লম্বমান রহিয়াছে। রাজা শবদর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করতঃ খড়গদ্বারা শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বন্ধনমুক্ত শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র ভীষণ চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল, রাজা তদ্দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন "এই মৃতদেহ বেতালাধিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা হউক আমি যথাশক্তি যোগীর আদেশ প্রতি-পালন করিব।"

ইত্যবসরে বেতালাধিষ্ঠিত সেই শব পুনর্ব্বার বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ লম্বমান হইয়া রহিল। রাজা পুনর্ব্বার বৃক্ষে আরোহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং নির্ভয়ে শবকে কক্ষে ধরিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে নরপতি সেই শবকে স্কন্ধে করিয়া সেই ভীষণ শ্মশান অতিক্রম করতঃ যোগীর আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে শবাধিষ্ঠিত বেতাল মনুষ্যবাক্যে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারাজ! তুমি পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় সম্রাট্, শৌর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, পাণ্ডিত্যে, দয়ায়, বদান্যতায় এবং স্বার্থত্যাগিতায় ভবাদৃশ মহাত্মা অতীব দুর্লভ। তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া সামান্য যোগীর উপকারার্থে আজ যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছ, নিবিড় তামসী নিশায় শ্মশানে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছ দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমি তোমার সাহস ও অধ্যবসায়দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট

হইয়াছি। সম্প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

"তুমি অদ্য যে সন্ন্যাসীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই শব লইয়া যাইতেছ, সেই সন্ন্যাসীই তোমার প্রাণসংহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। সেই যোগী কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন, তাহার নাম শান্তশীল। যে শব তুমি স্কন্ধে বহন করিতেছ, তাহা রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। সন্ন্যাসী বহুবিধ কৌশলে রাজা চন্দ্রভানুর প্রাণ বধ করিয়াছে। এক্ষণে তুমি তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেই এই শবকে পুনর্ব্বার জীবিত করিয়া অভীষ্টদেবতার নিকট বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে বহুবিধ পূজার আড়ম্বর দেখাইয়া তোমাকে বলিবে " আমার অভীষ্টদেবের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর।" তুমি তাহার আদেশানুসারে প্রণাম করিবার জন্য দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইলেই. খড়গদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন করিবে। তোমাকে বলিদান করিতে পারিলেই তাহার সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি হইবে। অতএব তুমি প্রবঞ্চক সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে কার্য্য করিও না। সে যখন তোমাকে বলিবে "সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর" তখন তুমি প্রত্যুত্তরে বলিও— "মহাত্মন্! আপনি আমার উপদেষ্টা, অতএব কিরূপে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হয়, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন। আপনি প্রদর্শক হইলে আমি আপনার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইব।" অনন্তর সেই যোগী তোমাকে প্রণাম দেখাইবার জন্য দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইবে, সেই অবসরে তুমি খড়গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক তদীয় অভীষ্টদেবের নিকট বলিপ্রদান

করিও, তাহা হইলে তাহার বাঞ্ছিত সিদ্ধি তুমিই লাভ করিতে পারিবে। তুমি রাজা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তোমার কার্য্য, তোমার রাজ্যে দুর্জ্জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তুমি তাহাদের শাসন করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য। এই দুষ্ট সন্ন্যাসী তোমার রাজত্বে বাস করিয়া তোমারই জীবন সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, অতএব তুমি নিঃশঙ্কোচে এই রাজবিদ্রোহীর প্রাণসংহার করিয়া প্রকৃত রাজোচিত কার্য্য কর। ইহাতে তোমার অণুমাত্র নরহত্যাজনিত পাতক হইবে না। অধিকন্তু তোমাকে কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ দেখিয়া ঈশ্বর তোমার উপর অত্যন্ত অনুকূল হইবেন সন্দেহ নাই।"

এইরূপে রাজাকে সতর্ক করাইয়া বেতাল সেই মৃতশরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা সেই শব লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন. সন্ন্যাসী রাজাকে দেখিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সঞ্জীবনীমন্ত্র দ্বারা চন্দ্রভানুর মৃতশরীরে জীবনদান পূর্ব্বক বলিপ্রদান করিলেন এবং অর্চ্চনা ক্রমশঃ সাঙ্গ হইলে রাজাকে বলিলেন, মহাশয়! আমার অভীষ্টদেবের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করুন, তাহা হইলে আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। বিক্রমাদিত্য বেতালের আদেশানুসারে কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, মহাত্মন্! আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে জানি না, আপনি আমার উপদেষ্টা, কিরূপে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হয় তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন। সন্ন্যাসী রাজাকে প্রণাম দেখাইবার নিমিত্ত যেমন ভূতলে পতিত

হইলেন, সেই অবকাশে রাজা খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। এই ব্যাপার দর্শনে স্বর্গীয় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইল। ভীষণ প্রতারণার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত জগতে চিরস্মরণীয় থাকিল। কত শত ঋষি তপস্বী আসিয়া সন্তুষ্টান্তঃ-করণে রাজার গুণকীর্ত্তন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং অমরাবতী হইতে পুষ্পরথে অবতীর্ণ হইয়া মহারাজের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন দ্বারা রাজাকে সম্মানিত করিয়া বলিলেন; সখে! আপনি ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় রাজা, এবং আমার প্রধান সহায়, আপনার সুশাসনে সকলেই সন্তুষ্ট, আজ এই প্রতারক সন্ন্যাসীর প্রাণসংহার করিয়া আপনি জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আপনার এই কীর্ত্তি পৃথিবীতে চিরকাল অক্ষয় থাকিবে। বিক্রমাদিত্য সবিনয়ে দেবরাজকে বলিলেন, ভগবন্! যদি আমি কোনও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়া থাকি তবে সে আপনাদের কৃপাগুণে বলিতে হইবে। কোন মহাত্মার অনুকম্পাব্যতিরেকে সাধারণে কোন কর্ম্মে সফল মনোরথ হইতে পারে না।

এইরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বিক্রমাদিত্যের নানাবিধ কথোপকথন হইল, পরিশেষে দেবেন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় সারথি মাতলিকে বলিলেন তুমি সত্বর স্বর্গে গমন করিয়া সেই রত্নখচিত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত সিংহাসন লইয়া আইস। আমি সেই সিংহাসন আমার বন্ধুবর বিক্রমাদিত্যকে উপহার স্বরূপ প্রদান

করিব। মাতলি ক্ষণকালবিলম্ব না করিয়া অমরাবতী হইতে সেই সিংহাসন আনয়ন করিলেন। চন্দ্রকান্তশিলানির্ম্মিত, নানারত্নখচিত, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত সেই রমণীয় সিংহাসন দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য চমৎকৃত হইলেন। সেই সিংহাসনের তুলনায় স্বীয় রাজধানীকে তুচ্ছ মনে করিলেন! দেবেন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখে! আপনাকে উপযুক্ত উপহার দান করা আমার সাধ্যাতীত, তাহা হইলেও বন্ধুভাবে এই সিংহাসন অর্পণ করিতেছি, সাদরে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব। রাজা দেবরাজের ঈদৃশ বন্ধুত্ব-সূচক ব্যবহার সন্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সিংহাসন লাভে স্বকীয় আত্মাকে ধন্য মনে করিলেন। অনন্তর দেবরাজের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, ক্রমে রাত্রিও প্রভাত হইল। প্রভাকর উদয়াচলের শিখরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায় পূর্ব্বদিক অরুণবর্ণ হইল। ক্রমে রাজসভা জনাকীর্ণ হইল। রাজা সভায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদিবসীয় সমস্ত ঘটনা যথাক্রমে বর্ণন করিলেন।

সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সাগ্রহে রাজার বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজপ্রদত্ত সিংহাসন দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। অনন্তর রাজা শুভদিনে শুভমুহূর্ত্তে সেই দেব দুর্লভ সিংহাসনে আরোহন করিয়া পরম সুখে বহুকাল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।

এই সংসার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, সাময়িক পরিণামে সমস্ত পদার্থই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। পার্থিব সুখ, পার্থিব সম্পদ্ সমস্তই অনিত্য। সংসারে সুখ, দুঃখ নিয়ত রথচক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতেছে! এই মর্ত্ত্য ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ কখনও নিত্যসুখ অনুভব করিতে পারেন না। সুখের অবসানে দুঃখ, দুঃখের অবসানে সুখ; সম্পদের পর বিপদ্, বিপদের পর সম্পদ্ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। যেমন দিনমণি অস্তাচলের শিখরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তমোময়ী রজনীর সমাগম হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখের অবস্থা অস্তমিত হইলেই দুঃখের দশা আসিয়া উপস্থিত হয়। জন্মান্তরেও যাঁহার দুঃখানুভবের আশঙ্কা নাই, যিনি ইহজন্মে স্বপ্নেও দুঃখ কাহাকে বলে অবগত নহেন, যিনি চিরকাল সুখের কোমলক্রোড়ে শয়ন করিয়া দুঃখকে কবির কল্পনা বলিয়া মনে করেন, সাময়িক পরিণামে, কুটিল দৈবচক্রে তাঁহাকেও পথের ভিখারী হইয়া সামান্য উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতে হয়। যিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অতুলনীয়প্রতাপে সমগ্র ভূমণ্ডল সুশাসিত করিতেছেন, প্রবল শত্রুবর্গ যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে ভয়ে অধীর হইয়া দেশত্যাগী হয়, কালের কুটিলচক্রে তাঁহাকেও সামান্য শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের

অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল; তাঁহার সৌভাগ্যরবি চিরকালের জন্য অস্তগত হইলেন, যেন অব্যবহিত পরক্ষণেই দুরদৃষ্টরূপিণী ঘোরা তমোময়ী রজনী আসিয়া বিশালা উজ্জয়িনী নগরীকে চিরান্ধকারে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিল।

একদা তিনি নিশীথে স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন "প্রজাবর্গ অন্নাভাবে জীর্ণকলেবর হইয়া হাহাকার করিতেছে। বহুকাল অনাবৃষ্টি হওয়ায় প্রত্যহ অসংখ্য তৃষ্ণার্ত্ত জীবকুল পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। হয়, হস্তী, সৈন্য, সামন্ত প্রভৃতি নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল হইয়া প্রতিদিন কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। রাজ্যে সর্ব্বত্রই মারীভয়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি উপদ্রবে প্রত্যহ সহস্র সহস্র প্রজাবর্গ অকালে কালের কবলে পতিত হইতেছে। কোথাও বা সৌধাবলী অকালে ভূতলে পতিত হওয়ায় জনসাধারণের অন্তরে অভূতপূর্ব্ব ভয়ের আবির্ভাব হইতেছে। প্রদোষে কুক্কুটেরা বিকট শব্দ করিতেছে। মাংসাশী শিবাগণ মধ্যাহ্নে ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ খাদ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুগণের পর্য্যায় নিয়ম নাই। উজ্জয়িনী নগরীর তাদৃশী শ্রী নাই। রাজপুরীর সে অবস্থা নাই। দেবেন্দ্রদত্ত রত্নসিংহাসন যেন একেবারেই হীনপ্রভ হইয়াছে। রাজসভায় মন্ত্রী নাই, কালিদাসপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গ নাই, যেন শাস্ত্রীয় আলোচনা চিরদিনের জন্য উজ্জয়িনী হইতে তিরোহিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই হাহাকারপূর্ণ, যেন বোধ হয় রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়া প্রজাবৃন্দের মধ্যে ভীষণ অশান্তির সঞ্চার ঘটাইয়াছে।"

তৎক্ষণাৎ রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া বিপত্তারিণী তারিণীর নামোচ্চারণ করিলেন ও বলিলেন, "মাতঃ! তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজই এই হতভাগ্য সন্তানের একমাত্র শরণ; সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে আমি তোমা ভিন্ন অপরের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। কেন আজ আমি এরূপ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম? আমার মন বড়ই চঞ্চল হইতেছে, আমাকে অভয় প্রদান করিয়া দুর্গতিহারিণী নামের সার্থকতা প্রতিপাদন কর।"

রাজার এতাদৃশ করুণ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবিতেশ্বর! কেন এরূপ বিষন্নভাবে উপবেশন করিয়াছেন? আপনার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে নিশ্চয় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; সত্বর সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূরীভূত করুন।" রাজা মহিষীর বাক্য শুনিয়া তাঁহার নিকট আমূলক স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া মহিষী যুক্তিপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁহার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, মহারাজ! মানবজন্ম গ্রহণ করিলেই বিপদের অধীন হইতে হয়। এই মায়াময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং ঈশ্বরও বিপন্ন হইয়াছেন। জীবমাত্রেই কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া অহরহ সংসারার্ণবে ভাসমান হইতেছে। অতএব এবিষয়ে চিন্তা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। চিন্তা দূর করিয়া চিন্তাহারী নারায়ণের ধ্যান করুন, তিনিই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।

পরস্পরের এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। অরুণোদয়ে নৈশ তমোরাশি দূরীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইল। ভূচর, খেচর প্রভৃতি প্রাণিগণ স্ব স্ব আহারানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যও প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর অমাত্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। আজ মহারাজের তাদৃশস্ফূর্ত্তি নাই; দেখিয়া বোধ হয় যেন কোনরূপ নিগূঢ় চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; বাক্যে মাধুর্য্য নাই, শশিবিনিন্দিত-বদনমণ্ডল যেন একেবারেই হীনপ্রভ হইয়াছে। বৈষয়িক কার্য্যকলাপে সেরূপ আস্থা নাই, যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষণ্ণভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। রাজসভাস্থ সকলেই মহারাজের তাদৃশ অসম্ভাবিত ভাবান্তর অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু ভয়ে কেহ কারণ জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হইলেন না। ক্রমে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হওয়ায় সভাভঙ্গ হইল, রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। আজ যেন তাঁহার পক্ষে অন্তঃপুর কারাগারের ন্যায় বোধ হইল, অমৃতোপম রাজভোগ যেন বিষাক্ত বলিয়া মনে হইল, তিনি কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। মহারাজের এতাদৃশ অবস্থান্তর অবলোকন করিয়া অন্তঃপুরস্থ সকলেই অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, দিবাকর যেন সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই অস্তাচলের শিখর-দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতি দেবী যেন এক

অপূর্ব্ববেশে বিভূষিতা হইয়া দশদিক্ রক্তাবরণে আচ্ছাদিত করিলেন। নিশাপতি চন্দ্র গগনে উদিত হইয়া অমৃতময় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক সমগ্র জগৎ আলোকিত করিলেন। একদিকে সূর্য্যের অস্ত-গমন, অপরদিকে নিশানাথের অভ্যুদয় দেখিয়া বোধ হইল যেন কাহারও অবস্থা চিরকাল সমভাবে থাকে না। চন্দ্রমার শীতল কিরণে জগদ্বাসী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইল। ক্রমে রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইলে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন, "অলৌকিক-রূপসম্পান্না এক যুবতী স্ত্রী শিরোদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। রাজা তাঁহাকে স্বপ্নাবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই করুণ-স্বরে রোদন করিতেছেন? কারণনির্দ্দেশ করিয়া আমার সংশয় দূর করুন।" রাজার বাক্য শুনিয়া তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন "আমি তোমার রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। তোমার আশ্রয়ে নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে বহুদিন অচলা হইয়া কালযাপন করিয়াছি। অচিরেই তুমি শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করতঃ অনুপম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইবে। ত্বাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরপতি ভূমণ্ডলে অতীব দুর্লভ। আমি নিরাশ্রয়া হইয়া তোমার বিচ্ছেদে কিরূপে কালাতিপাত করিব ইহাই ঐকান্তিক চিন্তা করিয়া অজস্র ক্রন্দন করিতেছি।"

তৎপরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবি! আমার শত্রু কে? এবং কিজন্যই বা আমার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়াছে? সে কিরূপেই বা আমাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবে?" অনন্তর রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তর করিলেন "বৎস!

প্রতিষ্ঠানগরের রাজা শালিবাহন তোমার শত্রু, সে তোমার রাজ্য অধিকৃত করিবার মানসে ছদ্মবেশী হইয়া অন্যায় যুদ্ধে তোমার প্রাণসংহার করিবে, কিন্তু তাহার আশা ফলবতী হইবে না। সে ভগ্নমনোরথ ও লজ্জিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিবে। ফলতঃ অদৃষ্টদোষে কেবল তুমিই তোমার অমূল্য জীবনধনে বঞ্চিত হইবে। তোমার রাজ্য ত্বদীয় অমাত্যবর্গদ্বারা শাসিত হইবে।

পুনর্ব্বার বিক্রমাদিত্য বলিলেন, "মাতঃ! আমি কোনরূপ উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইব না? রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস! বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়। সহস্র প্রতীকারেও দৈবায়ত্ত বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায় না। এই সংসার কর্ম্মভূমি, কর্ম্ম করিলেই অবশ্য তাহার ফলভোগ করিতে হয়, স্বয়ং ঈশ্বরও যদি মানবদেহ ধারণ করিয়া এই মর্ত্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকেও কর্ম্মানুযায়ি সুখ দুঃখের অধিকারী হইতে হয়। তিনি বহুবিধ প্রতিকারকরণে সমর্থ হইলেও ভস্মস্তূপে ঘৃতাহুতির ন্যায়, তাঁহার সমস্ত প্রতিকারই নিস্ফল হয়। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত-দুষ্কৃতির ফলে সামান্য শত্রু তোমার জীবন সংহার করিবে। ইহাই তোমার নিয়তি। অতএব প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া বিপৎকালে বিপত্তারণ নারায়ণের পাদপদ্মদ্বয় আরাধনা কর, তাহা হইলে পারলৌকিক পথ পরিষ্কৃত হইবে; তুমি অনায়াসেই অমরপুরে গমন করিতে সক্ষম হইবে।"

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজার

নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সহসা আৰ্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। রাজার আর্ত্তনাদে মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি রাজাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সাশ্রুনয়নে কাতরস্বরে সমুদয় স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে মহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, তিনি বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া মূৰ্চ্ছিতা হইলেন। রাজা বহুযত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন। দেবী কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন, "জীবিতেশ্বর! এই সংসারে পতিই পতিব্রতা রমণীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পতির সেবাই সতীর প্রধান ধৰ্ম্ম। পরমেশ্বরের নিগ্রহে যদি সত্য সত্যই স্বপ্নফল যথার্থ হয়, তবে এ অভাগিনীর অবস্থা কি হইবে? আমি আপনার সহধৰ্ম্মিণী, অসময়ে আপনার পরলোকগমনে আমিও সহগামিনী হইব।"

অনন্তর মহারাজ স্থিরচিত্তে কহিলেন, মহিষি! তুমি অশিক্ষিতা নহ, তুমি বিদুষী, আমার সংক্ষিপ্ত উপদেশের সারমর্ম্ম তুমি অক্লেশেই বুঝিতে পারিবে। সম্প্রতি তুমি অন্তঃসত্ত্বা; আমি বিচক্ষণ জ্যোতির্ব্বিদদ্বারা গণনা করিয়া অবগত হইয়াছি, তোমার গর্ভে সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজচক্রবর্ত্তী সুসন্তান বর্ত্তমান আছে। এই সন্তানই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের একমাত্র অবলম্বন, এবং এই বংশাবতংস সন্তানই সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর হইয়া বহুকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যশাসন করিবে। তুমি সহমৃতা হইলে সমস্ত আশা বিফল

হইবে। চিরকালোপার্জ্জিত রাজ্য, চিরপ্রসিদ্ধ বংশমর্য্যাদা, সমস্তই ভ্রষ্ট হইবে। অতএব তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, তোমার সহমরণের অধিক ফল হইবে। পতির সহমরণ যেরূপ সতীর কর্ত্তব্য ও প্রধানধর্ম্ম, সেইরূপ পতির আদেশ প্রতিপালনও সতীর কর্ত্তব্য এবং প্রধান ধর্ম্ম বলিয় শাস্ত্রে উক্ত আছে।”

উভয়ের এইরূপ কথোপকথনে রজনীপ্রভাত হইল। ভগবান্ মরীচিমালী রাজা ও রাজমহিষী এই উভয়ের হৃদয়-কন্দর ভিন্ন সমস্ত জগৎ আলোকিত করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রাতঃকাল সমাগত জানিয়া যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতঃ সভায় উপস্থিত হইলেন এবং প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিপ্রবর! কয়েক দিবস হইল বৈষয়িক চিন্তায় আমার শরীর ও মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে, অতএব আমি সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। রাজ্যশাসনের সমগ্রভার আপনার হস্তে অর্পিত হইল। আপনি বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ও রাজকার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ, আপনার কার্য্যদক্ষতায় আমি চিরকালই সন্তুষ্ট আছি, আপনাকে অধিক উপদেশ দিবার কিছুই নাই। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনি এই রাজ্যশাসনরূপ দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হইয়া নিয়ত প্রজাবর্গের অনুরঞ্জন করতঃ সকলের প্রীতিভাজন ও অতুলনীয় কীর্ত্তিশালী হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করুন। মন্ত্রী বলিলেন, “মহারাজ! আদেশ শিরোধার্য্য করিলাম।” অনন্তর

রাজা মন্ত্রীর অঙ্গীকারসূচক বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে রাজকার্য্য সমাধা হইলে মধ্যাহ্ন সমাগত দেখিয়া সভাভঙ্গ করিয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অন্তঃপুরে রাজা ও মহিষী একাসনে উপবেশন করিয়া স্বপ্নবিষয়িণী নানাবিধ চিন্তা দ্বারা অতি কষ্টে সমগ্র দিবস অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সূর্য্যদেব অস্তাচলের শিখরদেশে অধিরোহণ করিলেন। যাতনাময়ী যামিনীর আগমন দেখিয়া রাজা ও রাজমহিষীর দুঃখ দ্বিগুণিত হইল। রাজা হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সায়ংকৃত্য সমাপনান্তর বিশ্রাম করিলেন।

ক্রমে রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। তখন দশদিক্ নিস্তব্ধ, রাজপুরীর সকলেই নিদ্রাবস্থায় অচেতন হইয়াছে। কেবল কয়েকজন প্রহরী জাগরিত থাকিয়া স্বস্ব কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। এমন সময়ে রাজদ্বারে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হইল। প্রহরীগণের ঘোরতর চীৎকারে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল, ক্রমশঃ কোলাহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন কোন শত্রু পক্ষ রাজপুরী অধিকার করিবার মানসে সসৈন্যে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ সংগ্রামোৎসুক জয়াভিলাষী সৈনিকগণের কোলাহলে সকলেই জাগরিত হইল। কিন্তু কেবল জাগরিত হইয়াই কি করিবে? তখন রাজপুরীতে সৈন্য নাই, সেনাপতি নাই। কেবল পুরী-রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণের

শতাংশেরও একাংশ নহে। তাহাদের তখন উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র নাই, উপযুক্ত চালক নাই, স্থতরাং তাহারা অল্পক্ষণ সংগ্রাম করিয়াই ভগ্নোত্মম হইল। শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সহসা অন্তঃপুরে এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত দেখিয়া জীবনের মমতায় কে কোথায় পলায়ন করিল তাহার নির্ণয় রহিল না। সৈন্যগণ বিবিধ অস্ত্রদ্বারা মণিময় সুরম্য হর্ম্ম্য ভেদ করিয়া সম্রাটের শয়নাগারে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বীরকুল-ধুরন্ধর বিক্রমাদিত্য উপস্থিত বিপদের প্রতীকার অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণ-কাল সংগ্রাম হইল। কিন্তু অসংখ্য শত্রু সৈন্যের মধ্যে একাকী তিনি পরাজিত হইলেন। পরিশেষে নৃশংস শালিবাহন খড়্গা-ঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের অমূল্য মস্তক রুধিরাক্ত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।

এদিকে রাজদ্বারস্থ সৈন্যগণ দ্রুতবেগে গমন করিয়া প্রধান অমাত্য ও প্রধান সেনাপতিকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ অমাত্য ও সেনাপতির আদেশানুসারে দুর্গ হইতে সদলবলে অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর গভীর ভেরীধ্বনি, সমগ্র জগৎকে চমকিত করিল। সেই সৈন্যগণের সমর কোলাহল কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে বোধ হইল যেন পয়োনিধি হইতে মন্থন জন্য ভুবন ব্যাপক মহাধ্বনি উত্থিত হইতেছে। গজরাজ সমূহের

ঘোর বৃহংণ ও তুরঙ্গমগণের হ্রেষারব দ্বারা কর্ণকুহর বধির হইল। কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। রাজকীয় সৈন্যগণের আগমনের পূর্ব্বেই শত্রু ও শত্রু পক্ষীয় অধিকাংশ সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল। কেবল অবশিষ্ট কতিপয় শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সহিত রাজসৈন্যের সংগ্রাম হইল। শত্রুপক্ষীয় অবশিষ্ট সৈন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে রাজসৈন্যের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিল। রাজ-সৈন্যগণ যাদৃশ সংগ্রামের আশঙ্কায় সজ্জিত হইয়া আগমন করিয়া-ছিল, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া একে একে শিবিরাভিমুখে গমন করিল।

এদিকে অমাত্যবর্গ সমবেত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মহারাজের তাদৃশ শোচনীয় অবস্থান্তর দেখিয়া হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই সমগ্র রাজভবন হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। রাজমহিষী শোকভরে অধীরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন; পৌরবর্গ আর্ত্তনাদ করিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ বিপৎকালে রাজপুরোহিত ত্বরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ তথায় শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সংবরণ-পূর্ব্বক বহুযত্নে রাজমহিষীর মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া তাঁহার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন, মহিষি! আপনার ন্যায় বিদুষী রমণীর পক্ষে এরূপ কাতর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ জীবমাত্রেই মৃত্যুর অধীন। জন্মিলেই মৃত্যু হয়, ইহা চির প্রসিদ্ধ। আত্মা অবিনশ্বর, তাঁহার দেহান্তর প্রাপ্তিকেই মৃত্যু বলে।

অতএব এই ধ্বংসশীল দেহের নিমিত্ত শোক করার ফল কি? আপনার পতির আত্মা এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া দিব্য সূক্ষ্ম শরীর ধারণ পূর্ব্বক পরমারাধ্য জগদেকশরণ্য পরমেশ্বরের নিত্যধামে অবস্থান করতঃ নিত্যানন্দ লাভ করিতেছেন। এ সময় আপনার ন্যায় আদর্শ রমণীর শোক পরিহার-পূর্ব্বক পতির স্থূল দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করা একান্ত বিধেয়। পুরোহিতের এবম্বিধ সান্ত্বনা বাক্যে মহিষীর শোকাবেগ কথঞ্চিৎ উপশমিত হইল। অনন্তর প্রধান অমাত্য অন্যান্য রাজপরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া পুরোহিতের আদেশানুসারে জ্ঞাতিবর্গ দ্বারা যথাবিধি রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মহিষী সপ্তম মাস গর্ভবতী ছিলেন, তাঁহার গর্ভ অভিষিক্ত করিয়া প্রধান অমাত্যই রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। সেই দেবেন্দ্র-দত্ত রত্নসিংহাসন উপযুক্ত নরপতির অভাবে শূন্যই পড়িয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনের জন্ম ও ভোজরাজের রত্নসিংহাসন লাভ।

আজ আর সে দিন নাই। সে দিন গিয়াছে, সে বিক্রমাদিত্য নাই, সে উজ্জয়িনীও নাই। যে দিন সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য পার্থিব সুখ সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন, যে দিন তাঁহার পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ সৎকৃত হইয়া পঞ্চমহাভূতে বিলীন হইয়াছে, সেইদিন হইতেই উজ্জয়িনী নগরীর সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়াছে, যেন বোধ হয় শান্তিদেবী সেইদিনেই উজ্জয়িনী নগরী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। পুনরায় সেদিন ফিরিয়া আসিবে না! উজ্জয়িনীবাসীর অদৃষ্টাকাশে আর পূর্ণচন্দ্রমার উদয় হইবে না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল, রাজমহিষী শুভক্ষণে শুভলগ্নে সর্ব্বগুণাকর একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। তখন সূতিকাগার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তমসাচ্ছন্ন দিক্ সকল নির্ম্মল হইল, সুখকর সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে লাগিল, পৌর ও জনপদবাসী সকলেই আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাজগৃহে মঙ্গলজনক নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং প্রজাবর্গের গৃহেও নানাবিধ আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। স্বর্গীয় সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের পুত্র হওয়ায় স্বর্গবাসিগণ আনন্দ সূচক দুন্দুভি ধ্বনি ও নৃত্য, গীত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজপুরোহিত রাজভবনে

আগমন করিয়া রাজপুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সমাধান করিলেন এবং এই সন্তান অদ্বিতীয় বিক্রমশালী হইবে বিবেচনা করিয়া "বিক্রমসেন" নাম রাখিলেন। ক্রমে কুমার রাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি অতি সুন্দর হইয়া উঠিল। অনন্তর কুলপুরোহিত সমুচিতকালে কুমারের চূড়াকরণ ও পঞ্চম বর্ষে বিদ্যারম্ভ সম্পন্ন করিলেন। বিদ্যারম্ভের অল্পকাল পরেই কুমার সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং বাল্যকাল অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া মনোহর আকৃতি ধারণ করিলেন। অনন্তর অমাত্যবর্গ, পৌরগণও জানপদ বর্গের সহিত পরামর্শ করতঃ রাজকুমারকে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন দেখিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

রাজকুমার বিক্রমসেন রাজ্যলাভ করিয়া পিতার ন্যায় প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন কিন্তু দেবরাজপ্রদত্ত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন না।

একদা সভামধ্যে আকাশ বাণী হইল, মন্ত্রিবর! সম্প্রতি ভূমণ্ডলে দেবেন্দ্রদত্ত রত্নসিংহাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত নরপতি কেহই নাই, অতএব এই সিংহাসন পবিত্র ক্ষেত্রে গর্ত্ত খনন করিয়া প্রোথিত কর। এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া অমাত্যগণ পরস্পর পরামর্শ করতঃ এক পরম পবিত্র শস্যক্ষেত্রে সেই সিংহাসন প্রোথিত করিলেন। এক ব্রাহ্মণ সেই শস্য ক্ষেত্রের অধিকারী। তিনি সেই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কৃত করিয়া শাল, তাল, তমাল, বকুল, আম্র, চম্পক, অশোক, নারিকেল, কদলী প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষরোপণ করতঃ এক

রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত কবিলেন। অনন্তর পশু, পক্ষী হইতে শস্য রক্ষা করিবার মানসে ক্ষেত্র মধ্যে এক সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর প্রায়ই উপবেশন করিতেন। ঘটনাক্রমে সেই মঞ্চটী প্রোথিত সিংহাসনের উপরেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ যতক্ষণ মঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতেন ততক্ষণ তাঁহার মন রাজাধিরাজের ন্যায় উন্নত থাকিত। হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ-পরতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে মালব দেশের অধীশ্বর ভোজরাজ দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে উজ্জয়িনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার অবস্থিতির জন্য শিবির প্রস্তুত হইল, তিনি কিছুদিন তথায় স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিলেন।

একদা ঘটনাক্রমে ভোজরাজ অমাত্যবর্গের সহিত মৃগয়ার উদ্দেশে গমন করিয়া সেই শস্যক্ষেত্রের সমীপে উপস্থিত হই-লেন। মহারাজের আগমনে মঞ্চের উপরিস্থিত সেই ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে রাজন্! এই উদ্যানে বিবিধ ফল সুপক্ক হইয়া রহিয়াছে, আপনি সসৈন্যে আগমন করিয়া যথেচ্ছ উপভোগ করুন। আপনার ন্যায় অতিথিকে লাভ করিয়া আজ আমার জন্ম সফল হইল। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

"উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়োঽযথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়ো ঽতিথিঃ॥"

ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের গৃহে যদি চণ্ডালাদি নীচজাতিও অতিথিরূপে উপস্থিত হয়, তবে তাহারও যথাবিধি অর্চ্চনা করা

বিধেয়, কারণ অতিথি সর্ব্বদেবময়, অতিথির অভ্যর্থনা করিলে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। বিশেষতঃ আপনি রাজা, প্রত্যহ অসংখ্য অতিথি আপনার ভবনে অভ্যর্থিত হইতেছে, দৈবাৎ আজ আমার ভাগ্যগুণে আপনি এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন; অতএব যথাসাধ্য আপনার অভ্যর্থনা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।

ভোজরাজ ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বিনয়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার অভ্যর্থনা করিবার জন্য মঞ্চ হইতে অবরোহণ করিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! আপনি এরূপ অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন কেন? এইটী ব্রাহ্মণের উদ্যান। আপনি নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণের দ্রব্য আত্মসাৎ করা আপনার ন্যায় মহাত্মার পক্ষে অতীব গর্হিত কার্য্য। আপনি রাজা, আপনার রাজ্যে অপরে অন্যায়াচরণ করিলে আপনি তাহার শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন; যদি আপনি স্বয়ং অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে কে তাহার প্রতিবিধান করিবে? শাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্রহ্মস্ব অতি বিষম, ইহা আত্মসাৎ করিলে পরকালে নিরয়গামী হইতে হয়। অতএব আপনি সত্বর এই ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

ভোজরাজ ব্রাহ্মণের এতাদৃশ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ক্ষণকাল পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণ আমাদিগের অভ্যর্থনা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, যিনি অতিথি সৎকারের প্রভূত গুণ ব্যাখ্যা করিয়া স্বয়ং সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিই

এইরূপ কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে স্বীয় ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক পরকীয় ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হওয়াই উচিত। এই বলিয়া রাজা সপরিবারে সেই ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া গন্তব্য পথে গমনোন্মুখ হইলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আপনি আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অসময়ে প্রস্থান করিতেছেন কেন? এই শস্য ক্ষেত্রে উত্তমরূপে ফলিত হইয়াছে, ইহাতে যে সমস্ত পক্ক ফল আছে, তাহা আপনারই ভোগ্য, আপনি আমার আবাস হইতে আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া গমন করিলে আমার সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া পাপের সঞ্চার হইবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে,

"অতিথি র্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"

যদি অতিথি নিরাশ হইয়া গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তবে তাঁহার সঞ্চিত পাপ গৃহস্বামীই গ্রহণ করেন এবং গৃহস্বামীর সঞ্চিত পুণ্য সেই অতিথিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আতিথ্যগ্রহণ করতঃ আমাকে আনন্দিত করুন।

ভোজরাজ পুনরায় ব্রাহ্মণের এবম্বিধ কৌতূহল জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন; পরিশেষে এতাদৃশ বিস্ময়জনক ঘটনার পরিণাম অবগত হইবার জন্য

সাতিশয় উৎসুক হইয়া সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার মঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া রাজাকে পূর্ব্ববৎ তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর রাজা বিস্মিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলেন, কি আশ্চর্য্য! যখন এই ব্রাহ্মণ মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন ইঁহার মনে দয়া, স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি উপস্থিত হয় এবং যখন মঞ্চ হইতে অবরোহণ করেন, তখনই ইহাঁর মনে নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীন বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। বোধ হয়, মঞ্চের এতাদৃশী অলৌকিক শক্তি আছে যে তাহাতে আরোহণ করিলেই মনুষ্যের সদ্‌বিবেক উপস্থিত হয়। অতএব কিরূপে এই মঞ্চের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দ্বিজবর! আপনার এই ক্ষেত্র হইতে কি পরিমাণ লাভ হয়? এবং কি মূল্যে ইহা বিক্রয় করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ তখন মঞ্চের উপর থাকিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি সমস্ত বিষয়েই সুদক্ষ, আপনার অবিদিত কিছুই নাই, যাহা উপযুক্ত হয় তাহাই নির্ণয় করুন।

অনন্তর রাজা প্রচুর ধন ধান্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই ক্ষেত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভাবিলেন এই মঞ্চের নিম্নে এতাদৃশ কোন বস্তু থাকিতে পারে যাহার শক্তিপ্রভাবে ইহাতে আরোহণ করিলে মনুষ্যের সদ্‌বিবেক উপস্থিত হয়। এই বলিয়া মঞ্চের অধোভাগ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরুষপ্রমাণ গর্ত্ত হইলে একটী মনোহর শিলা দৃষ্ট হইল; তাহার অধোভাগে চন্দ্রকান্তশিলা-

নির্ম্মিত দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত অতি রমণীয় এক দিব্য সিংহাসন দৃষ্টিগোচর হইল। ক্ষেত্র মধ্যে সেই অপূর্ব্ব সিংহাসন অবলোকন করিয়া রাজা পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই সিংহাসন স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু সিংহাসন এরূপ গুরুভারাক্রান্ত হইল যে বহুসংখ্যক সৈন্য সমবেত হইয়াও তাহা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরে রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রিবর! কি নিমিত্ত এই সিংহাসন উঠিতেছে না? অতিশয় দুঃখের বিষয় আমাদের সৈন্যগণ ইহা উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইল। সম্প্রতি ইহার প্রতিবিধান করুন। মন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিলেন, রাজন্! এই সিংহাসন দিব্য ও অপূর্ব্ব। যথাবিধি বলিহোমাদি ব্যতিরেকে আপনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। রাজা মন্ত্রীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যথাবিধি হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, তৎপরে সেই সিংহাসন লঘুভার হইল এবং সৈন্যগণ তাহা অনায়াসেই তুলিয়া লইল। তদ্দর্শনে রাজা মন্ত্রীকে কহিলেন, হে অমাত্যপ্রবর! প্রথমতঃ এই সিংহাসন এতই গুরুভারাক্রান্ত হইয়াছিল যে ইহা কেহই তুলিতে পারে নাই। সম্প্রতি আপনার যুক্তি অনুসারে বলিহোমাদি অনুষ্ঠিত হইলে ইহা লঘুভার হইল। আপনি ব্যবহারশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্। আপনার সংসর্গলাভে আমি সর্ব্বত্রই সফল মনোরথ হইতেছি। মন্ত্রী বলিলেন, রাজন্! যিনি স্বয়ং বুদ্ধিমান্ হইয়াও বিশ্বস্ত জনের বাক্যানুসারে কার্য্য করেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্য সফল হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধিমান্ হইয়া অপরের

যুক্তি গ্রহণ না করেন, তিনি প্রায়ই সমস্ত কার্য্যে বিফল মনোরথ হন। রাজা বলিলেন, যিনি অসৎকার্য্যের নিবারণ এবং সৎকার্য্যের সম্পাদন করেন তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী। প্রভুর হিতকার্য্য সম্পাদন করা মন্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহাদের মন্ত্রণা কার্য্যের অনুগামিনী এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য প্রভুর হিতানুযায়ী হয়, তাঁহারাই বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী। আপনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজমন্ত্রী, আপনার সুকৌশলেই আমার রাজ্য চিরকাল নির্ব্বিঘ্নে শাসিত হইতেছে। ভোজরাজের এতাদৃশ প্রশংসাবাক্যে মন্ত্রী সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে সেই সিংহাসন রাজধানীতে লইয়া গেলেন।

অনন্তর রাজা শুভদিনে শুভ মুহূর্ত্তে দিব্য রত্নসিংহাসনে আরোহণ করিবেন এইরূপ ঘোষণা হইল। বহু সংখ্যক্ ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। অন্ধ, কুব্জ, দীন, বধির প্রভৃতি অনাথবৃন্দ আশাতীত ফললাভ করিতে লাগিল। রাজা শুভক্ষণ সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীর আদেশগ্রহণ পূর্ব্বক ছত্রচামরাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেমন সিংহাসনে পুত্তলিকার মস্তকে পদার্পণ করিলেন, অমনি প্রথম পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিল, রাজন্! এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধিষ্ঠিত। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর এতাবৎকাল কেহই এই সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন নাই। আপনি ভাগ্যবান্, এইজন্যই এই দিব্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আপনিও শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, দয়া, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্গুণসম্পন্ন হন,

তবে এই সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজ্যশাসন করুন, অন্যথা ইহাতে উপবেশন করিলে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভোজরাজ পুত্তলিকার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সগর্ব্বে কহিলেন, পুত্তলিকে! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় আমিও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন নরপতি। মাদৃশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরপতি ভূমণ্ডলে অতীব দুর্লভ। আমার দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি, অতুলনীয় পরাক্রম, অসীম দানশীলতা অবলোকন করিয়া স্বর্গীয় অমরবৃন্দও বিস্মিত হইয়া থাকেন। অতএব আমিই এই সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! আপনি নিজমুখে নিজের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, ইহাই আপনার গর্হিত কার্য্য। সজ্জনেরা প্রাণান্তেও আত্মমুখে স্বীয়গুণ কীর্ত্তন করেন না। অপরের দোষ বর্ণন যেরূপ দোষনীয়, নিজের গুণ কীর্ত্তনও সেইরূপ নিন্দনীয় বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়াও কদাপি অপরের নিকট নিজের প্রশংসা করিতেন না।

পুত্তলিকার এতাদৃশ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভোজরাজ সবিষাদে বলিলেন, পুত্তলিকে! তুমি সত্যই বলিয়াছ, যে নিজের গুণকীর্ত্তন করে সে নিতান্ত অজ্ঞ। আমি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের প্রশংসা করিয়া নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছি। পুনরায় পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য অদ্বিতীয় দানশীল ছিলেন। তাঁহার বদান্যতায় সকলেই আশাতীত ফললাভ করিত। তিনি প্রত্যহ অসংখ্য দরিদ্রবর্গকে প্রচুর

অর্থ দান করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। যদি আপনার তাদৃশ মহত্ত্ব ও দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। রাজা পুত্তলিকার বাক্য শ্রবণে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং সেদিন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না।

পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য যেমন পুত্তলিকার মস্তকে পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, অমনি দ্বিতীয় পুত্তলিকা মনুষ্যবাক্যে বলিতে লাগিল, হে রাজন্! যদি আপনি সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন হন, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। ভোজরাজ বলিলেন, হে পুত্তলিকে! তুমি সংক্ষেপে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূরীভূত কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" কীর্ত্তিমান্ পুরুষ পরলোকে গমন করিলেও কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরকাল অক্ষয় করিয়া রাখে। যশস্বী পুরুষগণের জীবনই ধন্য। যাঁহারা পার্থিব শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেও সকলের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকেন, যাঁহারা এই অনিত্য শরীরের বিনিময়ে অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধুপদ বাচ্য।

একদা সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য চারবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, দূতগণ! তোমরা সর্ব্বদাই পৃথিবীর নানাস্থানে পর্য্যটন করিতেছ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও কোন বিস্ময়জনক

ঘটনা আমার নিকট বর্ণন করিলে না। অদ্য হইতে যে যেখানে যাহা কিছু কৌতূহলপূর্ণ ব্যাপার দেখিতে পাইবে, তাহা আমার নিকট বর্ণন করিও, আমি তথায় গমন করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিব।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা কোন দূত দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করতঃ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, রাজন্! আমি এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী তপোবনের মধ্যে অতি রমণীয় একটী দেবালয় আছে। মন্দিরের মধ্যে দেবী জগদম্বিকার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। সেই স্থান অতি পবিত্র, তথায় উপস্থিত হইলে মন ও প্রাণ পুলকিত হ য়া উঠে। পুনরায় সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। দেবালয়ের অনতিদূরে এক উন্নতশিখর পর্ব্বত আছে। তাহার শৃঙ্গ হইতে অজস্র বিমল জলধারা নিপতিত হইতেছে। তাহাতে অবগাহন করিলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়; তথায় আরও এরূপ কিংবদন্তী শুনা যায় যে যাহারা মহাপাপী তাহারা সেই জলধারায় স্নান করিলে তাহাদের শরীর হইতে কৃষ্ণবর্ণ উদক নির্গত হয়। পুণ্যাত্মারা স্নান করিলে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের অনতিদূরে এক ব্রাহ্মণ সুবৃহৎ যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া বহুকাল হোম করিতেছেন। তিনি যে কত বৎসর যজ্ঞ করিতেছেন তাহা তত্রত্য কেহই বলিতে পারিলেন না। প্রত্যহ কুণ্ডের বহির্ভাগে ভস্মরাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া

থাকে। সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ কাহারও সহিত আলাপ করেন না। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, যেন তিনি অতি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

অনন্তর রাজা বিক্রমাদিত্য দূতমুখে এতাদৃশ রমণীয় স্থান ও তত্রত্য যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নাম শুনিয়া সেই দূতের সহিত তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী দেবালয়ের নিকটে গমন করিয়াই তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, শরীর পুলকিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই স্থান অতি পবিত্র, বোধ হয় যেন ইহা সাক্ষাৎ জগদম্বার আবাসভূমি; এখানে পশুপক্ষিগণের হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পরস্পর বৈরিভাব লক্ষিত হইতেছে না। যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী সর্ব্বদাই বিরাজিত হইয়া আছেন, এই পরম পবিত্র স্থান স্পর্শ করিয়া আমার শরীর ও মন নির্ম্মল হইল। এই বলিয়া তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথাবিধি জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিবার পর ব্রাহ্মণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি কে? কিজন্যই বা এখানে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন? রাজা সবিশেষ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, দ্বিজবর! কত দিন হইল আপনি এই হোম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতী নক্ষত্রের প্রথম চরণে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন হইতেই আমি উক্ত

যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। সম্প্রতি সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিনী-নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন ; আমি যথাশক্তি নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক উক্তকার্য্য সম্পন্ন করিতেছি। তথাপি অদৃষ্ট দোষে দেবী আমার প্রতি প্রসন্না হইলেন না।

ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বিষাদপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন, বিপ্রবর ! যদি আদেশ করেন তবে আমিই আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতার উদ্দেশে হোম করিতে পারি ; তাহাতে বোধ হয় কার্য্য সফল হইতেও পারে ; অনন্তর ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলে রাজা সংযতচিত্ত হইয়া সেই দিন তাঁহারই আশ্রমে অবস্থান করিলেন। পরদিবস শুদ্ধান্তঃকরণে স্বয়ং দেবতার আরাধনা করিয়া হোমকুণ্ডে আহুতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তথাপিও দেবী প্রসন্না হইলেন না দেখিয়া পূর্ণাহুতির জন্য নিজের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা যেমন খড়গ উত্তোলন করিয়াছেন অমনি দেবী জগদম্বা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন। বৎস ! আমি তোমার অচলা ভক্তি ও সাহস দেখিয়া প্রসন্ন হইয়াছি, সম্প্রতি তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, রাজা বলিলেন, মাতঃ ! এই ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি অতি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া হোম করিতেছেন, তথাপি ইঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না ; আমি অদ্যই আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি এত শীঘ্র আপনার কৃপাদৃষ্টি হইল কেন ? দেবী কহিলেন, বৎস। এই ব্রাহ্মণ দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহার চিত্তে বিশ্বাস নাই। শাস্ত্রে উক্ত আছে,

সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া জপহোমাদি দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সুফল হয় না। বিশেষতঃ,

"মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

মন্ত্র, তীর্থ, দ্বিজ, দেবতা, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও গুরু এই সকলের প্রতি যাহার যেরূপ বিশ্বাস তাহার সেইরূপই ফললাভ হইয়া থাকে; বৎস! পরমেশ্বরই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের একমাত্র বিধাতা। অচল বিশ্বাসই পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র উপায়। বিশ্বাস থাকিলে অচলা ভক্তি হয় এবং ভক্তি থাকিলেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায়। তুমি আমার প্রধান ভক্ত, ভক্তের মনোরথ সিদ্ধিকরাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। রাজা বলিলেন, মাতঃ! আপনার কৃপাদৃষ্টিতে এ দাসের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই পূর্ণ হইতেছে, সম্প্রতি অধিক বাঞ্ছনীয় কিছুই নাই। অদ্য আমি ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াই যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। ব্রাহ্মণ উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ ফলভাগী। অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এই ব্রাহ্মণেরই মনোভীষ্ট পূর্ণ করুন। দেবী কহিলেন, "বৎস! তুমি পরোপকারী মহাদ্রুমের ন্যায় নিজদেহে কষ্ট সহ্য করিয়া পরের অভিলাষ পূর্ণ করিতেছ, ইহাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; তোমার পুণ্যবলে অচিরেই এই ব্রাহ্মণের মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! সসাগরা ধরার অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য পরোপকারকরণমানসে নিজের অমূল্য মস্তক ছিন্ন করিয়া আহুতি প্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যদি আপনার এতাদৃশ নিঃস্বার্থপরোপকার করিবার শক্তি থাকে, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। অন্যথা নিশ্চয়ই অমঙ্গল ঘটিবে। ভোজরাজ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পুত্তলিকাকর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি বর্ণন।

পরদিন প্রাতঃকালে ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় তৃতীয় পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের ন্যায় উদার প্রকৃতি নরপতি ভিন্ন অপরে এই সিংহাসনে উপবেশন করিলে অবশ্যই অমঙ্গল ঘটিবে। কারণ দিব্যবস্তু কখনও পুণ্যাত্মা ব্যতিরেকে সাধারণের ভোগ্য হইতে পারে না। ভোজরাজ বলিলেন, পুত্তলিকে! তুমি সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের অলৌকিক দানশীলতা দর্শনে দেবতারাও প্রশংসা করিতেন, তিনি যাচকবর্গের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতেও কুন্ঠিত হইতেন না; যে যখন যাহা প্রার্থনা করিত, তৎক্ষণাৎ তাহারই অভিলাষ পূর্ণ হইত।

একদা তিনি কুলপুরোহিতকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, গুরো! এই সংসার অসার, সঞ্চিত অর্থরাশির পরিণাম অতি বিষম, দান ও উপভোগ ব্যতিরেকে উপার্জ্জিত অর্থসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব এরূপ অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে আমার উপার্জ্জিত বিত্তের সদগতি হইতে পারে? পুরোহিত বলিলেন, রাজন্!

"দানং ভোগো নাশ স্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে সতি বিভবেন তস্য তদ্দ্ব্যম্॥

সাধারণতঃ উপার্জ্জিত অর্থের ত্রিবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়—দান, উপভোগ এবং নাশ। যে সঞ্চিত অর্থের দান বা উপভোগ না করে, তাহার সেই অর্থ তৃতীয় গতি প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তস্করাদি কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে। রাজন্! আপনি বদান্যতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তথাপি আপনার দানের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। সম্প্রতি আপনি সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করুন, তাহা হইলে উপার্জ্জিত অর্থসমূহের সদ্‌গতি হইবে, আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, গুরো! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, মাদৃশ অকিঞ্চন দ্বারা এতাদৃশ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হওয়া অসম্ভব, তথাপি যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া আপনার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে যত্নবান্ হইব। পুরোহিত বলিলেন, মহারাজ! এই মহাযজ্ঞে পৃথিবীর সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলী, মুনি, ঋষি, রাজা, মহারাজ, প্রভৃতির যথাবিধি অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দীন, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, মূক প্রভৃতি অর্থিবৃন্দকে অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে প্রসিদ্ধ শিল্পিগণদ্বারা রমণীয় এক মণ্ডপ প্রস্তুত করুন, এবং যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কর্ম্মঠ, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতে দূতগণ প্রেরিত হউক। সর্ব্বত্র এই ঘোষণা হউক যে উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্য এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতেছেন, এই যজ্ঞে সকলেই আশাতীত ফললাভ করিতে পারিবে।

পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন

হইতে লাগিল। পত্রবাহকগণ নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল। মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, সকলেই সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, প্রসিদ্ধ রাজন্যবর্গ এতাদৃশ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল, যাঁহারা সাধারণ ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলে শত যোজনও দূর বলিয়া জ্ঞান করেন না, তাহারা এরূপ রাজবাটীর নিমন্ত্রণ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। কেহ সপ্তাহের পূর্ব্বে কেহ পাঁচদিনের পূর্ব্বে কেহ তিন দিনের পূর্ব্বে কেহ দুই দিনের পূর্ব্বে কেহ বা একদিন থাকিতে যজ্ঞস্থলে যাইবেন স্থির করিলেন। কেহ কেহ সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাঁহারা নিতান্ত সম্মানী, দেশের মধ্যে গণ্য বলিয়া পরিচিত, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিপতি, তাঁহারা যথাকালে গমন করিবেন সুস্থির করিলেন। আর যাঁহারা বৃদ্ধ, পথ পর্য্যটনে যাঁহাদের সামর্থ্য নাই, নিজের ঘর ছাড়িয়া যাঁহারা এক দিনের অধিক স্থানান্তরে থাকিতে পারেন না, তাঁহারা স্থির করিলেন, আমরা যজ্ঞ সমাপ্তির দিনই যাইব; যজ্ঞশেষে ভূরিভোজন ও ভূরিদক্ষিণা প্রদত্ত হইবে, অতএব আমাদের সেই দিনেই গমন করা শ্রেয়স্কর।

যাহারা সাধারণ দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত, তাহাদের ত কথাই নাই, তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না; তাহারা দুই তিন দিবসের পূর্ব্ব হইতেই প্রায় অনশনব্রত অবলম্বন করিল। ফলতঃ এরূপ সুবৃহৎ যজ্ঞবার্ত্তা যাঁহার কর্ণগোচর হইল, তিনিই উৎসুক হইয়া গমন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ক্রমশঃ

যজ্ঞের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল ততই লোকের আনন্দ বর্দ্ধিত হইল।

যজ্ঞের পূর্ব্বদিবস রাজা প্রধান অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিবর! যে সকল পত্রবাহক নিমন্ত্রণপত্র লইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা অবাধে ফিরিয়া আসিয়াছে কি?

মন্ত্রী। রাজন্! সমস্ত দূত নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল সমুদ্রকে আহ্বান করিবার জন্য যে ব্রাহ্মণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি এপর্য্যন্ত প্রত্যাগত হন নাই। মহারাজের নিমন্ত্রণ সকলেই সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা। মন্ত্রিবর! ব্রাহ্মণের কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে নাই ত?

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনার পুণ্যবলে অবাধে সমস্তকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। এতাবৎকাল কাহারও কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। প্রেরিত ব্রাহ্মণ পথ পর্য্যটনে তাদৃশ সমর্থ নহেন, এইজন্য তাঁহার আগমনে বিলম্ব হইতেছে।

রাজা। মন্ত্রিন্! "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" শ্রেয়স্কর কার্য্য মাত্রেই বহুল বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কার্য্য সম্পাদন করা সাধারণ বুদ্ধির অতীত। অতএব বিশেষ সতর্কতার সহিত শুভকার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

মন্ত্রী। মহারাজের অনুগ্রহে বিশেষ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে।

রাজা। যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহের কিরূপ আয়োজন হইয়াছে?

মন্ত্রী। পূজ্যতম কুলপুরোহিতের আদেশানুসারে সমস্ত দ্রব্যই যথাবিধি সমাহৃত হইয়াছে।

রাজা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আবাসের জন্য কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে?

মন্ত্রী। মহারাজের আদেশানুসারে নিমন্ত্রিত বক্তিগণের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা। দেখুন কাহারও যেন সম্মানের ত্রুটি না হয়।

মন্ত্রী। সকলের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অনন্তর রাজা হৃষ্টান্তঃকরণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে যে ব্রাহ্মণ সমুদ্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং যজ্ঞের দিন ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। তিনি একে স্থবির, সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমে পুরস্কারের প্রত্যাশায় বার্ত্তাবাহক হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু শেষে পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে বহুকষ্টে অতিবিলম্বে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গন্ধ-পুষ্পাদি ষোড়শোপচারে সমুদ্রের পূজা করিয়া বলিলেন, পয়োনিধে! আমি সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের বার্ত্তাবাহক। সম্প্রতি মহারাজ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সেইজন্য আমি আহ্বানার্থ আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। এই বলিয়া জলমধ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণরূপী সমুদ্র দেদীপ্যমানশরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বিপ্রবর! রাজা বিক্রমাদিত্যের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার পরম বন্ধু। সময় অতীত হওয়ায় যথাকালে যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারিলাম না; কারণ আপনি বিলম্বে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। সম্প্রতি যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, আপনি সত্বর গমন করুন। মহারাজকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবেন, আমি যথাসময়ে তাঁহার যজ্ঞে যোগদান করিতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। আরও মহারাজের হস্তে এই চারিটী রত্ন প্রদানপূর্ব্বক বলিবেন, "তাঁহার যজ্ঞকার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য আমি এই অমূল্য রত্ন চতুষ্টয় প্রদান করিতেছি।" এই চারিটীর মাহাত্ম্য এই যে প্রথম রত্নটী সমস্ত কাম্যবস্তু প্রদান করে; দ্বিতীয়টী অমৃতোপম ভোজ্যবস্তু উৎপাদন করে; তৃতীয় রত্ন হইতে অশ্ব, রথ, পদাতিযুক্ত চতুরঙ্গ সৈন্য উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ রত্ন দিব্য আভরণ সমূহ প্রদান করিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ রত্নচতুষ্টয় গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্রুতপদে উজ্জয়িনী অভিমুখে গমন করিলেন। উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অর্থিবৃন্দ পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্ব স্ব আবাসে গমন করিয়াছে। ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদ্র-দত্ত রত্ন-চতুষ্টয় প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যজ্ঞদক্ষিণার কাল অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা গ্রহণ

করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়াছেন। অতএব পুরস্কারস্বরূপ এই চারিটী রত্নের মধ্যে যে কোনটী আপনার অভিরুচি হয়, গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! আমি গৃহে যাইয়া গৃহিণী, পুত্র, পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা সকলের অভিমত হইবে তাহাই গ্রহণ করিব। রাজা বলিলেন আপনি তাহাই করুন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ নিজগৃহে গমন করিয়া পরিজনবর্গের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র বলিলেন, যে রত্ন অশ্ব, রথ প্রভৃতি চতুরঙ্গ বল প্রদান করে, সেই রত্ন গ্রহণ করিব। যেহেতু তদ্দ্বারা সুখে রাজত্ব করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, বৎস! আমার এইরূপ অভিপ্রায়, যে রত্নটী কাম্যবস্তু প্রদান করে সেইটী গ্রহণ করিব। তৎপরে স্বীয় পত্নীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, আমাদের চতুরঙ্গ সৈন্যেও প্রয়োজন নাই, কাম্যবস্তুও আবশ্যক নাই, যে রত্নটী অমৃতোপম ভোজ্যবস্তু উৎপাদন করে, তাহাই গ্রহণ করিব। যেহেতু আহারই প্রাণিগণের প্রাণধারণের প্রধান উপাদান। আমরা যেরূপ দরিদ্র, তাহাতে আমাদের প্রতিদিনের অন্নসংস্থান হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব। অতঃপর পুত্রবধূ বলিলেন, যে রত্ন উত্তম আভরণ উৎপাদন করে, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু মনোহর ভূষণ দ্বারাই অঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অনন্তর ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকের মতভেদের বিষয় বর্ণন করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, বিপ্রবর! এই চারিটী রত্নই আপনি

পারিতোষিক স্বরূপ গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ পরম আহ্লাদিত হইয়া রত্নচতুষ্টয় গ্রহণপূর্ব্বক পরিবারবর্গের সন্তোষ সাধন করিলেন।

অতঃপর পুত্তলিকা ভোজরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজন্! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের পারিবারিক জীবন সুখকর করিবার মানসে সমুদ্রদত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য রত্নচতুষ্টয় অনায়াসেই ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ অলৌকিক ঔদার্য্য গুণ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যদি আপনি এইরূপ স্বার্থত্যাগী হইয়া সকলের অভিলাষপূরণে প্রতিনিয়ত বদ্ধপরিকর হইতে পারেন, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন। ভোজরাজ নিরুত্তর হইলেন। (৭)

অনন্তর ভোজরাজকে নিরুত্তর দেখিয়া চতুর্থ পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! আপনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন কেন? বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যগুণ শ্রবণ করিয়া আপনার মনে বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছে। রাজন্! ঔদার্য্য মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ। ভোজরাজ বলিলেন, "পুত্তলিকে! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণের জন্য আমার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বলবতী হইতেছে, অতএব তুমি তাঁহার সবিশেষ গুণ বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ চরিতার্থ কর।" তখন পুত্তলিকা বলিল, "রাজন্! বিক্রমাদিত্য অসাধারণ কৃতজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। যে কোনও সময়ে তাঁহার সামান্য উপকার করিত তিনি চিরদিন তাহাকে স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া রাখিতেন। কিরূপে তাহার প্রত্যুপকার সাধন করেন, ইহাই সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক হইয়া থাকিত।

একদা বিক্রমাদিত্য সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করতঃ এক মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন, কিন্তু মৃগ তদবস্থায় পলায়ন করিল। রাজা সেই পলায়িত মৃগের অন্বেষণে পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে দেখিতে পাইলেন। সৈন্যগণ তখন রাজার অনুসরণ করিতে পারে নাই। রাজা ব্রাহ্মণ-বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজতনয়! আপনি নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছেন কেন? ব্রাহ্মণতনয় তখন রাজার তেজঃপুঞ্জ-সমুজ্জ্বল শরীর অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকট সবিশেষ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা বলিলেন,"আমি অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছি, যদি অনতিদূরে জলাশয় থাকে তবে আমাকে তথায় লইয়া চলুন।" ব্রাহ্মণতনয় বলিলেন, "মহাত্মন! আপনি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করুন, অদূরেই সরোবর দেখিতে পাইবেন।" কিয়দ্দূর গমন করিলে কুমুদকহ্লারপরিশোভিত এক সুদীর্ঘ জলাশয় দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ পরমাহ্লাদে সেই সরোবরের সুস্নিগ্ধ জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন এবং তীরস্থ বৃক্ষরাজির সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণবালক রাজাকে অগ্রে লইয়া সেই দুর্গম অরণ্যপথ অতিক্রম করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "আপনি ফল, পুষ্প, সমিধ্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণের জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছেন। অকারণ আর আমার সহিত কালক্ষেপ করিবার কোন আবশ্যক নাই। অদূরেই সৈন্যগণ

আমার অপেক্ষা করিতেছে। আমি একাকী অক্লেশেই তাহাদের নিকট যাইতে পারিব। আপনি স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন।" ব্রাহ্মণবালক বলিলেন, "রাজন্! এই অরণ্যপথ অতিশয় দুর্গম এবং আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অবস্থায় আপনি একাকী গমন করিলে হয় অনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন, না হয় অতিবিলম্বে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারিবেন; তাহাতে আপনার বিশেষ কষ্ট হইবে। আমি প্রত্যহই এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া ফলপুষ্পাদি আহরণ করি; দুর্গম বনমার্গ আমার সম্পূর্ণ পরিচিত হইয়াছে। আমি আপনাকে যেরূপ সুপথে লইয়া যাইতেছি তাহাতে আপনি অতিসত্বর সৈন্যগণের নিকটে উপস্থিত হইতে পারিবেন।"

রাজা ব্রাহ্মণতনয়ের এবম্বিধ সরলতা পরিদর্শনে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন, এই উন্নত-হৃদয় ব্রাহ্মণবালক ভবিষ্যতে জগতের বহুবিধ কল্যাণসাধন করিবে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "দ্বিজতনয়! আপনার সৎসাহস ও সারল্য দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। অদ্য হইতে আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইতেছি। আমি আপনাকে রাজ্যে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি; যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে, তবে এইক্ষণেই আমার সহিত আগমন করুন। বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগরী আমার রাজধানী, তাহাতে বাস করিলে আপনার অশান্তি ঘটিবে না। আপনার যখন যাহা আবশ্যক হইবে তৎক্ষণাৎ তাহাই রাজভাণ্ডার হইতে পাইবেন। আরও ফল-পুষ্প প্রভৃতি পূজোপকরণ আহরণের

জন্য একজন ব্রাহ্মণ অবিরত আপনার নিকট নিযুক্ত থাকিবেন। আপনি বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, দর্শন, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থ যখন যাহা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহা সুযোগ্য অধ্যাপক দ্বারা সম্পন্ন হইবে।”

ব্রাহ্মণ রাজার এতাদৃশ আশ্বাসজনকবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত গমনে কৃতকঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে রাজা সৈন্যগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সসৈন্যে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পর দিবস প্রত্যূষে রাজা সভায় সমাসীন হইয়া সকলের নিকট ব্রাহ্মণকৃত উপকার বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং রাজভবনেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণতনয় রাজার গৃহে রাজার যত্নে প্রতিপালিত হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল, ব্রাহ্মণবালক বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। সর্ব্বদাই রাজা বলিতেন, “এই ব্রাহ্মণ আমার পরমোপকারী, আমি ইহাঁর নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি।”

একদা ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন, আমি রাজভোগে পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছি। রাজা আমার পরম হিতৈষী। ইনি সর্ব্বদাই আমার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ আমি ইহাঁকে পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া রাজপুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাহার গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং তাহাকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র পঞ্চম·

বর্ষীয় বালক। ব্রাহ্মণ তাহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। প্রায় সর্ব্বদাই রাজপুত্র তাঁহার নিকট থাকিত। ব্রাহ্মণ এই কার্য্য অতি গোপনে সম্পন্ন করিলেন, কেহই জানিতে পারিল না; কিন্তু তিনি ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। রাজ-পুত্রের অলঙ্কার সমূহ স্বীয় ভৃত্যের হস্তে দিয়া বিক্রয়ার্থ তাহাকে স্বর্ণকারের ভবনে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই রাজপুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। সহসা রাজপুত্রের নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে প্রেরিত দূতগণ অতি সতর্কতার সহিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পরিশেষে নগরের মধ্যে একজন স্বর্ণকারের নিকট একটী লোককে দেখিতে পাইল, তাহার হস্তে কতকগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল। রাজদূত সেই অলঙ্কার দেখিতে পাইয়া বলিল, তুমি এ অলঙ্কার কোথায় পাইলে? এযে আমাদের রাজপুত্রের আভরণ! তখন অলঙ্কার বাহক বলিল, "মহাশয়! আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে মহারাজের আশ্রিত এক ব্রাহ্মণ রাজগৃহে বাস করিতেছেন, আমি তাঁহার ভৃত্য, তিনি এই অলঙ্কার বিক্রয় করিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমি উক্ত অলঙ্কার লইয়া এই স্বর্ণকারের ভবনে উপস্থিত হইয়াছি। এই অলঙ্কার রাজপুত্রের হউক বা ব্রাহ্মণেরই হউক আমার তদ্বিষয় জানিবার কোন আবশ্যক নাই।" এই কথা বলিয়া সেই ভৃত্য নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। রাজদূত তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধন করিল এবং অলঙ্কার সহিত রাজভবনে লইয়া গেল।

" রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য সভ্যগণ সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজদূত সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ভৃত্যকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী বর্ণন করিল। রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে সভায় আনয়ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রবর! আপনার ভৃত্য এই অলঙ্কার সমূহ কোথা হইতে পাইল?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজন্! ইহা আপনার পুত্রের অলঙ্কার, আমি অর্থলোভে তাহাকে নিহত করিয়া তাহার গাত্রের অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রয়ার্থ এই ভৃত্যকে স্বর্ণকারের ভবনে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মবশে আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন।' ব্রাহ্মণের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে রাজা অধোবদন হইয়া রহিলেন। সভাস্থিত অপরাপর সভ্যগণ বলিলেন, রাজন্,! এই ব্রাহ্মণ অর্থলোভে রাজকুমারের জীবনসংহার করিয়াছে, অতএব ইহাকে শ্মশানে লইয়া শত খণ্ড করিয়া গৃধ্রগণের নিকট বলিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া রাজা বলিলেন, সভ্যগণ! এই ব্রাহ্মণ আমার চিরাশ্রিত, বিশেষতঃ আমি যখন ইতঃপূর্ব্বে মৃগয়ার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়া পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, তখন ইনি আমাকে জলাশয় দেখাইয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। সেই দিন হইতেই আমি ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছি। অতএব এরূপ মহোপকারী আশ্রিতের প্রাণসংহার করিয়া আমি নিরয়গামী হইতে পারিব না। দুরদৃষ্টবশতঃ আমার পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখ

করা যুক্তিযুক্ত নহে। আয়ুঃ শেষ না হইলে কে কাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হয়? আমার পুত্রের আয়ুঃ শেষ হইয়াছিল, এই ব্রাহ্মণ নিমিত্তমাত্র।

অনন্তর ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "বিপ্রবর! আপনি ভীত হইবেন না। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া কেবল কর্ম্মবশে এইরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। মনুষ্য কর্ম্মাধীন হইয়াই সুখদুঃখ অনুভব করে, পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মই মনুষ্যকে সৎপথে ও কুপথে লইয়া যায়।"

রাজার এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে ব্রাহ্মণের সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রকে আনিয়া সভায় উপনীত করিলেন। তখন সভাস্থ সকলেই যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া অনিমেষ নয়নে রাজপুত্রের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার আশ্রিতবাৎসল্য ও কৃতজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার মানসে এইরূপ কৌশলে রাজপুত্রকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; বস্তুতঃ আমার বিন্দুমাত্র অসদুদ্দেশ্য ছিল না। সম্প্রতি আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আমি চিরকাল আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া পরমানন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।"

অনন্তর পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, রাজন্! যদি এতাদৃশ অসাধারণ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তবে এই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিবেন। (3)

অনন্তর চতুর্থ পুত্তলিকার বাক্য সমাপ্ত হইলে পঞ্চম পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, "রাজন্! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য যখন যাহার প্রতি প্রসন্ন হইতেন, তখন তাহার জন্য জীবন সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার পুরস্কারের বিষয় বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার রাজত্বকালে একদা কোন প্রসিদ্ধ বণিক্ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল, এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করতঃ পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার অভিলাষ করিল। যাইবার দিন উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্যের হস্তে একটী অমূল্যরত্ন সমর্পণ করিয়া কহিল, রাজন্! আমি বহুকালাবধি আপনার রাজ্যে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। আপনি এই রাজ্যের অধীশ্বর; আপনার অভ্যর্থনা করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমি এতাবৎকাল আপনার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করি নাই। দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সম্প্রতি আমি স্বদেশে গমন করিতেছি, পুনরায় যদি প্রত্যাবর্ত্তন করি, তবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। এই রত্নটী আপনার করকমলে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে চরিতার্থ হইব।

"রাজা বণিক্দত্ত দেদীপ্যমান মহারত্ন অবলোকন করিয়া প্রসিদ্ধ রত্ন-পরীক্ষককে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি এই রত্নের মূল্য নির্দ্ধারণ কর। রত্ন-পরীক্ষক সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া বলিল, মহারাজ! এই রত্ন বহুমূল্য। ছয় কোটী সুবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে এইরূপ এক একটী রত্ন ক্রয় করিতে পারা যায়। রাজা বণিক্-

দত্ত রত্ন বহুমূল্য জানিয়া বলিলেন, "হে শ্রেষ্ঠিন্! তোমার প্রদত্ত রত্ন আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম। তুমি এইরূপ কয়টা রত্ন লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ? উচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া আরও দুই চারিটী রত্ন আমার নিকট বিক্রয় কর।" বণিক্ বলিল, "রাজন্! এরূপ রত্ন সম্প্রতি আমার নিকট আর নাই, যদি আদেশ করেন তবে দেশ হইতে আনাইয়া দিতে পারি।" রাজা বণিকের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বণিক্প্রবর! আমি অদ্যই এইরূপ দশটী রত্নের মূল্য তোমাকে প্রদান করি-তেছি। তোমার সঙ্গে এই মণিকারকে প্রেরণ করিলাম। দেশে উপস্থিত হইয়াই উক্ত মণিকারের হস্তে দশটী রত্ন প্রেরণ করিও। মণিকারকে বলিলেন, "তুমি সত্বর রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিতে পারিলে যথোচিত পারিতোষিক পাইবে।" মণিকার বলিল, "রাজন্! আমি অষ্টাহের মধ্যেই আপনার নিকটে উপস্থিত হইব। যদি নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারি তবে মহারাজের নিকট যথেষ্ট দণ্ডনীয় হইব।"

এই বলিয়া সেই মণিকার উক্ত বণিকের নৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক তাহার দেশে গমন করিল। বণিক্ নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে পৌঁছিয়া মহারাজের আদেশানুসারে দশটী রত্ন মণিকারের হস্তে প্রদান করিল। তখন মণিকার রত্নলাভে আনন্দিত হইয়া অষ্টাহের মধ্যে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করতঃ দ্রুতবেগে উজ্জয়িনীর অভিমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে পথিমধ্যে ছয় দিন অতিবাহিত হইল। অবশিষ্ট দুই দিনের মধ্যেই উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক ভাবিয়া

সে অধিক দ্রুতবেগে সুদূরমার্গ অতিক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু হতভাগ্য মণিকারের এতাদৃশ দ্রুতবেগ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

কিয়দ্দূর গমন করিলে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন সায়ংকাল সমাগতপ্রায়; চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিঃসহায় মণিকার তখন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেবের নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। "বিপদ্ বিপদমনুবধ্নাতি" বিপদ্ বিপদের অনুগামিনী হয়। এই মহাবিপদের মধ্যে মণি-কারের দ্বিতীয় বিপদ্ উপস্থিত হইল। সে দেখিতে পাইল, "অদূরে কলস্বনা স্রোতস্বতী তরঙ্গমালা বিস্তারপূর্ব্বক উভয় কূল প্রপীড়িত করিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভার আলোকে নদীবক্ষ লক্ষিত হইলেও ইহা কতদূর বিস্তৃত তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমিত হইতেছে না।" ক্রমে রজনী প্রথম দণ্ড অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় দণ্ডে প্রবেশ করিল। নিঃসহায় পান্থ যেন হতাশ হইয়া নদীবক্ষে প্রাণবিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিল; কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার দুঃখের অবসান হইল। অসহায়ের সহায় বিপত্তারণ নারায়ণই পান্থের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার সাহায্য করিলেন। তাঁহারই কৃপায় পথিকের সদ্বুদ্ধির উদয় হইল। সে পরপারে কোন নাবিক থাকিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নাবিক! নাবিক!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন নাবিক একখানি তরণী লইয়া কূলে আসিয়া উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া মণিকারের হৃদয়ে

আশার সঞ্চার হইল। সে যেন মৃতদেহে নবজীবন লাভের ন্যায় আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল এবং নাবিককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কর্ণধার! বিপৎকালেই আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ আমি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছি; এ বিপদে তোমার ন্যায় কর্ণধার পাইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিলাম। অদ্য হইতেই তুমি আমার পরম বন্ধু হইলে। আমাকে সত্বর পরপারে লইয়া চল। আমি তোমার আবাসে থাকিয়া রাত্রি যাপন করিব।"

কিন্তু স্বার্থপর নাবিক এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইল না। পথিকের এতাদৃশ মিত্রতাসূচক বিনয়নম্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এইরূপ মিত্র আমার নিকট প্রত্যহই দুই এক-জন উপস্থিত হইয়া থাকে। বিপন্ন হইলেই আমাকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করে। আজ এই পথিক অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে, সম্ভবতঃ আমার কিছু অর্থলাভ হইবে। প্রকাশ্যে বলিল, পথিক! তুমি অসময়ে রাত্রিকালে কোথা হইতে আসিতেছ? তোমাকে একাকী দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। তুমি সবিশেষ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া আমার সংশয় দূর কর। তখন মণিকার বলিল, "কর্ণধার! আমাকে দেখিয়া ভয় বা সন্দেহ করিও না। আমি দস্যু নহি। আমার মনে কোন মন্দ অভিপ্রায় নাই। আমি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে বাস করি। তাঁহারই আদেশানুসারে দশটী রত্ন আনিবার জন্য একজন প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠীর গৃহে গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে অন-ন্যোপায় হইয়া তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি, যদি প্রত্যয় না কর তবে এই রত্ন দেখ।"

রত্ন দেখিয়া নাবিক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, আজ আমার আশা ফলবতী হইবে। পথিকের নিকট যে দশটী রত্ন আছে তাহা হইতে পাঁচটী রত্ন লইয়া উহাকে পার করিয়া দিব। এই দুর্দ্দিনে পথিক অনন্যোপায় হইয়া অবশ্যই আমাকে পাঁচটী রত্ন দিতে বাধ্য হইবে। প্রকাশ্যে বলিল, "পথিক! এরূপ দুর্দ্দিনে আমি তোমাকে পার করিয়া দিতে সমর্থ হইব কি না তাহা সাহসের সহিত বলিতে পারি না। কারণ একে রাত্রি, তাহাতে ঘোর অন্ধকার; তাহার উপর অজস্র বৃষ্টি হইতেছে। নদীর প্রখর প্রবাহে বিশেষ সতর্কতার সহিত তরণী সঞ্চালন করিতে হইবে। যাহাই হউক, তুমি আমাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কি পরিমাণে অর্থ দিতে পার?" তখন পথিক বলিল, "কর্ণধার! সম্প্রতি আমি একেবারেই অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। এমন কি আমার পাথেয় পর্য্যন্তও সম্বল নাই। এ অবস্থায় তোমাকে কিরূপে পারিশ্রমিক দিতে সমর্থ হইব? তুমি আমাকে দয়া করিয়া পারে লইয়া যাও, আমি তোমার নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিব।" নাবিক বলিল, "পথিক! আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ে এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতে গেলেই আমাদিগকে ভিক্ষার-ঝুলি অবলম্বন করিতে হয়। আজ তুমি বলিলে চিরঋণী হইয়া থাকিবে, কাল অপর একজন বলিবে তোমার নিকট চিরবাধিত হইয়া থাকিব। অপর এক দিন অপর একজন বলিবে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইব। তাহা হইলে আমাদের উদরান্নের ব্যবস্থা কি হইবে? তখন কে আমাদের সহায় হইবে?" পথিক বলিল, "কর্ণধার! প্রতিদিন

শত সহস্র লোক এই নদী পার হইয়া থাকে। তুমি তাহাদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে পারিশ্রমিক পাইতেছ। তাহা-দ্বারা তোমার অক্লেশেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আজ আমি অসহায় ও অর্থশূন্য হইয়া তোমার আশ্রয়ে উপস্থিত হইয়াছি। এ অবস্থায় তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। কর্ণধার বলিল, "তোমার নিকট যে দশটী রত্ন আছে তাহা হইতে পারিশ্রমিকস্বরূপ পাঁচটী রত্ন গ্রহণ করিয়া তোমাকে পরপারে লইয়া যাইতে পারি।" তখন মণিকার বলিল, "মিত্র কর্ণধার! এই রত্ন আমার স্বকীয় নহে। ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রত্ন। আমি কেবল বাহকমাত্র। অতএব আমি কিরূপে রাজস্বাপহরণ করিয়া তোমাকে পারিশ্রমিক প্রদান করিব?" নাবিক বলিল, ভ্রাতঃ পথিক! 'অগ্রে জীবন রক্ষা কি অগ্রে রাজস্ব রক্ষা? জীবন রক্ষা হইলে এইরূপ অনেক রাজস্ব পাওয়া যাইবে। রাজস্ব রক্ষায় ধর্ম্ম এবং নাশে পাপ হয় বটে, কিন্তু যদি রাজস্ব নষ্ট করিয়া—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের একমাত্র নিদান জীবনের রক্ষা হয়, তবে ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে?'

এইরূপে নাবিক ও পথিকের কথোপকথনে রজনীর প্রথম প্রহর অতীত হইল। পরিশেষে পথিক পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচটী রত্ন প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নৌকায় পদার্পণ করিল। সুদক্ষ নাবিক নৌকা চালাইয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই পরপারে উপনীত হইল। মণিকার দুর্বৃত্ত নাবিকের হস্তে পাঁচটী রত্ন প্রদান করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিল এবং তাহারই আবাসে রাত্রি যাপন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে মণিকার দ্রুতপদে উজ্জয়িনীর অভিমুখে যাত্রা করিয়া সায়ংকালে রাজভবনে উপস্থিত হইল। রাজা মণিকারের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। মণিকার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া রাজার হস্তে পাঁচটী রত্ন সমর্পণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে নিবেদন করিল, “মহারাজ! অষ্টাহের মধ্যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিলাম। নিয়মিত সময়ে না আসিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়, এই ভাবিয়া পথিমধ্যে নদী পার হইবার জন্য নাবিককে পাঁচটা রত্ন দিয়া আসিয়াছি। কারণ সেদিন যদি নদী পার হইতে না পারিতাম, তাহা হইলে অষ্টাহের মধ্যে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ঘটিত না। অতএব দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।”

রাজা ইহা শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “তুমি বিশেষ প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছ; জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছ। আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়া এই পাঁচটী রত্ন পারিতোষিক স্বরূপ তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি; তুমি সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণ কর।” এই বলিয়া রাজা অবশিষ্ট পাঁচটী রত্ন সেই মণিকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর পুত্তলিকা ভোজরাজের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিল, “রাজন্! যদি রাজভক্ত প্রজাবৃন্দকে এতাদৃশ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারেন তবে এই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যশাসন করুন।” ভোজরাজ পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতঃকালে ভোজরাজ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া অপর একটী পুত্তলিকা বলিল, "রাজন্! আপনি অবিবেচক নহেন, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া এই সিংহাসনে অধিরোহণ করুন। আমরা বারম্বার নিষেধ করিতেছি, বিক্রমাদিত্য সদৃশ নরপতি ভিন্ন অপরে এই সিংহাসনে উপবেশন করিলে ঘোর অমঙ্গল ঘটিবেক।"

ভোজরাজ বলিলেন, "পুত্তলিকে! তুমি বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।" পুত্তলিকা বলিল, "রাজন্! তিনি এতাদৃশ দানশীল ছিলেন যে প্রবঞ্চনা করিয়াও যদি কেহ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হইত, তাহার প্রার্থনা তিনি তৎক্ষণাৎ পূরণ করিতেন। একদা বসন্ত কালে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত উপবনে বিচরণক রিতেছেন, তখন প্রাতঃকাল। বহুবিধ বিহঙ্গমগণ কোলাহল করিতেছে। সুশীতল, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। ফলপুষ্পসুশোভিত বৃক্ষরাজি বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। মধুকরগণ মধুমত্ত হইয়া গুণ্‌গুণ্ রব করিতেছে। রাজা চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক

প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ ক্রীড়া করিতেছে। প্রফুল্ল কমলরাজির সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে।”

সেই সরোবরের অনতিদূরে একটী চণ্ডিকার মন্দির ছিল; তাহাতে এক ব্রহ্মচারী বহুকাল বাস করিয়া চণ্ডিকার আরাধনা করিতেন। তিনি রাজাকে অন্তঃপুরিকাগণের সহিত উপবনে বিহার করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, “আমি কেবল তপস্যা দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছি; বৈষয়িক সুখ কাহাকে বলে তাহা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারিলাম না। ব্রহ্মচর্য্যে সুখের লেশমাত্র নাই। অতএব আমি ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিব। কারণ সংসারী না হইলে বৈষয়িক সুখ অনুভব করিতে পারা যায় না।”

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচারীর মনে বৈষয়িক সুখের অভিলাষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তপস্যায় তাঁহার অনাস্থা জন্মিল। তিনি ঈশ্বরারাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া অনিত্য পার্থিব সুখের জন্য উন্মত্ত হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, “গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হইলে দার পরিগ্রহ করিতে হয়। সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য অতিশয় দানশীল। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া একটী কন্যা প্রার্থনা করিব। তিনি অবশ্যই আমার প্রার্থনা পূরণে যত্নবান্ হইবেন।”

এই ভাবিয়া সেই ব্রহ্মচারী একদা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করতঃ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা ব্রহ্মচারীর শুভাগমনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাত্মন্!

সম্প্রতি আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কি উদ্দেশ্যে অধীনের ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন? ব্রহ্মচারী প্রত্যুত্তর করিলেন, 'রাজন্! আমি উপবন সমীপবর্ত্তী চণ্ডিকার মন্দিরে বাস করিয়া ভগবতীর আরাধনা করি; তপস্যাই আমার নিত্য কৃত্য। সম্প্রতি আমার বয়স পঞ্চাশৎবৎসর। আমি তপস্যা করিয়া এতাবৎকাল অতিবাহিত করিয়াছি। অদ্য নিশাবসানে আমার ইষ্টদেবতা নিকটে আসিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া সুপ্রসন্ন হইয়াছি; সম্প্রতি তুমি আমার উপদেশানুসারে কার্য্য কর; অচিরেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছে। মুক্তিলাভই তোমার তপস্যার মূল উদ্দেশ্য। সম্প্রতি তোমার সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তুমি কিছুদিন গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন কর, অতঃপর মোক্ষমার্গে মনোনিবেশ করিও। কারণ, অগ্রে ব্রহ্মচারী, তৎপরে গৃহস্থ, তদনন্তর বাণপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে হয়। তুমি সমস্ত আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেছ; বৎস! ইহাতে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবার আশা নাই।"

তদুত্তরে আমি বলিলাম, "মাতঃ! আমি ব্রহ্মচারী এবং স্থবির। এ অবস্থায় কে আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে?" তখন দেবী বলিলেন, "বৎস! তুমি কল্য প্রভাতে বদান্যবর রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইও এবং আমার

উপদেশানুসারে তাঁহার নিকট একটী কন্যারত্ন প্রার্থনা করিও। রাজভবনে রাজার যত্নে প্রতিপালিতা অনেক সুন্দরী কন্যা থাকে, স্বয়ং রাজা সেই সকল কন্যার সম্প্রদানভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন। তিনি প্রসিদ্ধ দাতা। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহারই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। অতএব তোমার আশা অবশ্যই ফলবতী হইবে।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। আমি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। সম্প্রতি আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন।"

রাজা ব্রহ্মচারীর কপট বাক্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি প্রবঞ্চনা করিয়া আমার নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁর মনে বিষয়বাসনা বলবতী হইয়াছে। সেইজন্য তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া অনিত্য পার্থিব সুখভোগের জন্য যত্নবান্ হইতেছেন। যাহাই হউক ইনি যাচক। যাচকের প্রার্থনা পূরণ করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাচক হতাশ হইয়া গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে।" এই ভাবিয়া বলিলেন, "ব্রহ্মচারিন্! আপনি অদ্য আমার রাজবাটীতেই অবস্থান করুন। আগামী কল্য আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিব।" এই বলিয়া সেই দিবসের মধ্যেই শিল্পিগণ দ্বারা এক সুরম্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। তৎপর দিবস শুভলগ্নে যথাকল্পিত উপচার দ্বারা ব্রহ্মচারীর অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে নানালঙ্কারভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটী

কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং সেই বিচিত্র অট্টালিকা নবদম্পতির আবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করিয়া সানন্দে সেই অট্টালিকায় অবস্থান করতঃ পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই বলিয়া পুত্তলিকা নিরস্ত হইল।"

অনন্তর ভোজরাজ পুত্তলিকার মুখে বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পুনরায় অপর এক পুত্তলিকা ভোজরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাজন্! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সকলেই পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সদাচার বেদশাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্মাচরণ করিয়া যজনযাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে নিরত থাকিতেন। প্রায় সকল বর্ণেরই যশে অভিরুচি, পরোপকারে ইচ্ছা, পরাপবাদে অনাদর, জীবে দয়া, পরমেশ্বরে ভক্তি, প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয় বিদ্যমান ছিল। ফলতঃ পুণ্যবান্ রাজার পুণ্যফলে সকলেই পরিত্রান্তঃকরণ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিত।

তাঁহার রাজ্যে ধনদনামে সম্পত্তিশালী এক বণিক্ বাস করিত। তাহার কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। যাচকবৃন্দ কখনও বিফল মনোরথ হইয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইত না। তাহার একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া একদা সেই ধনদ বণিক্ মনে মনে চিন্তা করিল, "এই সংসার অসার, পার্থিব বস্তুমাত্রই অনিত্য। ধন ও যৌবন

বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। পুত্রদারাদি পরিজন বর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণ সংসারবন্ধনের মূল। অতএব ধর্ম্মই সংসারিগণের একমাত্র আশ্রয়স্থান। যে ধর্ম্মকে রক্ষা করে ধর্ম্মই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আর্য্যগণ বলেন, "ধার্ম্মিকেরা অনায়াসেই সংসারার্ণব পার হইয়া মুক্তিপদলাভ করিতে সমর্থ হন।" অতএব আমি দানাদি সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে যত্নবান্ হইব।"

এই ভাবিয়া সেই রত্নবণিক্ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ সৎপাত্রে বিতরণ করিয়া সুযোগ্য পুত্রের হস্তে সংসারভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইল। বহুকাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহুবিধ নয়নানন্দ কর দৃশ্য অবলোকন পূর্ব্বক নানাবিধ তীর্থমাহাত্ম্য অবগত হইয়া পরিশেষে বণিক্ দ্বারাবতীনগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরীর শোভা সন্দর্শন করিয়া তাহার মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল; সে কয়েক দিবস সেই পবিত্র তীর্থস্থানে অবস্থান করিল। প্রত্যাগমন করিবার দিন পথিমধ্যে এক বিশাল সমুদ্র দেখিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ সমুদ্রজলে স্নান করিবার জন্য তাহার কৌতূহল জন্মিল। সে তীরে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক সমুদ্রের স্তব করিয়া জলে অবগাহন করিল। অনন্তর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সমুদ্রমধ্যে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইল। বণিক্ সাগরমধ্যে পর্ব্বত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সম্মুখস্থ নাবিককে ডাকিয়া বলিল, "কর্ণধার! আমাকে এই পর্ব্বতের নিকট লইয়া চল।"

নাবিক তৎক্ষণাৎ বণিককে স্বীয় নৌকায় আরোহণ করাইয়া সেই পর্ব্বতের নিকট লইয়া গেল। নাবিক নৌকায় অবস্থান করিল। বণিক্ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া তাহার সুবৃহৎ গহ্বরে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত দেবালয় দেখিতে পাইল। দেবালয় দেখিয়া বণিকের মনে উত্তরোত্তর কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। তৎপরে দেখিল সেই মন্দিরের দ্বারদেশে "ভগবতী ভুবনেশ্বরীর মন্দির" এই কয়েকটী কথা প্রস্তরফলকের উপর সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বণিক্ তাহা পাঠ করিয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যেমন তাঁহার বামভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, অমনি ছিন্নমস্তক একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের সম্মুখস্থ ভিত্তিভাগে লিখিত রহিয়াছে "যখন কোন ধৈর্য্যবান পরোপকারী পুরুষ স্বীয় কণ্ঠরুধির দ্বারা এই ভুবনেশ্বরীর অর্চ্চনা করিবে, তখনই এই স্ত্রী ও পুরুষ জীবন লাভ করিতে পারিবে।" তাহা পাঠ করিয়া ধনদ বণিক্ সাতিশয় বিস্মিত হইল এবং পুনর্ব্বার নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক তীরে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সংশয় দূরীভূত হইল না। সে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিত কেহই তাহার মনোগত প্রত্যুত্তর দিতে পারিত না।

এইরূপে বহুকাল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বণিক্ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল।

রাজা তীর্থ পর্য্যটক ধনদ বণিককে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বণিক্ প্রবর! তুমি বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছ। নানাবিধ পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিয়া তোমার শরীর ও মন পবিত্র হইয়াছে। তুমি কোন্ কোন্ তীর্থে কিরূপ বিস্ময়কর বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ? এবং কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছ? তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর কর।"

ধনদবণিক্ বিবিধ তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ ভুবনেশ্বরীর মন্দিরের বিষয় বর্ণন করিল।

অনন্তর রাজা তাদৃশ বিস্ময়কর স্থান ও দেবীমন্দিরের নাম শ্রবণ মাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই বণিকের সহিত তথায় গমন করিলেন। তৎপরে তীরে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক্ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ সমুদ্রজলে অবগাহন করিলেন। অনন্তর বণিক রাজাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক সেই পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল। রাজা ও বণিক উভয়েই পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দির অবলোকন করিলেন।

রাজা দেবতার মন্দির দর্শনে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া ষোড়শোপচারে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর অর্চ্চনা করতঃ আন্তরিক ভক্তি সহকারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দেবীর বামভাগে ছিন্নমস্তক একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "এই স্থান জনশূন্য, সচরাচর মনুষ্যের যাতায়াত নাই। এস্থলে ছিন্নমস্তক মনুষ্যমিথুন কোথা হইতে আসিল!

ইহা নিশ্চয়ই কোন দৈবশক্তি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। সম্মুখস্থ ভিত্তিভাগে লিখিত আছে, "যদি কোন পরোপকারী ধৈর্য্যবান্ পুরুষ স্বীয় কণ্ঠরুধির দ্বারা এই ভগবতী ভুবনেশ্বরীর অর্চ্চনা করিতে পারেন, তবে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়েই জীবন লাভ করিতে পারিবে।" তাহা পাঠ করিয়া রাজার মনে অত্যধিক আনন্দের আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন, "পার্থিব শরীর অনিত্য, যিনি এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের বিনিময়ে নিত্য নির্ম্মল যশোলাভ করিতে সমর্থ হন তাঁহারই জীবন ধন্য। প্রাণপণে পরোপকাররূপ মহাব্রত প্রতিপালনই মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যিনি জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া অপরের জীবন রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন, তিনিই প্রকৃত মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য। অতএব আমার এই তুচ্ছশরীরের দ্বারা যদি এই স্ত্রী পুরুষ দ্বয়ের জীবন লাভ হয়, তবে আমি স্বীয় জীবন ধন্য মনে করিব।"

অনন্তর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "মাতঃ! এই অকিঞ্চন দাসের মস্তক বলি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এই ছিন্নমস্তক নরনারী যুগলের জীবন দান করুন।" এই বলিয়া দেবীর হস্তস্থিত খড়গ গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, 'বৎস! আমি তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, সম্প্রতি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' রাজা বলিলেন, "মাতঃ! যদি দাসের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে এই স্ত্রী পুরুষ উভয়কে জীবিত করুন।" দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

তৎক্ষণাৎ সেই কবন্ধদ্বয় মস্তকবিশিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইল এবং দেবী ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া রাজাকে বলিল, "মহাত্মন্! আপনি আমাদের উভয়ের জীবন-দাতা, অতএব অদ্যাবধি আমরা আপনার ক্রীতদাস হইয়া থাকিলাম। আমরা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া এতাবৎকাল এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। আজ আপনার অনুগ্রহে আমরা শাপমুক্ত হইলাম।" এই বলিয়া তাহারা রাজার নিকট সবিস্তর আত্মপরিচয় প্রদান করিল।

রাজা সেই পুরুষ ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ধনদ বণিকের সহিত নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া দ্বারাবতীনগরে উপস্থিত হইলেন এবং উক্তনগরীর মধ্যে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। অনন্তর ধনদবণিকের সহিত স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এই আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা নিরস্ত হইল। ভোজরাজ বিস্মিত হইয়া পূর্ব্ববৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর ভোজরাজ নিরুত্তর হইলে অপর একটী পুত্তলিকা মৃদু মধুর স্বরে বলিল, রাজন্! রাজা বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিয়া সমাপ্ত করা যায় না। তাঁহার শত্রুবর্গও তদীয় কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণে আনন্দানুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। যদিও তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, যদিও তাঁহার ঐশ্বর্য্যশালিনী মহানগরী উজ্জয়িনীর অবস্থা সম্প্রতি শোচনীয়া হইয়াছে, যদ্যপি তাঁহার নবরত্নশোভিতা রাজসভা কালের বিশালগর্ভে বিলীন হইয়াছে, তথাপি তাঁহার পুণ্যময়ী কীর্ত্তি অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সকলেই তাঁহার নাম ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা কাহারও স্মৃতি পথ হইতে বিলীন হইবে না। নির্ম্মম কাল কদাপি সেই পুণ্য স্মৃতি গ্রাস করিতে সমর্থ হইবে না।

একদা রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় উপবেশন করিয়াছেন; অমাত্যগণ যথাযোগ্য আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন; কালিদাস, বররুচি, ভবভূতি, ধন্বন্তরি প্রভৃতি কয়েকজন মহাপণ্ডিত পরস্পর শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এমন সময়ে প্রতিহারী দ্রুতপদে সভায় আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! "মৃত্যুঞ্জয় নামক আপনার প্রেরিত দূত ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। আদেশ করিলে লইয়া আসি।" মৃত্যুঞ্জয়

সকলেরই বিশ্বাসের পাত্র; রাজা তাহাকে নানা দেশস্থ রাজন্যগণের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তাহার আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিহারীকে কহিলেন, "ত্বরায় মৃত্যুঞ্জয়কে রাজসভায় আনয়ন কর।" প্রতিহারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুঞ্জয়কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় রাজসভায় উপস্থিত হইল।

মৃত্যুঞ্জয় প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মৃত্যুঞ্জয়! রাজ্যের সমস্ত মঙ্গলত? প্রজাবর্গত সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে?

মৃত্যুঞ্জয়। মহারাজ! আপনার রাজ্যে প্রজাবর্গ পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে। সকলেই মহারাজের অজস্র গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

রাজা। মৃত্যুঞ্জয়! তুমি ছদ্মবেশে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়াছ; প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে? তাহারা আমার প্রতিকূলে কোনরূপ মন্ত্রণাদি করিতেছে কি?

মৃত্যুঞ্জয়। না মহারাজ! প্রতিকূলে মন্ত্রণার কথা দূরে থাকুক সর্ব্বদা তাহারা শঙ্কিত হইয়া রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা। তুমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়াছ, নানাবিধ নয়নানন্দকর আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য তোমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, সংক্ষেপে দুই একটা বিষয় বর্ণন কর।

মৃত্যু। মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে আমি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিভ্রমণ করিয়াছি; নানা দেশের নানা ভাষায়

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; বহুবিধ নদ, নদী, বন, উপবন, সৌধ, অট্টালিকা প্রভৃতি অবলোকন করতঃ নয়ন সার্থক করিয়াছি; তৎসমুদয় মহারাজের নিকট বর্ণনীয় নহে। তন্মধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৃশ্যের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, যাহা শুনিয়া মহারাজ বিস্মিত হইবেন।

আমি প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ পরিশেষে কাশ্মীর নগরে উপস্থিত হইলাম। সেই নগরের দৃশ্য অতীব রমণীয়। যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করি সেই দিকেই মনোহর অট্টালিকায় মধুর গীতবাদ্য শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সুরঞ্জিত সৌধাবলী অবলোকন করিয়া আমার মনে হইল যেন ইহা সাক্ষাৎ কুবেরের বাসস্থান। আমি হৃষ্টান্তঃকরণে বহু দিন তথায় অবস্থান করিলাম, প্রতিদিন নগরের অভিনব শোভা সন্দর্শন করতঃ আমার শরীর ও মন এমন পুলকিত হইতে লাগিল যে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে আগমন করিবার অভিলাষ একেবারেই তিরোহিত হইল।

কিয়দ্দিন পরে একদা আমি ছদ্মবেশে কাশ্মীর রাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। গুণগ্রাহী কাশ্মীররাজ যেমন রাজনীতিজ্ঞ সেইরূপ ধার্ম্মিক। তিনি আমাকে নবাগত দেখিয়া যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় অষ্টাহকাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নগরপরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। বহুদূর পর্য্যটন করিয়া পথশ্রমে শরীর অবসন্ন হইল। তখন মধ্যাহ্ন সমাগত প্রায়; আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া একটী বনস্পতির

শীতল ছায়ায় পর্ণশয্যা রচনা করতঃ বিশ্রাম করিবার উপক্রম করিলাম। ক্রমশঃ নিদ্রার আবির্ভাব হইল। শয়ন করিবামাত্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন হইলাম। জানি না কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম; উঠিয়া দেখি, আমার পার্শ্বে এক যুবা পুরুষ বিষন্নবদনে একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল, তিনি ভদ্রবংশীয় ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ। কোন নিগূঢ় কারণে এতাদৃশ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সবিস্তর আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার সাতিশয় সদ্ভাব জন্মিল। আমি জানিতে পারিলাম তিনি একজন সম্পত্তিশালী বণিক, তাঁহার নাম সোমদত্ত।

অনন্তর তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়, আমার দুঃখের কারণ শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। দৈব আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল হইয়াছেন। আমি একজন সাধারণ বণিক্। বাণিজ্যলব্ধ অর্থ দ্বারা আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আমার কুলগুরু আমাকে উপদেশ দিলেন যে, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে মহৎ পুণ্য হয়। অতএব তুমি একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া উৎসর্গ কর। আমি তাঁহার আদেশানুসারে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া একটী দীর্ঘিকা খনন করিলাম এবং তাহার চারিধারে নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপন করতঃ চারিটী জলাবতরণিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলাম। স্নানানন্তর দেবদর্শন ও

দেবার্চ্চনা অবশ্যকর্ত্তব্য বুঝিয়া অদূরে একটী দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রস্তরময়ী লক্ষ্মীনারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সমস্ত আশা, সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। সুগভীর দীর্ঘিকায় বিন্দুমাত্র জলের উদ্গম হইল না।

বৃষ্টিজলে অন্যান্য সমগ্র নদ, নদী, জলাশয় প্রভৃতি পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু এই দীর্ঘিকায় বৃষ্টিজল পতিত হইবামাত্রই শুষ্ক হইয়া গেল। ক্রমে তিন বৎসর অতীত হইল তথাপি জলের লেশমাত্র নাই। এতাদৃশ দৈব ঘটনা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইতেছেন। প্রত্যহ তৃষ্ণার্ত্ত পান্থগণ পানীয়ের আশায় বহুদূর হইতে নিকটে উপস্থিত হইয়া জলশূন্য জলাশয় অবলোকন করতঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফিরিয়া যাইতেছে।

কয়েক দিবস হইল আমি স্বপ্নে অভীষ্ট দেবতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি, "যদি কোন রাজচক্রবর্ত্তী পুরুষ স্বয়ং সংযতচিত্তে অনশন ব্রতাবলম্বী হইয়া সপ্তাহকাল যথাবিধি লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তবে এই দীর্ঘিকা জলে পরিপূর্ণ হইবে।" আমি এতাদৃশ স্বপ্ন বাণী শ্রবণে হতাশ হইয়াছি। কারণ আমি এরূপ মহাপুরুষ কোথায় পাইব যে তাঁহার দ্বারা উক্ত দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব। ইহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। ইহাই আমার বিষাদের প্রধান কারণ।"

আমি তাঁহার এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলাম এবং সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলাম দৈব অনুকূল

হইলে অসম্ভব সম্ভব হইয়া থাকে। সম্প্রতি আপনার প্রতি দৈব প্রতিকূল হইয়াছেন, পুনরায় তিনি অনুকূল হইলে সমস্ত কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে। আপনার দীর্ঘিকা অবশ্যই একদিন জলে পরিপূর্ণ হইবে।

আমার এতাদৃশ আশ্বাস বাক্য শ্রবণে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি বলিলেন "আমার কি এরূপ শুভাদৃষ্ট হইবে যে রাজচক্রবর্ত্তী কোন সাধু পুরুষ আসিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই দীর্ঘিকার নিকট লইয়া গেলেন। আমি সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলাম এবং ভাবিলাম এতাদৃশ বিস্ময়কর দৃশ্য কুত্রাপি আমার নয়নগোচর হয় নাই। অনন্তর তিনি আমাকে সাদরে তাঁহার ভবনে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার আলয়ে পরম সুখে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলাম। ফলতঃ অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার এরূপ বন্ধুত্ব হইল যে আসিবার দিন তিনি বহুদূর আমার সহিত আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি।"

রাজা এবং সভাস্থ সকলেই দূতমুখে এবম্বিধ অপূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন রাজা বলিলেন, "মন্ত্রিবর! আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে যে একবার সেই-স্থান অবলোকন করি। মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! যদি অনুমতি করেন, তবে আমিও সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করি।"

অনন্তর রাজা অমাত্যবর্গের সহিত সেই দূতকে সঙ্গে করিয়া কাশ্মীর নগরে উপস্থিত হইলেন। দূত ত্বরায় সোমদত্তকে

রাজার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ বণিক্ উপস্থিত হইয়া মহারাজের যথোচিত অভ্যর্থনা করতঃ স্বীয় দীর্ঘিকার নিকট লইয়া গেল। মহারাজের আগমন সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং কাশ্মীররাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণকাল পরস্পরের আলাপ হইল। অনন্তর রাজা দেখিলেন সুগভীর দীর্ঘিকা, কিন্তু মরুভূমির ন্যায় জলশূন্যা হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই তিনি দূত মুখে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়াছিলেন; সম্প্রতি বণিক্ও আমূলক ঘটনা বর্ণন করিল। রাজা ভাবিলেন যদি স্বপ্নকথা যথার্থই হয় তবে আমার দ্বারা বণিকের কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইতে পারে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "বণিক প্রবর! আগামী ত্রয়োদশী তিথি শুভ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রশস্ত দিন। অতএব আমি উক্ত দিবস হইতেই তোমার দুর্দ্দৈবশান্তির জন্য লক্ষ্মীনারায়ণের অর্চ্চনাদি করিব। অতঃপর তোমার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে।

বণিক্ মহারাজের এতাদৃশ কৃপাবাক্য শুনিয়া আনন্দে অধীর হইল, যেন তাহার মৃত শরীরে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইল। সে বলিল, "মহাত্মন্! যদি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া উক্ত দৈব কার্য্য সুসম্পন্ন করেন তবে আমি স্বীয় জীবন ধন্য মনে করিব।"

ক্রমে ত্রয়োদশী তিথি উপস্থিত হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য চতুঃষষ্ঠ্যুপচারে যথাবিধি লক্ষ্মীনারায়ণের আরাধনার আয়োজন করিলেন। কাশ্মীর নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা পূজা দেখিবার

জন্য দলে দলে দীর্ঘিকার পাহাড়ে সমবেত হইতে লাগিল। শুভক্ষণে শুভলগ্নে পূজা আরম্ভ হইল। রাজা নিরম্বু উপবাস করিয়া এক সপ্তাহকাল দেবমন্দিরে অবস্থান করিলেন। প্রতিদিন যথাবিধি লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা হইতে লাগিল। সপ্তাহ অতীত প্রায় তথাপি বিন্দুমাত্র জলসঞ্চার হইল না দেখিয়া অনেকের মনে অবিশ্বাস জন্মিল। কেহ কেহ বা হতাশ হইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! করুণাময় নারায়ণের করুণায় সপ্তম দিনের রাত্রে দীর্ঘিকা জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

প্রাতঃকালে দর্শকবৃন্দ অকস্মাৎ জলপূর্ণা দীর্ঘিকা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রবল দৈব বলের পুনঃ পুনঃ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। সকলেই পুণ্যশীল মহারাজের গুণবর্ণন করিতে লাগিল। সেই দিনেই মহারাজের যশঃপ্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর রাজা সকলের সহিত সদালাপ করিয়া সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক অমাত্যবর্গসমভিব্যাহারে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভোজরাজ পুত্তলিকামুখে বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিয়া অপর এক পুত্তলিকাকে বলিলেন, "পুত্তলিকে! তুমিও সংক্ষেপে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অন্যান্য গুণ বর্ণন করিয়া আমার শ্রুতিসুখ বর্দ্ধন কর।" ৭

অনন্তর নবম পুত্তলিকা ভোজরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজন্! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সাহসী ও সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ জগতে অতি দুর্লভ। তাঁহার অলৌলিক সাহস ও সংযম দেখিয়া দেবতারাও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ত্রিবিক্রম ভট্টাচার্য্য নামে এক কুলপুরোহিত ছিলেন। তিনি যেমন পৌরোহিত্যে সুদক্ষ তেমনই বাক্‌পটু; শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার একেবারেই ছিল না এমত নহে, তিনি নবরত্ন-সভায় কালিদাস-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিয়া শাস্ত্রে সাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং রাজসভায় নবাগত কোনও পণ্ডিত তাঁহাকে সহসা পরাজিত করিতে পারিতেন না।

পুরোহিত মহাশয় রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজার অনুগ্রহে তাঁহার কোনও বিষয়ের অভাব ছিল না; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, "শূন্যমপুত্রস্য গৃহম্" পুত্রহীনের ভবন শূন্যপ্রায়। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নির্জ্জনে বসিয়া সন্তানের জন্য রোদন করিতেন। রাজাও পুরোহিতকে নিঃসন্তান দেখিয়া "ভবিষ্যতে কে আমাদের কুলপুরোহিতের আসন গ্রহণ করিবে" এই ভাবিয়া দুঃখ করিতেন।

ত্রিবিক্রম পুত্রকামনায় প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেন। ভক্তবৎলের আরাধনা বিফল হয় না; কিয়ৎকাল মধ্যে ব্রাহ্মণী একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। বিধির বিধানে ত্রিবিক্রমের আশা পূর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ এই শুভ সংবাদ রাজ বাটীতে প্রেরিত হইল। সকলেই আনন্দসাগরে

নিমগ্ন হইলেন। ত্রিবিক্রম পুত্রের জাত-কর্ম্মাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন এবং রাশিচক্র অনুসারে—"কমলাকর" বলিয়া নাম রাখিলেন।

পুত্রের উপর ত্রিবিক্রমের সাতিশয় স্নেহ জন্মিল। তিনি একদণ্ডও তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে কমলাকর কমনীয় কান্তি ধারণ করিতে লাগিল। সংসারে একটী মাত্র সন্তান, সুতরাং সে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সাতিশয় আদরণীয় হইল। কমলাকর যেরূপ দেখিতে সুন্দর সেইরূপ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ সে চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল। ত্রিবিক্রম শুভলগ্নে শুভক্ষণে পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। কিন্তু বিদ্যারম্ভ হইয়াই শেষ হইল। বিদ্যারম্ভের পর কমলাকর একদিনের জন্যও বিদ্যালয়ে পদার্পণ করিল না।

এদিকে ত্রিবিক্রম পুত্রের বিদ্যারম্ভ করাইয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন। তিনি প্রায়ই বাটীতে থাকিতেন না। সর্ব্বদাই তাঁহাকে রাজভবনে উপস্থিত থাকিতে হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণীই সংসারের সমুদয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি পুত্র কমলাকরকে কাপড় পরাইয়া, ছাত্রসাজে সাজাইয়া, পাঠ্য পুস্তক হস্তে দিয়া বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু বালক কমলাকর বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে কখনও সাধারণ লোকালয়ে, কখনও বা পল্লীবালকের ক্রীড়ালয়ে, কখনও বা নাট্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অপরাপর সমবয়স্ক বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে সময় অতিবাহিত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ব্রাহ্মণী

সকলের নিকট প্রশংসা করিতেন, "আমার কমলাকর শান্ত, শিষ্ট এবং পাঠে মনোযোগী। আমি তাহাকে যখন বিদ্যালয়ে যাইতে বলি, সে সেই মুহূর্ত্তেই পাঠ্য পুস্তকগুলি সঙ্গে করিয়া চলিয়া যায়; ক্ষণকালও বিলম্ব করে না। এই ব্রাহ্মণপল্লীর মধ্যে এরূপ শান্ত বালক দেখিতে পাওয়া যায় না।"

ক্রমে কমলাকর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। যথাকালে পিতা তাহার উপনয়নাদি সংস্কার সমাপন করিলেন।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য সভায় উপবেশন করিয়া কথা প্রসঙ্গে কুলপুরোহিত ত্রিবিক্রমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! আপনার পুত্র কমলাকর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যথারীতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া আমি লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি; তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব দুই এক দিনের মধ্যে যেন তিনি একবার রাজসভায় আগমন করেন. ইহাই আমার প্রার্থনা। বিশেষতঃ আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে আপনার কষ্ট বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে আপনার পুত্র উপস্থিত হইয়া নিত্য পূজাদি পরিদর্শন করিলে আপনার শ্রমের লাঘব হইবে।

অনন্তর কুল-পুরোহিত ত্রিবিক্রম উত্তর করিলেন, "কমলাকর আপনার আশ্রিত, আপনার সভায় না আসিয়া কোথায় থাকিবে? অদ্য না হয় কল্য, কল্য না হয় পরশ্ব অবশ্যই তাহাকে এই সভায় আসিয়া যোগদান করিতে হইবে। আমি যত শীঘ্র পারি তাহাকে রাজসভায় লইয়া আসিব।" অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে পুরোহিত মহাশয় স্বগৃহে গমন করিলেন।

সেই দিন তাঁহার মনে হইল কমলাকর কিরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহা আমি কখনও পরীক্ষা করি নাই, রাজা তাহাকে সভায় লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। যদি পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে শাস্ত্রালোচনায় পরাঙ্মুখ হয়, অথবা তাঁহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি বিশেষ লজ্জিত হইব এবং রাজা আমাকে হতাদর করিবেন, সুতরাং আজ তাহাকে পরীক্ষা করিব ; আমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই রাজসভায় লইয়া যাইব। এইরূপ ভাবিয়া ত্রিবিক্রম আহারাদি সমাপন করতঃ কমলাকরকে পার্শ্বে বসাইয়া ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কমলাকর কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। অবশেষে ত্রিবিক্রম বুঝিলেন, এপর্য্যন্ত পুত্রের বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। তখন তাঁহার মনে অতিশয় বিষাদ জন্মিল। তিনি যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "কমলাকর! তুমি অকারণ এতাবৎকাল অতিবাহিত করিয়াছ। ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ স্বেচ্ছাচার ও অশিক্ষিত হইলে কে তোমায় সম্মান করিবে? মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রত্যহই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং তোমাকে রাজসভায় লইয়া যাইবার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় তুমি রাজসভায় গমন করিয়া কি করিবে? রাজা স্বয়ং বিদ্বান্ ও বিদ্বৎপ্রিয়। তাঁহার সভা সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া থাকে। তুমি হংসশ্রেণীর মধ্যে বকের ন্যায় সকলেরই অনাদর ভাজন হইবে। তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ ; এখনও বিদ্যার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে না।

সংসারে বিদ্যাই মানবগণের প্রধান ভূষণ। বিদ্যাই পরম দেবতা। বিদ্বান্ ব্যক্তি সকলেরই পূজনীয় হইয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে থাকিলেও সকলে তাঁহার সেবা করিয়া থাকে। বিদ্যাহীন মানব পশুর সমান। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের কুলে মূর্খ হইয়া জীবন-ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।”

এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কমলাকর অত্যন্ত অনুতপ্তহৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। যাইবার দিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে না পারি, তবে আর এ গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। এই বলিয়া বহুদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক বারাণসী নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় মণিকর্ণিকার পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া শুনিতে পাইলেন, তপঃপ্রভাব সম্পন্ন ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী চন্দ্রমৌলি নামক এক উপাধ্যায় সেই নগরে বাস করেন। তখন কমলাকর কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে শিষ্যবর্গ পরিবৃত দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক অভিবাদন করতঃ সবিশেষ আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রমৌলি কমলাকরের সবিশেষ পরিচয় জানিয়া তাঁহার অধ্যয়নের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পুরাকালে গুরুর শুশ্রূষা করিলে সম্যক বিদ্যালাভ হইত; সুতরাং কমলাকরও ছাত্রত্ব গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট গুরু-শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অধ্যাপক চন্দ্রমৌলি যখন যাহা আদেশ করিতেন, কমলাকর তাহা প্রাণপণে পালন করিতে যত্নবান্ হইতেন। ক্রমে কমলাকর অন্যান্য শিষ্যগণের অপেক্ষা গুরুর অত্যধিক স্নেহভাজন হইলেন। এইরূপে বহু দিবস

অতিবাহিত হইল, একদা গুরু কমলাকরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি বহুকাল আমার আলয়ে বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, তোমার উপযুক্ত শিক্ষালাভ হইয়াছে ; অতঃপর তুমি স্বদেশে গমন করিতে পার। তখন কমলাকর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, গুরো! আমি আসিবার দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী হইতে না পারি, তবে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। তাহা শুনিয়া গুরু বলিলেন, "বৎস! তোমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আমি যৎ-পরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম। তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই" এই বলিয়া চন্দ্রমৌলি সেই প্রিয় শিষ্যকে সিদ্ধ সারস্বত মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং বলিলেন, "বৎস! তুমি এবার সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ, আমি তোমাকে অমোঘ মন্ত্র প্রদান করিলাম ; যাহাতে দীক্ষিত হইলে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। বৎস! আমি গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, উপযুক্ত শিষ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও এই মন্ত্র প্রদান করিব না। তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য। একমাত্র তোমাকেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম। দেখ যেন প্রাণান্তেও ইহা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না।"

অনন্তর কমলাকর সারস্বত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক গুরুর পদধূলি গ্রহণকরতঃ তদীয় অনুমতিক্রমে সানন্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর পথিমধ্যে বিদিশানগরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি তথায় একদিবস অবস্থান করতঃ পরদিন প্রাতঃকালে

লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, "সেই নগরে নরমোহিনী নামে কোন এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী বাস করে। তাহার অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া বোধ হয়, যেন কোন শাপভ্রষ্টা অপ্সরা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার স্বয়ম্বরের জন্য চারিদিকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছে। সেই পত্র এইরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে "যে কেহ তেজস্বী পুরুষ একরাত্র নরমোহিনীর গৃহে অবস্থান করিবে সে পরদিবস তাহার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে পুরুষ সেই কামিনীর আলয়ে রাত্রিকালে অবস্থান করে, সে পুনরায় ফিরিয়া আসে না। কোথায় যায়! কে তাহাকে কিরূপ মন্ত্র কৌশলে অদৃশ্য করিয়া ফেলে! তাহা কেহই বলিতে পারে না। এইরূপে প্রত্যহ শত শত ভদ্রসন্তান পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হন এবং এতাদৃশ অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়া ফিরিয়া যান; যিনি নিতান্ত সাহসী হইয়া রাত্রে অবস্থান করেন, তিনি প্রাতঃকালে অন্তর্হিত হন। নগরবাসী কেহই এ পর্য্যন্ত এতাদৃশ ভৌতিক ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। এই দেশের রাজা নরেন্দ্রসেন এই ঘটনার গূঢ়রহস্য অবগতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।"

কমলাকর এতাদৃশ অদ্ভুত স্বয়ম্বরের কথা শুনিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই নগরী পরিত্যাগ করিলেন। পরদিবস সন্ধ্যাকালে জন্মভূমি উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে স্বীয়ভবনে প্রবেশ করিয়া পরমারাধ্য জনক জননীর চরণ

বন্দনা করতঃ স্বকীয় বিদ্যালাভের সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বহুকালের পর পুত্র উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আনন্দের সীমা রহিল না। পরদিন প্রাতঃকালে রাজভবনে এই সংবাদ প্রেরিত হইল। তৎক্ষণাৎ রাজা কমলাকরকে লইয়া যাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর কমলাকর সানন্দে রাজভবনে উপনীত হইয়া রাজাকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করতঃ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাজা পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি আমাদের কুল পুরোহিত ত্রিবিক্রম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সন্তান। ইহাঁর নাম কমলাকর; ইনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহুদিন বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন ইহাঁর পরীক্ষার ভার আপনাদের উপর ন্যস্ত হইল।" তৎপরে রাজার আদেশে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কমলাকরকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কমলাকর অনায়াসেই তাঁহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর মহামহোপধ্যায় পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যারত্ন" উপাধি দ্বারা বিভূষিত করিলেন। রাজা পুরোহিতের পুত্র "বিদ্যারত্ন" হইলেন দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। সভাস্থ সকলেই কমলাকরের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সেই দিন এইরূপেই সভাভঙ্গ হইল।

পরদিবস রাজা ও বয়স্য একত্র বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কমলাকর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা

কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বহুকাল বিদেশে বাস করিয়াছিলেন। কোথায় কিরূপ নূতন দৃশ্য অবলোকন করিয়াছেন? কিরূপ বিস্ময়কর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছেন? তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন।" তখন কমলাকর রাজার নিকট বিদিশানগরীর নরমোহিনীর স্বয়ম্বরের বিষয় বর্ণন করিলেন। রাজা তাদৃশ স্বয়ম্বরবার্ত্তা শ্রবণে চমৎকৃত হইলেন। বয়স্য বলিলেন, "মহারাজ! সে কিরূপ স্ত্রী? রাক্ষসী না মানবী? বোধ হয়, কোন মন্ত্র বলে মনুষ্যকে অদৃশ্য করিয়া দেয়। যাহা হউক একবার সেই স্বয়ম্বরক্ষেত্রে গমন করিয়া এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করা উচিত।"

রাজা বয়স্যের বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন না, তিনি বলিলেন, "সখে! তুমি কি আমার সহিত তথায় যাইতে ইচ্ছা কর? বয়স্য বলিলেন, মহারাজ! আদেশ করিলে অবশ্য যাইব। অনন্তর রাজা, বয়স্য ও কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া বিদিশানগরীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরীর অধিবাসিগণ যেরূপ আনন্দিত হইল, নরমোহিনীর স্বয়ম্বরস্থলে গমন করিতেছেন শুনিয়া ততোধিক দুঃখিত হইল। সকলেই নিষেধ করিতে লাগিল, মহারাজ! স্বয়ম্বরস্থলে গমন করিবেন না। তথায় উপস্থিত হইলেই আপনার অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বয়স্য ও কমলাকরকে নিকটবর্ত্তী কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিত করাইয়া স্বয়ং অসিমাত্র সম্বল করিয়া সায়ংকালে নরমোহিনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। নরমোহিনী ভক্তিপূর্ব্বক রাজার

অভ্যর্থনা করিল। রাজা তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া ভাবিলেন, "এই স্ত্রী দেবী না মানবী! সচরাচর মানবীর এতাদৃশ রূপলাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।" অনন্তর নরমোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভামিনি! এই নগরে এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষ তোমার ভবনে রাত্রিকালে অবস্থান করে তাহাকে আর পরদিন প্রভাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি? তখন নরমোহিনী রাজার নিকট সত্য ঘটনা অস্বীকার করিল।

সে বলিল, "মহারাজ! এই জনপ্রবাদ সম্পূর্ণ অমূলক। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে অদ্য আমার ভবনে অবস্থান করুন।" রাজা নরমোহিনীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ঘটনার সত্যতা অবগতির জন্য অবস্থান করিলেন। ক্রমে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে নরমোহিনী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রাজা গুপ্তভাবে ঘটনা পরিদর্শনের জন্য লুক্কায়িত আছেন, এমন সময়ে ভীষণাকৃতি এক রাক্ষস গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক মন্দ মন্দ পদ সঞ্চালনে নরমোহিনীর শয়নাগারে প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল, নরমোহিনী একাকিনী নিদ্রিতা রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পরিশেষে সে হতাশ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময়ে রাজা খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিলেন। নিশাচর ঘোরতর চীৎকার করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার চীৎকারে নরমোহিনীর

নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া রাক্ষসকে নিহত দেখিয়া সানন্দমনে রাজাকে বলিল, "মহাত্মন্! আপনার অনুগ্রহে আমি অদ্য হইতে ভয়শূন্য হইলাম। এই রাক্ষস প্রত্যহই আমার আবাসে আসিয়া যে পুরুষকে দেখিতে পাইত তাহারই প্রাণ সংহার করিত। এতাবৎকাল কেহই ইহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। এই নিশাচর প্রত্যহই আমাকে বলিত, "যে দিন তুমি আমার আগমন সংবাদ অপরের নিকট প্রকাশ করিবে, সেই দিনই আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।" আমি সেই ভয়েই প্রথমতঃ আপনার নিকট প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়াছিলাম। আপনি ক্ষমাশীল, আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

পরস্পরের এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ এবম্বিধ অচিন্তনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দলে দলে নরমোহিনীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। ক্রমে তথায় বিপুল জনতা হইল। সকলেই সমস্বরে রাজাকে বলিল, "মহাত্মন্! আপনি নরমাংসলোলুপ নিশাচরের প্রাণ সংহার করিয়া এই নগরে প্রকৃষ্ট শান্তি স্থাপন করিলেন। এই নগরবাসিগণ চিরদিনই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।"

অনন্তর রাজা সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বয়স্য ও কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া যেমন উজ্জয়িনী মুখে যাত্রা করিবেন অমনি নরমোহিনী মাল্যচন্দন লইয়া রাজার পদ ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! আপনি আমার অভয়দাতা, অতএব

অদ্যাবধি আমি আপনার চরণে আত্মসমর্পণ করিব। আমাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়া আমার জীবন সার্থক করুন। তখন রাজা কহিলেন, "বরবর্ণিনি! যদি আমার বাক্য পালন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্বগুণাকর এই কমলাকরকে পতিত্বে বরণ করিয়া ইহাঁর সহগামিনী হও।" নরমোহিনী রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কমলাকরের গলে বরমাল্য প্রদান করিল। কমলাকর নর মোহিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা বয়স্য, কমলাকর ও নরমোহিনীকে সঙ্গে লইয়া স্বায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, "রাজন্! যদি আপনি এতাদৃশ সাহসী ও সংযমী হইতে পারেন তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।" রাজা পূর্ব্ববৎ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

অনন্তর ভোজরাজ নিরুত্তর হইলে অপর এক পুত্তলিকা সবিনয়ে নিবেদন করিল, রাজন্! বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব-কালে একদা উজ্জয়িনীর মধ্যে এইরূপ জনরব হইল "অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা মরীচি নামে এক তাপস নগরের বহির্ভাগে শ্মশানে যোগসাধন করিতেছেন। তাঁহার এতাদৃশী দৈবশক্তি যে তিনি প্রার্থনামাত্র যোগবলে সকলের অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে পারেন। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার আশ্রমে যাতায়াত করিতেছে। তিনি স্বয়ং সাধারণের সহিত কথোপকথন করেন না। তাঁহার অনেক সুযোগ্য শিষ্য আছেন, তাঁহারা সমাগত লোকের অভিপ্রায় বুঝিয়া সঙ্কেতে গুরুর নিকট প্রকাশ করেন, গুরু তদনুসারে তাহাদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন।"

ক্রমে এই সংবাদ সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হইল। তিনি শ্রবণমাত্র বলিলেন "এতাদৃশ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তপস্বী আমার রাজ্যে কতদিন হইল আগমন করিয়াছেন? আমি এতাবৎকাল এবিষয় বিন্দুমাত্র অবগত নহি। যাহা হউক সময়ান্তরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সফল মনোরথ হইব।"

এইরূপে কয়েক দিবস অতীত হইলে একদা রাজা প্রধান অমাত্যকে সঙ্গে করিয়া সেই তাপসের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন; অপরাপর অনেক দর্শকবৃন্দও তাঁহার অনুসরণ করিল। রাজা নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে এক নিবিড়

অরণ্য দেখিতে পাইলেন। স্থানীয় অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা প্রত্যুত্তর করিল "তপস্বী এই অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী শ্মশানে বাস করিতেছেন।" তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া রাজা ও তদীয় অনুচরগণ সেই নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই সম্মুখে এক শ্মশান দেখিতে পাইলেন। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া শ্মশানের নিকটবর্ত্তী তপস্বীর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রাজা ও তদীয় অনুচরবর্গ বিনীত বেশে তপস্বীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ শিষ্যবর্গের সহিত আলাপ করিলেন। শিষ্যগণের বিনীত ভাব ও সদাচার দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাদের নিকট অবগত হইয়া তপস্বীর অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তপস্বী যোগাসন ত্যাগ করিয়া শিষ্যবর্গের নিকট গমন করিলেন। সেই অবকাশে রাজা জটাজূট বিরাজিত তাপসাগ্রণীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া সবিশেষ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাপস গুরুগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন "রাজন! আপনার শুভাগমনে আমার আশ্রম ভয়শূন্য হইল। আমি বহুকাল আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ভবাদৃশ পুণ্যশীল নৃপতির শুভাগমন কাহার না বাঞ্ছনীয়?

রাজা বলিলেন "মহাত্মন্! অদ্য আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার বহুদিনের আশা চরিতার্থ হইল। আপনি দৈবশক্তিসম্পন্ন; অতএব মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের একমাত্র আশ্রয়। আপনার অলৌকিক দৈববলে সকলেই মুগ্ধ

হইয়া ভূয়সী প্রসংশা করিতেছেন। অদ্য আমি আপনার পবিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে শুভাশীর্ব্বাদদানে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

অনন্তর তপস্বী যোগবলে মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, "রাজন্! আপনার কোন বিষয়ের অভাব নাই; তথাপি দৈব সুপ্রসন্ন করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা বিধেয়। রাজা বলিলেন,"ভবাদৃশ মহাত্মার অনুগ্রহ থাকিলে দৈবায়ত্ত বিপদের সম্ভাবনা হইতে পারে না।" তখন তপস্বী বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার মঙ্গল কামনায় আগামী ত্রয়োদশী তিথিতে যজ্ঞানুষ্ঠান করিব অভিলাষ করিয়াছি। অতএব আপনি উক্ত দিবসে সায়ংকালে সামান্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার আশ্রমে উপস্থিত হইবেন। সেই রাত্রে সংযতচিত্ত হইয়া আমার আশ্রমে আপনাকে থাকিতে হইবে। রাজা "আদেশ শিরোধার্য্য" বলিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় অনুমতিক্রমে স্বীয় রাজভবনে আগমন করিলেন।

ক্রমে সেই নির্দ্দিষ্ট ত্রয়োদশী তিথি উপস্থিত হইল। তখন তাপসের আদেশ রাজার স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্মশানে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন তপস্বী সায়ংকাল সমাগত দেখিয়া সুযোগ্য শিষ্যবর্গ দ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণ করিতে যত্নবান্ হইতেছেন। রাজা ও তদীয় অনুচরবর্গ তপস্বীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তদীয় আজ্ঞানুসারে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

ক্রমে রজনীর অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইলে মরীচি শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্ব্বক রাজার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনায় যথাবিধি যজ্ঞের সংকল্প করতঃ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহার শিষ্যবর্গও নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজা যজ্ঞকুণ্ডের একপার্শ্বে কুশাসনে অবহিতচিত্ত হইয়া উপবেশন করিলেন। তদীয় অনুচরবর্গ সামান্য ফল মূল আহার করিয়া শিষ্যবর্গের আবাসেই রাত্রি যাপন করিলেন। ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন মরীচির মন্ত্রবলে যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল। কেবল পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। তখন প্রায় রজনীর তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। মরীচির শিষ্যবর্গ ও রাজার অনুচরবর্গ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক্‌ নিস্তব্ধ। আশ্রমের মধ্যে তাপস ও রাজা ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর সমাগম নাই। এমন সময়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া তাপসের হস্তে একটি দিব্য ফল প্রদান করিলেন। সেই দৈব পুরুষের জ্যোতিতে সমস্ত আশ্রম আলোকিত হইল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী সহসা যেন পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইল। বোধ হইল যেন নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ একত্রিত হইয়া আশ্রমের মধ্যে পতিত হইতেছে। সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ-প্রভাবে রাজার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই আলোক ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইল। রাজা নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পুনরায় সেই অন্ধকার। সেই

অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী। সেই নির্জ্জন মহারণ্য। সেই নিস্তব্ধ শ্মশান। তিনি স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই যথার্থ তত্ত্ববোধে সমর্থ হইলেন না। সেই অলৌকিক জ্যোতি কোথা হইতে আসিল? কে তাহাকে কিরূপ মন্ত্রবলে আনাইল? ক্ষণকাল মধ্যেই বা কোথায় তিরোহিত হইল? তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি যেন সমুদয় ব্যাপার ঐন্দ্রজালিক ঘটনাবলীর ন্যায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তখনও পূর্ণাহুতি সমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং তাপসকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার মনের কথা মনেই রহিল। তিনি কেবল চিত্রার্পিতের ন্যায় যজ্ঞকুণ্ডের একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে মরীচি পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া বহ্নির বিসর্জ্জন দিয়া যজ্ঞাসন ত্যাগ করিলেন।

ক্ষণকাল পরেই রজনী প্রভাত হইল; দিবাকর স্বীয় কিরণ জাল বিস্তার পূর্ব্বক নৈশ তমোরাশি দূরীভূত করিয়া সুসুপ্ত প্রাণিগণকে জাগরিত করিলেন। মরীচির শিষ্যগণ একে একে গুরুর নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। রাজার অনুচরবর্গও প্রাতঃকাল সমাগত জানিয়া শয্যাত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আগমন করিল।

ক্রমে সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। রাজা সত্বর প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া তাপসের আদেশানুসারে যথাপ্রাপ্ত বন্যফল ভক্ষণ করতঃ রাত্রিজাগরণ-শ্রম অপনোদন করিলেন। দিবা দ্বিতীয় দণ্ড অতীত হইলে মরীচি রাজাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজন্! আমি আপনার

সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছি। আপনার যজ্ঞ সুফল হইয়াছে। কল্য নিশীথে আপনি যে জ্যোতিষ্মতী প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, তিনিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া এই দৈব ফলটী আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। এই ফলের মাহাত্ম্য এই যে, ইহা ভক্ষণ করিলে মর্ত্ত্যবাসী জরাশূন্য হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যৌবনাবস্থাই তাহার চিরসঙ্গিনী হয়। এমন কি মুমূর্ষুও যদি এই ফল ভক্ষণ করে, তবে সে পূর্ব্ববৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে গমন করুন। সস্ত্রীক এই ফল ভক্ষণ করিলে জরাশূন্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ চিরসুখে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবেন।

রাজা তাপসদত্ত ফল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ তদীয় অনুমতিক্রমে অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন সময়ে পথিমধ্যে দেখিলেন এক বৃদ্ধা স্ত্রী একটী অল্পবয়স্ক রোরুদ্যমান সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। বালকটীর শরীর অত্যন্ত রুগ্ন, বোধ হয় যেন দীর্ঘকাল কোন সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সেই বালকটীকে দেখিয়া রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইল ; তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গকে অগ্রসর হইতে বলিয়া স্বয়ং সেই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সহসা অলৌকিকরূপসম্পন্ন পুরুষকে তথায় উপবেশন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ শঙ্কিতা হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে এবং কি জন্যই বা একাকিনী এই

শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে? রাজার এতাদৃশ সদয়বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধার শোক দ্বিগুণিত হইল। সে রাজার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা তাহাকে বহুবিধ সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার দুঃখাপনোদন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তুমি আমার নিকট সবিশেষ আত্মপরিচয় প্রদান কর।" তখন বৃদ্ধার শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। সে ক্রোড়স্থ শিশুকে পর্ণশয্যায় শায়িত করিয়া বাষ্পগদ্‌গদ স্বরে বলিল, "মহাশয়! এই উজ্জয়িনী নগরী আমার জন্মস্থান। এই নগরই আমার স্বামীর বাসস্থান। অল্পদিন হইল আমার স্বামী পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই একমাত্র সন্তানই আমার সম্বল। আমি এতই অভাগিনী যে আমার পিতৃকুলে কেহই নাই, ভর্ত্তৃকুলেও নিরাশ্রয়া হইয়াছি। তথাপি এই অল্পবয়স্ক শিশুর মুখাবলোকন করিয়া এতাবৎকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। আজ কয়েক মাস হইল এই প্রাণাধিক শিশু সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। জ্ঞাতিবর্গ সহায় হইয়া এতাবৎকাল চিকিৎসা করাইয়াছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র রোগের উপশম না হওয়ায় চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়াছেন। প্রতিদিন শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; বোধ হয় আমি আর অধিক দিন বৎসের মুখকমল অবলোকন করিতে পাইব না। সকলেই আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া একবাক্যে আমায় সান্ত্বনা করিতেছেন। আমি এতাদৃশ নিদারুণ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া গতকল্য রাত্রিকালে রুগ্ন সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া

একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছি এবং এই বৃক্ষ মূলেই আত্মহত্যা করিয়া সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা উপশম করিব স্থির করিয়াছি।'' এই বলিয়া বৃদ্ধা পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বৃদ্ধার এতাদৃশ করুণ বচনে রাজার অন্তঃকরণ দয়ার্দ্র হইল। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত বালকটীকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন তাপস আমাকে অদ্য যে ফলটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা ভক্ষণ করিলে মুমূর্ষুও নবজীবন লাভ করিতে পারে। যদি তপস্বীর বাক্য যথার্থ হয়, তবে এই বালকই এই ফল গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। পক্ষান্তরে, যদি আমি এই বালককে মুমূর্ষু দেখিয়াও এই ফল প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে পরকালে নরকেও স্থান পাইব না। এই ভাবিয়া সেই দিব্যফল বৃদ্ধার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! আমার বিশ্বাস তোমার মুমূর্ষু পুত্র এই দৈবফল ভক্ষণ করিলে রোগ মুক্ত হইবে।" রাজার এই বাক্যে বৃদ্ধার প্রাণবায়ু সঞ্চারিত হইল। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে সেই ফলটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বালকের মুখে ধরিয়া দিল। বালক সেই সুস্বাদু ফল খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অলৌকিক দৈববলে তৎক্ষণাৎ সেই মুমূর্ষু বালক মৃত্যুশয্যা ত্যাগ করিয়া মাতৃস্তন পান করিতে উদ্যত হইল। তাহার শরীরের কমনীয় কান্তি যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন বৃদ্ধা মৃতপ্রায় পুত্রের নবজীবন লাভে আনন্দে অধীরা হইয়া বারম্বার

তাহার মুখ চুম্বন করিল এবং রাজার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল।

রাজা বৃদ্ধা ও তাহার শিশু পুত্রটীকে তাহাদের নিজগৃহে রাখিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ প্রদান করতঃ অনুচরবর্গের সহিত স্বীয় রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর পুত্তলিকা ভোজরাজকে বলিল, মহারাজ! ইহাকেই বলে নিঃস্বার্থ পরোপকার। যিনি এতাদৃশ পরোপকার করণে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত দয়ালু পুরুষ। এতাদৃশ পুরুষই এই দেবদুর্লভ সিংহাসনে আরোহণ করিবার যোগ্য পাত্র। ঙ

তদনন্তর একাদশ পুত্তলিকা বলিল, রাজন্! প্রকৃতিরঞ্জক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বসুখে কালাতিপাত করিত। তিনি নিরাশ্রের আশ্রয় এবং শোকার্ত্তের শোকাপনোদক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে খল, তস্কর, পাপকার্য্যনিরত ব্যক্তি প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইত না। দুষ্টের দমনরূপ রাজ্যশাসনের সুদৃঢ় নীতি সামরসানুসিক্ত হইয়া রাজ্যমধ্যে যুগপৎ তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং ক্ষমাশীলতার পরিচয় প্রদান করিত। অধিকন্তু তিনি ছদ্মবেশে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করিয়া আভ্যন্তরীণ অভাব সকল অবধারণপূর্ব্বক তাহাদের প্রতিবিধান কল্পে যত্নবান্ হইতেন।

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাভবনে রাজসচিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি রাজ্যের যথাযথ কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাপন করুন। রাজ্যের কোন অংশ ত দস্যু কর্ত্তৃক

পীড়িত হয় নাই? দুষ্ট রাক্ষস কিংবা পররাজ্য-লোলুপ কোন অরাতি কোনও প্রদেশকে অধিবাসি-বিহীন করে নাই ত? অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা কোনও দেশ দুর্ভিক্ষপীড়িত হয় নাই ত? মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! আপনার প্রবল প্রতাপে রাজ্যের কোন বিভাগই দস্যু, রাক্ষস বা অমিত্ররাজ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয় নাই। আপনার অসামান্য পুণ্যবলে প্রজাগণ দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে জানে না। পুরাণ-প্রথিত রাম রাজ্যের ন্যায় আপনার রাজ্যে চিরশান্তি বিরাজমানা।

অনন্তর সভাভঙ্গ হইলে মহারাজ বিরামকক্ষে গমন করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, রাজকর্ম্মচারি মাত্রেই আপাত-রম্য ঘটনা দর্শনে রাজ্যের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, অথবা আমার কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিবার মানসে "মাব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" বচনের সার্থকতার সহিত সর্ব্বদাই প্রশংসাবাদ করে। অতএব আমি গোপনে প্রত্যেক রন্ধ্র অনুসন্ধান করিব। দেখিব, কোথাও কোন অভাব আছে কিনা? প্রজার চক্ষের এক বিন্দু অশ্রুপাত বজ্রাঘাত অপেক্ষাও অসহনীয়।

এইরূপ সংকল্প করিয়া একদা অপরাহ্নে অসিমাত্র অবলম্বন করতঃ ছদ্মবেশে রাজপুরী হইতে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিলেন, প্রশস্ত রাজপথ উভয় পার্শ্বে কোলাহল পরিপূরিত বিপণিরাজি পরিশোভিত হইয়া রাজনগরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। সর্ব্বত্রই মনোহর দৃশ্য। যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই নগরীর শান্তিময় ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত

হইল। তিনি বুঝিলেন, নগরীর মধ্যে জরা, ব্যাধি, রোগ, শোক, তাপ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির লেশমাত্র নাই। প্রতি গৃহেই আনন্দধ্বনি শ্রবণে বোধ হইল, যেন প্রজাবৃন্দ শান্তি-দেবীর কোমল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

ক্রমে সায়ংকাল সমাগত হইল। কমলিনী-নায়ক স্বীয় দৈনন্দিন পরিভ্রমণের সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সাময়িক-পর্য্যটনের আপাতত বিরামের জন্য অস্তাচলের শিখরদেশে গমনোন্মুখ হইলেন। পক্ষিকুল কুলায়-পরিত্যক্ত বৃদ্ধ পিতা মাতা ও শিশু শাবকদিগের দর্শনাভিলাষে অধীর হইয়া কলরব করিতে করিতে স্বকুলায়াভিমুখে ছুটিতে লাগিল। মৃদুমন্দ-গতি পবন ঈষদান্দোলনে কুমুদিনীকে জাগরিতা করিয়া তাহার কর্ণকুহরে শশধরের শুভাগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। ধরাদেবী সমস্ত দিবস গ্রীষ্মাতপে তাপিতা হইয়া সান্ধ্য সমীরণে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতে লাগিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রজনী সমাগতপ্রায় দেখিয়া অদূরে লোকালয়ের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইলেন। দৈবযোগে লোকালয়ের পরিবর্ত্তে সম্মুখে নিবিড় অরণ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বীর পুরুষোচিত সাহসে বদ্ধপরিকর হইয়া সেই অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা ভীমদর্শন ভূত, প্রেত, পিশাচগণ বিকট দশন বিস্তার করিয়া অট্টহাস্যে বনস্থলী কম্পিত করিতেছে। কখনও বা বন্য হস্তিদল যূথপতির অনুগমন করতঃ

সম্মুখবর্ত্তী জন্তুকে পদদলিত করিতেছে। রাজা বনভূমির এতাদৃশ ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিয়া ভীত হইলেন না। তিনি রাত্রি যাপনের জন্য একটী সুবৃহৎ বনস্পতির কাণ্ডদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ঘটনাক্রমে সেই বৃক্ষের শাখায় চিরঞ্জীব নামক এক পক্ষী পুত্র পৌত্রাদির সহিত বাস করিত। চিরঞ্জীবের খাদ্যাহরণের সামর্থ্য ছিল না। তাহার প্রত্যেক পুত্র, পৌত্র তাহাকে এক একটা ফল প্রদান করিত। তদ্দারাই তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তদীয় পুত্র পৌত্রগণ সায়ংকালে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত যথাক্রমে বর্ণন করিত। চিরঞ্জীব ও তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণে আনন্দিত হইত। উক্ত দিবসে চিরঞ্জীব প্রাত্যহিক প্রথানুসারে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেককে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে কহিল। অনন্তর বৃদ্ধের আদেশানুসারে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। কিন্তু প্রিয়দর্শন নামক একটী পক্ষী মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। চিরঞ্জীব তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহাকে মৌন দেখিয়া চিরঞ্জীব বলিল, "বৎস! তুমি আজ বিষণ্ণ হইয়াছ কেন? কোন অরাতি কি তোমার উপর শত্রুতাচরণ করিয়াছে? সত্বর তুমি তোমার বিষাদের কারণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর কর। তোমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া আমার মন নিতান্ত কাতর হইতেছে। প্রত্যহই তুমি প্রথমে নিজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে। আজ এরূপ হইয়াছ কেন?

বৃদ্ধ চিরঞ্জীবের এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রিয়দর্শন বিষণ্ণভাবে প্রত্যুত্তর করিল, তাত! কোন শত্রুই আমার উপর অত্যাচার করে নাই। আমি প্রত্যহ যেরূপ খাদ্যাদি আহরণ করিতাম, অদ্য সেইরূপই আহরণ করিয়াছি। আমার বিষাদের কারণ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বজন্মে আমি শৈবালঘোষ পর্ব্বতের সন্নিকটে পলাশনগরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তথায় দ্বিজবংশজাত শচীপতি শর্ম্মার সহিত বাল্য কাল হইতে আমার বন্ধুত্ব ছিল। দণ্ডমাত্র উভয়ের অদর্শনে উভয়েই ব্যাকুল হইতাম। উভয়েই একত্র আহার বিহার ও শয়ন করিতাম। কিন্তু নিখিল তাপন কাল এতাদৃশ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সহ্য করিতে পারিল না। সে বন্ধু বিচ্ছেদ বা সময়াসময় জ্ঞান না করিয়া স্বীয়প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্নেহময় জনক জননীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া, অভিন্নহৃদয় সুহৃদকে বন্ধুবিচ্ছেদরূপ দুঃখানলে দগ্ধ করতঃ যৌবনের প্রথম অবস্থাতেই আমাকে সংসার হইতে অপসারিত করিল। তদনন্তর আমি স্বীয়কর্ম্ম দোষে তির্য্যক্ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিলাম। এইজন্মে আমি জাতিস্মর হইয়াছি। যদিও কাল আমার নশ্বর দেহ ধ্বংস করিয়া আমাকে বন্ধুবরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি অবিনশ্বর সনাতন আত্মা হইতে সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লোপ করিতে পারে নাই। সেই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের আকর্ষণে অদ্যাবধি প্রত্যহ আহার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমি পলাশনগর দিয়া প্রত্যাগমন করি এবং ব্রাহ্মণের সুখে দুঃখে সম-

ভাবাপন্ন হইয়া থাকি। কিন্তু অদ্য সেই সুহৃদ্বরের দুঃখে সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়াছি।"

চিরঞ্জীব বলিল, "বৎস! এমন কি ভীষণ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? আমাদিগের দ্বারা তাহার কি প্রতিবিধান হইতে পারে না?"

প্রিয়দর্শন বলিল, তাহার দুঃখাপনোদন করা মানব জাতিরও সাধ্যাতীত। আমাদিগের ত কথাই নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিল, জগতে চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই, যদিও আমরা তির্য্যক্ জাতি তথাপি বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রাহ্মণের দুঃখাপনোদনের চেষ্টা করিব। তুমি সত্বর দুঃখের কারণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় দূর কর।

চিরঞ্জীবের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া প্রিয়দর্শন বলিল, কয়েক বৎসর হইল শৈবাল ঘোষ পর্ব্বতে বকনামক এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আসিয়া বাস করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে সে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে উপস্থিত হইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইত তাহাকেই সংহার করিত; এইরূপে প্রত্যহ উৎপীড়িত হইয়া তত্রত্য অধিবাসিগণ পরামর্শ করতঃ তাহাকে বলিল, "মহাত্মন্! আপনি এরূপ ভাবে কেন আমাদিগকে নির্যাতন করিতেছেন? যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা প্রত্যহ আপনার নিকট এক একটী মনুষ্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিব।"

অনন্তর রাক্ষস এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে গ্রামবাসীরা পর্য্যায়ক্রমে তাহাকে এক একটী মনুষ্য আহার্য্য স্বরূপ প্রেরণ করিত। অদ্য আমার বন্ধু শচীপতির পর্য্যায় উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু তাহার সংসারে কেবল স্ত্রী ও একটী মাত্র শিশু পুত্র; আর কেহই নাই। সুতরাং কাহাকে রাখিয়া কাহাকে প্রেরণ করে। যদি স্বয়ং গমন করে তবে অভিভাবক বিহনে সংসার বিশৃঙ্খল হইবে। যদি স্ত্রীকে প্রেরণ করে, তবে সংসার আশ্রম শূন্য হইবে। যদি শিশু পুত্রকে প্রেরণ করে তবে পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ড লোপ হইবে। এই জন্য সকলে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। আমি মিত্রের এতাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি। পরমেশ্বর আমার বন্ধুকে এরূপ বিপন্ন করিয়াছেন যে তাহার আর উদ্ধারের পন্থা নাই। এই বলিয়া প্রিয়দর্শন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

শাকুনিক ভাষা তত্ত্ববিৎ বিক্রমাদিত্য পক্ষিগণের এবম্বিধ আলাপ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন, আহা! কি অপূর্ব্ব ঐশ্বরিক মহিমা! তির্য্যক্ জাতির মধ্যেও এতাদৃশ সহানুভূতি বিদ্যমান আছে। ইহারাও বন্ধুর সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখ অনুভব করে। মনুষ্যের মধ্যে যাহারা মিত্রের বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ না করে, তাহারা তির্য্যক্জাতি অপেক্ষাও অধম। ঘোর নরকেও তাহাদের স্থান লাভ হওয়া দুষ্কর। তদনন্তর স্থির করিলেন, আমি এক্ষণে শচীপতির আলয়ে গমন করিব এবং তাহাকে রাক্ষসের নিকট যাইতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইব। আমি এজীবনে শত শত রাক্ষসের জীবন সংহার করিয়াছি। যদ্যপি এই বকরাক্ষসের নিকট আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়, তাহাও সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর। তথাপি ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষায় যথাসাধ্য সহায়তা

করিতে শিথিলযত্ন হইব না। এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করতঃ পলাশনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বহুদূর অতিক্রম করিয়া শচীপতির ভবনে উপস্থিত হইলেন। তখনও তাহার গৃহে ক্রন্দন কোলাহল নিবৃত্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করতঃ বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, এক্ষণে আমি কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছি ; প্রিয়ে ! দেখ, যদি পুত্রকে পরিত্যাগ করি তবে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়। যদি তোমাকে প্রেরণ করি তবে গৃহলক্ষ্মীর অভাবে সংসার শ্রীভ্রষ্ট হইবে। আর যদি স্বয়ং রাক্ষসের নিকট গমন করি, তবে অভিভাবকের অভাবে তোমরা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে।

ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "নাথ ! আপনি কি নিমিত্ত সাধারণের ন্যায় শোক প্রকাশ করিতেছেন, যাহা অবশ্যম্ভাবী তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, বিপদ্ উপস্থিত হইলে ভার্য্যা বা পুত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিবে। কারণ, কি ভার্য্যা, কি পুত্র সমস্তই আপনার সুখের নিমিত্ত, অতএব এ বিপদে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আপনি এই সংসারের কর্ত্তা, আপনি জীবিত থাকিলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইতে পারিবেন। অতএব আমিই রাক্ষস সমীপে গমন করিব।"

অনন্তর শিশু সন্তান পিতা ও মাতার এতাদৃশ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "আপনাদের কাহাকেও তথায়

গমন করিতে হইবে না। আমি জীবিত থাকিতে আপনাদের বিপদে আমিই ধাবিত হইব। যে পুত্র পিতামাতার দুঃখ নাশ করিতে না পারে, তাহার জন্ম বৃথা। জীবন ক্ষণ স্থায়ী, জরাজীর্ণ হইয়া মরণ অপেক্ষা কার্য্যানুরোধে প্রাণত্যাগ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। অতএব আমিই অদ্য রাক্ষসের ভক্ষ্য হইব।"

বালকের মুখনিঃসৃত এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেন। রাজা এতাবৎ কাল অন্তরালে থাকিয়া ইহাঁদের সমুদয় বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময়বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন, "বিপ্রবর! আপনাদের দুঃখ কাহিণী শ্রবণ করিয়াছি। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। আমি আপনাদের দুঃখনাশ করিব। আপনাদের মধ্যে কাহাকেও তথায় যাইতে হইবে না। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্র! আপনি অতিথি, প্রাণপণে অতিথির সৎকার করা উচিত। আমি আপনাকে কিরূপে রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করিব। বরং আমি স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে রাক্ষসের নিকট গমন করিব তথাপি আপনাকে তাহার সমীপে প্রেরণ করিব না।

অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে সানুনয়ে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বিপ্রবর! আমার জন্য আপনি শঙ্কিত হইবেন না। আমাকেই রাক্ষসের নিকট প্রেরণ করুন। দুষ্ট রাক্ষস কখনই আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমি শত শত নিশাচরের প্রাণ সংহার করিয়াছি। অদ্য নিশ্চয়ই এই খড়গাঘাতে সেই দুষ্ট নিশাচরকে শমন ভবনে প্রেরণ করিব। অতএব আপনি

ইহাতে কোনও প্রতিবাদ করিবেন না। আমি স্বেচ্ছায় গমন করিতেছি। ইহাতে আপনার বিন্দুমাত্রও পাপের সঞ্চার হইবে না।

ব্রাহ্মণ রাজার এতাদৃশ সাহস ও পরোপকার সাধনে ঐকান্তিক ইচ্ছা দেখিয়া ভার্য্যা সমভিব্যহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নরপতি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ ও পদধূলি গ্রহণ করতঃ হৃষ্টমনে রাক্ষসের আবাসে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে শৈবালঘোষ পর্ব্বত নিকটবর্ত্তী হইলে রাজা তাহাতে অধিরোহণ করিয়া রাক্ষসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রাক্ষসের আবাস ও তৎপার্শ্বে বধ্যশিলা তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তিনি বধ্যশিলার চতুঃপার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রাশি রাশি নরকঙ্কালে পর্ব্বতের গহ্বর সকল পরিপূরিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "বধ্যশিলে! তুমি আমার সন্তান সদৃশ শত শত প্রজার রক্তে কলুষিত হইয়াছ, অদ্য রাজরক্তে অথবা রাক্ষস রক্তে পরিশোধিত হইও।" এই বলিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া সেই বধ্যশিলার উপরিভাগে উপবেশন করতঃ ইষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে নররক্তলোলুপ নিশাচর স্বীয় ঘ্রাণশক্তি বলে মনুষ্যের সমাগম উপলব্ধি করিয়া শনৈঃ শনৈঃ নিজ গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া বধ্যশিলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনন্তর বধ্যশিলার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, এক তেজস্বী

পুরুষ খড়গপাণি হইয়া তথায় ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে রাক্ষস সাতিশয় বিস্মিত হইল। সে বধ্যশিলায় এ পর্য্যন্ত জীবিত মনুষ্য দর্শন করে নাই। সেই শিলার এরূপ অসাধারণ শক্তি যে তাহাতে মনুষ্য উপবেশন করিলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আজ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সমাধি নিরত মহাপুরুষের চরণতলে নিপতিত হইল এবং বলিল, "মহানুভব! আপনি দেব না যক্ষ? গন্ধর্ব্ব না কিন্নর? আমাকে বধ করিবার জন্য ভগবান্ আপনাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্যাবধি দ্বিসহস্র বৎসর কাল আমি পৃথিবীর নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এরূপ সৌম্যমূর্ত্তি অবলোকন করি নাই। নিশ্চয়ই আপনি মহাপুরুষ; আপনি ক্রুদ্ধ হইলে আমার পরিত্রাণ নাই। আমি আপনার চরণতলে পতিত হইয়া সাহ্লনয়ে প্রাণভিক্ষা করিতেছি; প্রত্যুপকারে আপনি যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিবেন তাহা প্রদান করিব।

মহারাজ বলিলেন, "নিশাচর, তুমি যখন স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিতেছ, তখন অবধ্য, প্রত্যুপকারে আমি অপর কিছু কামনা করি না। অদ্য হইতে তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও, যেন আর নরমাংসে উদর পূর্ত্তি করিবে না।"

নিশাচর রাজার বাক্যে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "মহাত্মন্! অদ্য আপনার শুভাগমনে শৈবালঘোষ পর্ব্বত পবিত্র হইল। আমিও আপনার পবিত্র চরণ স্পর্শে মুক্তাত্মা হইলাম। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন সকলেই আপনার

কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে" এই বলিয়া রাক্ষস উত্তরাস্য হইয়া হিমালয়ের দিকে প্রস্থান করিল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যও ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশা না করিয়াই সেই রাত্রে উজ্জয়িনীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হে ভোজরাজ! যদ্যপি আপনি এরূপ প্রজাবৎসল ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী হইতে পারেন, তবে এই মণিমাণিক্যাদি-খচিত রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করুন।

দশম পরিচ্ছেদ।

তৎপর দিবস ভোজরাজ অন্য পুত্তলিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি পুত্তলিকে! তোমাদের মুখে আদর্শ পুরুষ বিক্রমাদিত্যের বারংবার গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। অদ্য তুমি ও সেই গুণিগণাগ্রগণ্য পুণ্যশীল বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।

তদনন্তর পুত্তলিকা রাজার মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, হে রাজন্! ইহাই আপনার উপযুক্ত বাক্য; কারণ গুণগ্রাহী সজ্জনেরাই গুণিগণের আদর করিয়া থাকেন। আমি অদ্য আপনার সন্নিধানে রাজা বিক্রমাদিত্যের অপূর্ব্ব গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে ভদ্রসেন নামক এক সমৃদ্ধিশালী বণিক্ বাস করিতেন। তিনি অনবরত পরিশ্রম ও নানাবিধ বাণিজ্য দ্বারা অত্যল্প কালের মধ্যে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিত্তোপার্জ্জনই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি এতাদৃশ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন যে স্বীয় সুখ-সম্ভোগের জন্য কদাপি স্বহস্তে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতেন না। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে তিনি পীড়িত হইলেন; তাঁহার একমাত্র পুত্র পুরন্দর পিতার এইরূপ কঠিন পীড়া দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কালের গতি অপ্রতিহত। তিনি উত্তরোত্তর চরম দশায় উপনীত হইতে লাগিলেন এবং দুই

একদিনের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য অর্থোপার্জ্জন ভুলিয়া স্বীয় পরিবার বর্গকে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করতঃ ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তাঁহার একমাত্র বংশধর পুরন্দর সমস্ত পৈত্রিক ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার অনুরূপ পুত্র হইতে পারিলেন না। তাঁহার সঞ্চিত বিপুল অর্থ রাশির অসদ্ব্যয় আরম্ভ করিলেন। দানাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাঁহার অর্থ ব্যয়িত হইল না। তিনি স্বীয় বিলাসিতার জন্যই অকাতরে অতুল সম্পদ্ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। পুরন্দরকে এইরূপে অজস্র অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া ধনদ নামক তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার পিতার সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি অযথা ব্যয় করিলে কতদিন চলিবে! অতিব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়। যাহাহউক এক্ষণে তুমি সতর্ক হও, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা কর; আর অযথা ব্যয় করিয়া নিজের উন্নতিপথ কণ্টকিত করিও না। আরও বিবেচনা কর এই সংসার অতীব বিভীষিকাময়। কখন কে কিরূপ বিপদে পতিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করা মানবের সাধ্য নহে। মনুষ্যেরা পদে পদে বিপন্ন হইয়া দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। অর্থই সেই সমস্ত বিপত্তি নাশের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। অর্থ ব্যতিরেকে ইহ জগতে সংসারী লোক কখনও সুখী হইতে পারে না। অর্থ না থাকিলে বল, বুদ্ধি, সহায়, সমস্তই বিফল। যেমন কৃষ্ণ পক্ষের অন্ধকারময়ী রজনীতে অসংখ্য নক্ষত্র উদিত হইলেও

চন্দ্রমা ব্যতিরেকে জগৎ আলোকিত হয় না, সেইরূপ অসামান্য গুণ এবং সহায় সত্ত্বেও অর্থশূন্য মানব সর্ব্বদা হতপ্রভ হইয়া থাকে। এইজন্য মহাজনেরা বলেন "দারিদ্র্যদোষো গুণ রাশি-নাশী" তুমি আমার পরম সুহৃদ্, আমি সর্ব্বদাই তোমার উন্নতি কামনা করিয়া থাকি, সম্প্রতি তুমি আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর, তাহা হইলে নিজের এবং পরিবার বর্গের ভাবী উন্নতি পথ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

পুরন্দর তদীয় মিত্র ধনদ বণিকের মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, "মিত্র! আমি তোমার বাক্যার্থ উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম। কারণ যদিও অর্থ সমস্ত সুখের মূল, কিন্তু তাহা ব্যয়িত না হইয়া চিরকাল ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিলে কিরূপে সুখানুভব হইতে পারে? আর তাদৃশ অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যই বা কি? অতএব মিত্র! আমাকে এবিষয়ে অনুরোধ করা নিষ্প্রয়োজন। আমি আমার লক্ষ্যপথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না।

পরস্পরের এইরূপ কথোপকথনে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল। পরিশেষে পুরন্দরের মিত্র হতাশ হইয়া স্বীয় ভবনে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন "পুরন্দর আমার বাল্যবন্ধু। আমি তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া সদুপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, সে আমার উপদেশ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া আমার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিল। আমার বোধ হয় সম্প্রতি তাহার ভাগ্যদোষে বুদ্ধি ভ্রংশ ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে আমার বাক্য কখনও অন্যথা করিত না বা আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার

করিতে পারিত না। যাহা হউক তাহার অসদ্ব্যবহারে আমি তাদৃশ দুঃখিত নহি। তাহার পরিবারিক জীবনের বিষয় চিন্তা করিয়াই আমি দুঃখিত হইতেছি। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় তাহার সদ্‌বিবেকের উদয় হইলেই ভবিষ্যৎ জীবন সুখকর হইতে পারে।

ক্রমশঃ পুরন্দরের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। কয়েক দিবসের পর সে একেবারেই নিঃস্ব হইল। তখন ভাগ্যহীন পুরন্দর সকলের নিকট ঘৃণার পাত্র হইল। ইহাই জগতের নিয়ম। যখন যাহার আর্থিক উন্নতি হয়, তখন অসংখ্য বন্ধুবর্গ তাহার নিকটে আসিয়া স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নানাবিধ প্রলোভন বাক্য প্রয়োগ করতঃ তাহাকে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু দৈবদোষে তাহার আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ হীন হইলেই প্রভাত কালীন নক্ষত্রাবলীর ন্যায় সকলেই আত্মগোপন করিয়া লুপ্তপ্রায় হইয়া যান।

ক্রমে পুরন্দর নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া অকূল বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরিশেষে আত্মীয়গণের নিকট সবিশেষ লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইলেন। একদা সায়ংকালে পুরন্দর স্বীয় প্রাসাদসংলগ্ন সুরম্য উপবনে উপবেশন করতঃ স্বকীয় দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাবস্থা যতই তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল ততই তাঁহাকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য বিহীন দৃষ্টি তাঁহাকে অন্ধবৎ করিয়া তুলিল। তখন তাঁহার হৃদয়ে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হইল। তিনি

ক্ষণকাল অচেতন প্রায় হইয়া রহিলেন। প্রায় দুই দণ্ডকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইলে পুনরায় দৈন্যদশা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল; এবার তাঁহার সংসার বাসনা যেন একেবারেই তিরোহিত হইল। তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইবেন সংকল্প করিলেন। অনন্তর পরদিবস অতি প্রত্যূষেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করিয়া মনে মনে অভীষ্ট দেবের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহু জনপদ অতিক্রম করিয়া নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক একদা অপরাহ্ণে শৈলরাজ হিমালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুরন্দর যদিও বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন তথাপি এতাদৃশ শান্তিপ্রদ মনোমুগ্ধকর স্থান আর কুত্রাপি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তিনি দেখিলেন নানাবিধ অপূর্ব্ব-ব্রততিপরিবেষ্ঠিত বনস্পতিগণ উন্নতশিখরে অভ্যুচ্চ-পর্ব্বতগাত্রে পথিকবৃন্দের পথভ্রান্তি দূর করিবার মানসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জলধর-রাজি যেন মেখলার ন্যায় হিমাচলের নিতম্বদেশ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতে অস্তগমনোম্মুখ অংশুমালির কিরণ-রাশি পতিত হওয়াতে নানাবিধ বিচিত্র বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ সুমধুর তানে পথিকবৃন্দের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে। মৃগকুল সানন্দমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কলকল স্বনে নিম্নে পতিত হইয়া যেন জগতের পাপরাশি পরিধৌত করিবার মানসে নানা জনপদ অতিক্রম করতঃ নিয়ত প্রবাহিত হইতেছেন। যোগিগণ নির্জ্জনে

পর্ব্বতকন্দরে সমাসীন হইয়া পরমারাধ্য পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। ফলতঃ এরূপ শান্তিময় স্থান পৃথিবীতে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

পুরন্দর এতাদৃশ আনন্দজনক স্থান অবলোকন করিয়া স্বীয় পথশ্রান্তি দূর করিবার মানসে পর্ব্বতমূলে উপবেশন করিলেন। সমীরণ পার্ব্বতীর সুগন্ধি পুষ্পসমূহের সুবাস আহরণ করিয়া মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হওয়াতে বোধ হইল যেন অতিথি-প্রিয় নগরাজ চামর ব্যজন করিয়া পান্থ পুরন্দরের ক্লান্তি অপনোদন করিতেছেন।

এইরূপে পুরন্দর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিলে পুনরায় চিন্তাদেবী আসিয়া তাঁহার হৃদয়কন্দর অধিকার করিলেন। অতীত ঘটনাবলী স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় তিনি ভাবিলেন, হায়! এ জগতে দরিদ্রতা কি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ! যিনি দরিদ্র, সংসারে কেহই তাঁহার সহায় হয় না। তিনি সর্ব্বগুণের আকর হইলেও অতিহীন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। হায়! আমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় পিতৃসঞ্চিত প্রভূত অর্থরাশি অযথা ব্যয় করিয়া সম্প্রতি অকূল বিষাদ সাগরে ভাসমান হইতেছি। আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুবর ধনদ বণিক্ আসিয়া কতই সদুপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার সদুপদেশের সারমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিলাসিতায় উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছি। অধুনা তজ্জন্য অনুতাপা-নলে দগ্ধ হইতেছি। আত্মীয়স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের

বেশে দেশ-দেশান্তরে পর্য্যটন করিতেছি। তথাপি ক্ষণকালও শান্তিদেবীর কোমলক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিতে পারিতেছি না।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসান হইল। দিনমণি অস্তাচলের শিখর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া পুরন্দর রাত্রি যাপনের জন্য হিমাচল ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের অনুসন্ধানে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুদূর পরিশ্রম করিয়া যাইতে হইল না। অদূরেই এক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করায় তাঁহার আশা সফল হইল। তিনি সেই গৃহস্থের যথোচিত অতিথিসৎকারে পরিতুষ্ট হইয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে রজনীর সহচরী নিদ্রাদেবীর কৃপায় সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু স্থানপরিবর্ত্তনের জন্যই হউক অথবা অনবরত বিষম চিন্তার নিমিত্তই হউক পুরন্দরের চক্ষে নিদ্রা স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেই রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল।

সেই নিশীথে এক রমণীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আর্ত্তনাদ শুনিয়া বোধ হইল যেন নিকটবর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে কোন স্ত্রী দস্যু-নিপীড়িতা হইয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করতঃ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। পুরন্দর একে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন, তাহার উপর এতাদৃশ বিস্ময়কর ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে অসমর্থ হইয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রাতঃকাল সমাগত দেখিয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"গত রাত্রে একটী রমণীর আর্ত্তনাদ আপনাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কি? নগরবাসিগণ প্রত্যুত্তর করিলেন, কেবল গত রাত্রে কেন, বহুদিন হইল এতাদৃশ আর্ত্তনাদ প্রত্যহ আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা কারণ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই নাই। ঐ আর্ত্তনাদ কোথা হইতে উত্থিত হয় এবং কোথায় বা বিলীন হয় তাহার অনুসন্ধানে বহুবিধ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছি। আপনি বিদেশী, এরূপ ঘটনা আপনার পক্ষে বিস্ময়কর হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে নূতন নহে।"

নগরবাসিগণের বাক্যে পুরন্দরের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। তিনি মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া সেই দিবসেই নগরান্তরে গমন করিলেন।

অনন্তর পুরন্দর নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বহুকাল পরে স্বীয় জন্মভূমি উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তিনি রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রাজার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাজা আদ্যোপান্ত পুরন্দরের অবস্থা অবগত হইয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "পুরন্দর! এই সংসার এতাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল যে চিরদিন কাহারও অবস্থা সমান থাকে না। আজ যিনি অতুল প্রতাপান্বিত রাজছত্রে সুশোভিত ভূপতি, তিনিই আবার পরদিন দীনহীন ভিক্ষুক। আজ যিনি মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য অপরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান,

তিনিই আবার পরদিন সুধাধবলিত রাজভবনে অবস্থান করতঃ অসংখ্য দীনহীন দরিদ্রকে অকাতরে রাশি রাশি সুখভোজ্য অন্নাদি বিতরণ করিতেছেন। অতএব আর্থিক অবনতির জন্য আত্মগ্লানি করা বিধেয় নহে। যাহা হউক তুমি আমার ভবনে কতিপয় দিবস অবস্থান কর, তৎপরে আবশ্যক হইলে স্থানান্তরে গমন করিও।”

পুরন্দর রাজবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা রাজা কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পুরন্দর! তুমি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছ, কোথাও কোন অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন করিয়াছ কি?” পুরন্দর রাজার বাক্য শুনিয়া তাঁহার নিকট হিমাচল নিকটবর্ত্তী নগরের মধ্যে নিশীথে রমণীর আর্ত্তনাদের বিষয় বর্ণন করিলেন।

রাজা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুরন্দরের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী একটী শিবালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সেই দিবস অতিবাহিত হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় পূর্ব্ববৎ কামিনীর কণ্ঠস্বর রাজা ও পুরন্দরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অনুসন্ধানের জন্য নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে সম্মুখে এক নিবিড় অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন একটী স্বচ্ছ-সলিল জলাশয় চন্দ্রকিরণে প্রতিভাসিত হইতেছে। তাহার

পাহাড়ে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ বহুশত শাখাবাহু বিস্তার পূর্ব্বক পান্থগণের অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান আছে। সেই প্রাচীন বনস্পতির মূলদেশে এক মলিন বসনা যুবতী রোদন করিতেছে।” রাজাকে দেখিয়া সেই রমণী রোদন সম্বরণ করিল। সে যেন বহুদিনের অভীষ্ট বস্তু লাভ করিল।

রাজা সেই ক্রন্দনশীলা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে? কিজন্যই বা একাকীনী নিশীথে বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ?” তখন রমণী প্রত্যুত্তর করিল, “মহাত্মন্! এই নিকটবর্ত্তী নগরেই আমার বাসস্থান ছিল, আমি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, আমার নাম বিলাসবতী। আমার স্বামী কামদেবের ন্যায় সুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অভক্তি দেখাইতাম। তাঁহার কথায় অবাধ্য হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতাম। তদীয় আদেশ প্রতিপালনে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া নিজের মতে কার্য্য করিতাম। অবশেষে আমার স্বামী অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া মৃত্যুকালে আমাকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, ‘মূঢ়ে! তুমি আমাকে চিরজীবন সন্তাপিত করিয়াছ, এই পাপে পরজন্মে তুমি ভূতযোনি প্রাপ্ত হইবে। দিবাভাগে তোমার বায়বীয় শরীর হইবে এবং রাত্রিকালে তুমি কুৎসিতা যুবতির আকৃতি ধারণ করিবে। তখন বেণুবনবাসী যক্ষ তোমায় নির্য্যাতন করিবে। তুমি প্রত্যহ অসহ্য যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকিবে। কেহই তোমার সহায় হইবে না অথবা সহায় হইলেও

প্রতীকার করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, তোমার ও যক্ষের আকৃতি সাধারণ মানব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা, তুমি তাহাকে আজীবন যেরূপ যন্ত্রণা দিয়াছ, তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমাকে এতাদৃশ দুর্দ্দশাভোগ করিতে হইবে।”

স্বামীর এইরূপ নিদারুণবাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তদীয় চরণকমলে লুণ্ঠিতা হইলাম এবং সেই বিষম শাপের অবসান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, দুষ্টাচারে! যদি কখনও পরোপকারী মহাপুরুষ বিক্রমাদিত্য তোমার নিকট উপস্থিত হন এবং তুমি তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া এই অভিশাপের বিষয় বর্ণন করিতে পার, তবে তিনিই তোমার এই অভিশাপ মোচনের উপায় নির্দ্দিষ্ট করিবেন। তাঁহারই কৃপায় তুমি শাপমুক্তা হইয়া চিরসুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে। অধিকন্তু জন্মান্তরে তুমি এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াও অতীত ঘটনা বিস্মৃত হইবে না।”

এই বলিয়া সেই পুণ্যশীল স্বামী ইহধাম পরিত্যাগ করতঃ পরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের কিছুকাল পরে আমার মৃত্যু হয় তৎপরে তদীয় বাক্যানুসারে আমি এতাবৎকাল নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতেছি। স্বামিদেবের অনুগ্রহে পূর্ব্বজন্মের সমুদয় ঘটনা এখন আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে এবং অপানি সেইই মহাপুরুষ ‘বিক্রমাদিত্য’ ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। অদ্য আমি আপনার শ্রীচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে যেরূপে

আমার শাপের বিমোচন হয়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক নির্ণয় করুন।”

রাজা যুবতীর মুখে এতাদৃশ জন্মান্তরীণ অভিশাপ ও তাহার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তাহাকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন, “সুন্দরি! পূর্ব্বজন্মে তুমি নিজদোষেই স্বামীর বিরক্তিভাজন হইয়াছ। ভক্তিপূর্ব্বক স্বামীসেবাই পতিব্রতার একমাত্র ধর্ম্ম। তুমি তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছ। সেইজন্য তোমায় এরূপ নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিতে হইতেছে। এক্ষণে উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর। এই অরণ্যের নিকটবর্ত্তী নগরে একটী প্রতিষ্ঠিত শিবালয় আছে। তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া জাগ্রত স্বয়ম্ভূর নিকট অষ্টাহকাল সংযতচিত্তে অনশনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর। হৃদয়ে শঙ্কর ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তা করিও না। যাহাতে সত্বর তুমি শাপমুক্ত হইয়া দিব্য-শরীর লাভ করিতে পার তাহা অনবরতঃ কায়িক ও মানসিক প্রার্থনা কর। আমিও তোমার শাপাবসানের জন্য ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করের অর্চ্চনা করিব। তিনি যত দিন প্রসন্ন না হন, ততদিন আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব। তিনি আশুতোষ অবশ্যই আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।”

রাজার এই বাক্য শুনিয়া যুবতির মুখকমল প্রফুল্ল হইল। অন্তঃকরণে শান্তিরসের আবির্ভাব হইল। সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া মৃদুপদবিক্ষেপে মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় রাজার অনুগমন করিতে লাগিল। ক্রমে রাজা ও বিলাসবতী শিবালয়ে উপস্থিত

হইলেন। এদিকে রাত্রিও প্রভাত হইল। এমন সময়ে যুবতী রাজাকে সম্বোধন করিয়া “বলিল, মহারাজ! রজনী প্রভাত হইয়া আসিতেছে, দিবাভাগে আমার এতাদৃশ শরীর থাকিবে না; আমি বায়বীয় শরীর ধারণ করিব। পুনরায় রজনীর সমাগমে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। সম্প্রীত আমি বিদায় লইয়া চলিলাম।”

রাজা তাহাকে বিদায় দিয়া সেই শিব মন্দিরে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন। অনন্তর একমনে সঙ্কল্প করিয়া মহাদেবের আরাধনায় উপবিষ্ট হইলেন। অভিশপ্তা বিলাসবতী প্রত্যহ রাত্রিকালে শিবালয়ে উপস্থিত হইত এবং তথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে যথাস্থানে গমন করিত। এইরূপে অষ্টাহ কাল অতিবাহিত হইলে সহসা রাত্রিশেষে আকাশবাণী হইল, “ভক্তপ্রবর! তোমার আরাধনা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার দৃঢ়সংকল্প ও ভক্তি দেখিয়া আমি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পুণ্যবলে অদ্যই বিলাসবতীর শাপের অবসান হইল। সে সশরীরে পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক অমরপুরে গমন করিবে এবং অচিরেই স্বামীর চরণ দর্শন করিয়া স্বামী সহবাসে বহুকাল পরম সুখে স্বর্গবাস করিবে। এক্ষণে তুমি স্বগৃহে গমন কর।”

আকাশবাণী শ্রবণে রাজা অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন বিলাসবতী দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্ববৎ তাহার মলিন বেশ নাই। মুখমণ্ডলের লাবণ্যছটা পূর্ণচন্দ্রমার জ্যোস্নালোকের ন্যায় উত্তরোত্তর উদ্ভাসিত

হইতেছে। যেন বিলাসবতী সে বিলাসবতী নাই। এখন অলৌকিক লাবণ্যবতী মনোহারিণী প্রতিমার ন্যায় স্বীয় অপরূপ রূপশ্রী বিস্তারপূর্ব্বক দেবালয় আলোকিত করিতেছে। তাহার অনুপম মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয় যেন সুরবালা শাপভ্রষ্টা হইয়া মর্ত্ত্যভূমিতে আগমন করিয়াছেন। রাজা সহসা বিলাসবতীর এতাদৃশ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অসাধারণ দৈববাণীর ফল প্রত্যক্ষ করিয়া দৈব-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিলাসবতী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মৃদুস্বরে রাজাকে বলিল, "মহাত্মন্! আপনার অনুগ্রহে আমি শাপমুক্তা হইয়া দিব্যশরীর লাভ করিয়াছি। আমার জন্মান্তরের পাপরাশি বিধ্বস্ত হইয়াছে। আপনার উপকারের অণুমাত্র প্রত্যুপকার করিতে আমার সামর্থ্য নাই। আপনি রাজাধিরাজ হইয়া আমার জন্য যাদৃশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যজীবনের কল্পনাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নিঃস্বার্থ-পরোপকারে জগতে চিরদিন আপনার পুণ্যস্মৃতি অক্ষয় থাকিবে, কল্পান্তেও বিলীন হইবে না।"

তাহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সম্মুখে এক অপূর্ব্ব পুষ্পরথ উপস্থিত হইল। সারথির ইঙ্গিতে বিলাসবতী রথে আরোহণ করিলেন। সুদক্ষ সারথি রথ চালনা করিতে লাগিল। রাজা অনিমেষনয়নে সেই পুষ্পবিমান অবলোকন করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে সেই লাবণ্যময়ী প্রতিমা অদৃশ্যা হইল।

ক্ষণকালের মধ্যেই সেই আলোকময় দেবায়তন যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। রাজা পূর্ব্বাপর সমুদয় প্রত্যক্ষ করিলেন।

ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। বণিক্ পুরন্দরও রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন। রাজা উক্ত বণিকের সহিত স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

হে রাজন্! যদি আপনি এতাদৃশ ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য গুণের পরিচয় প্রদান করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন, তবে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

এই বলিয়া পুত্তলিকা নীরব হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তর অপর এক পুত্তলিকা বিনয়নম্রবচনে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিতে লাগিল। বলিল, "মহারাজ! একদা রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে সমাসীন হইয়া প্রধান অমাত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'মন্ত্রিপ্রবর! আমি অতি শীঘ্র তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে পৃথিবীপর্য্যটন করিতে বহির্গত হইব। সম্ভবতঃ এবার আমি অল্পদিনের মধ্যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে পারিব না। নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া তীর্থমাহাত্ম্য অবগত হইতে বিলম্ব হইবে। অতএব কিছুদিনের জন্য রাজ্য শাসনের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল।' মন্ত্রী 'মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য' বলিয়া গমন করিলে রাজা নবরত্ন সভায় জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিতপ্রবর! আমি অতি সত্বর তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইব ইচ্ছা করিয়াছি; আপনি একটী শুভলগ্ন নির্ণয় করিয়া দিন। জ্যোতিষশাস্ত্রে আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি। সমগ্র জগতে জ্যোতির্ব্বিদ্যায় আপনার সমকক্ষ কেহই নাই। আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সমুদয় শুভাশুভ আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত দিন নির্ণয় করুন।

জ্যোতিষশাস্ত্রে মহারাজের আস্থা ছিল। জ্যোতিষে পারদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট সবিশেষ সম্মান পাইতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে সামান্য অধিকার আছে বলিলেই

তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। সাধারণ বিকৃতমস্তিষ্ক তার্কিকগণের ন্যায় তিনি বৃথা বাগ্-বিতণ্ডায় সফল জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে অপদার্থ ভাবিয়া ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে আরব্ধ হইত এবং তদনুসারে তাহার ফলও শুভদায়ক হইত। তিনি শুভ কার্য্য করিবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ব্বিদ বরাহের সহিত পরামর্শ করিতেন। সেইজন্য নবরত্ন সভায় বরাহের এতদূর সম্মান। এতাদৃশ প্রতিপত্তি।

বরাহ ক্ষণকাল একাগ্রমনে চিন্তা করিতে করিতে গণনা করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আগামী মঙ্গলবার যাত্রার প্রশস্ত দিন। এই দিনে সমস্ত শুভযোগ একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। রাত্রিশেষেই আপনাকে যাত্রা করিতে হইবে। ঊষাকাল যাত্রার প্রশস্ত সময়। শুভ মাহেন্দ্রক্ষণেই আপনার যাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়াছি। আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সময় অবগত করাইয়া দিব। পলমাত্রও ইতস্তত হইবে না।'

এইরূপে সেই দিবস সভাভঙ্গ হইল। সকলেই স্বস্ব স্থানে গমন করিলেন। রাজাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ক্রমে মঙ্গলবার উপস্থিত হইল। রাজা মঙ্গলের ঊষায় তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করিবেন শুনিয়া অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। সকলেই মহারাজের সমাদরে তুষ্ট হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করতঃ স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসান হইল। দিবাকর যেন মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করতঃ অস্তাচলের শিখরদেশ আশ্রয় করিলেন। পরক্ষণেই নিশাপতি অবসর বুঝিয়া মহারাজের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল করিবার মানসে অমৃতময় কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক গগনমণ্ডলে বিরাজিত হইলেন। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে জগৎ আলোকিত হইল। কুমুদিনীর হৃদয় উৎফুল্ল হইল। সরোবর সমূহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নৈশ সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রান্ত পান্থগণের শ্রমাপনোদন করিতে লাগিল। রাত্রিচর বিহঙ্গমগণ কৌমুদীর আলোকে পুলকিত হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ নৈশভোজন সমাপনপূর্ব্বক শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ হইল।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ বরাহ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত্যনুসারে সেই দিবস রাজবাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রাতঃকাল সমাগত হইতে না হইতেই মহারাজকে জাগরিত করিয়া বলিলেন, 'রাজন্! প্রাতঃকাল সমাগতপ্রায়; পূর্ব্বদিক্ অরুণ বর্ণ হইয়াছে। পক্ষিকুল স্বীয় কুলায়ে বসিয়া শ্রুতি-সুখকর গান করিতেছে। শীতরশ্মির কিরণ সঙ্কুচিত হইয়াছে। তারকাবলি হীনপ্রভ হইয়া একে একে লুপ্তপ্রায় হইতেছে। শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ আর অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে।'

রাজা বরাহের বাক্যানুসারে শয্যাত্যাগ করিলেন। অনন্তর সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক অনুচরবর্গ সমভিব্যাবহারে রাজপুরী হইতে

বহির্গত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই সমুদয় যানবাহন সজ্জিত ছিল। সুতরাং যথাসময়ে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না। শুভক্ষণে শুভলগ্নে যাত্রা হইল। পৌর ও জানপদবর্গ মাঙ্গলিক বাদ্য ও আনন্দধ্বনি করতঃ রাজার অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। সৈন্যগণ হাস্যবদনে প্রফুল্লচিত্তে জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রথমার্গের অনুসরণ করিল।

তখন দিনমণি গগনে উদিত হইয়াছেন। সূর্য্যালোকে দশদিক্ আলোকিত হইয়াছে। সকলেই অল্প বিস্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতেছেন। রাজা বহুদূর গমন করিয়া অদূরে একটী প্রশস্ত প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। তখন মধ্যাহ্নকাল। ভগবান্ ভাস্কর গগনের মধ্যস্থলে বিরাজিত হইয়া প্রখর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক চরাচর জীবকূলকে সন্তাপিত করিতেছেন। রাজা তাহা দেখিয়া সারথিকে বলিলেন, ‘সারথে! রথরশ্মি সংযত কর। অশ্বগণ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছে। অনুচরবর্গের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তাহারা আর অগ্রসর হইতে অক্ষম। অতএব অদ্য এই প্রান্তরের একদেশে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিব।”

তাহাই হইল। রাজার আদেশে সারথি রথরশ্মি সংযত করিল। অনুচরবর্গের যত্নে সত্বর শিবির নির্ম্মিত হইল। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে পরমসুখে সেই শিবিরে সেই দিবস অতিবাহিত করিলেন।

বিক্রমাদিত্য শিবিরে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া পরদিন প্রভাতে কত শত সামন্ত ও সামন্তেশ্বর নরপতিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে নানাবিধ উপঢৌকনের সহিত শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অনন্তর রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। সারথি দ্রুতবেগে রথ চালনা করিল। তুরঙ্গমগণ বায়ুবেগে ধাবিত হইল। ক্রমে বহুবিধ নদ, নদী, বন, উপবন, পর্ব্বত, প্রান্তর তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। চারিদিকে বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল।

সুদূর মার্গ অতিক্রম করিয়া রাজা সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সূত! আমরা উজ্জয়িনী ছাড়িয়া কতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি?' সারথি প্রত্যুত্তর করিল, 'রাজন্! আমরা উজ্জয়িনী হইতে বহুদূরে উপস্থিত হইয়াছি। অন্ততঃ পঞ্চ শত ক্রোশের অধিক হইবে। অদূরেই বারাণসী নগরী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। সামান্য পথ অতিক্রম করিলেই আমরা তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিব।' সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, 'সূত! বারাণসী অতি পবিত্র তীর্থস্থান। তাহা সাক্ষাৎ শঙ্করের আবাসভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্নপূর্ণার প্রসাদে তত্রত্য অধিবাসিগণের কোনও বিষয়ের অভাব থাকে না।

তাহারা সুখে দুঃখে সম্পদে ও বিপদে শঙ্কর ও শঙ্করীর আরাধনা করিয়া পরমানন্দে দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হইয়া থাকে। অতএব আমরা কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া শরীর ও মন পবিত্র করিব। তুমি দ্রুতবেগে রথ চালনা কর, যাহাতে আমরা অতি শীঘ্র বারাণসীধামে পোঁছিতে পারি।'

অনন্তর সারথি রাজার আদেশানুসারে দ্রুতবেগে রথ চালনা করায় তাঁহারা শীঘ্র বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন। রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন 'সত্বর ভাগীরথী-তীরে শিবির স্থাপন কর।'

আহা! বারাণসীধামের কি মাহাত্ম্য! তথায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহাদের মনঃপ্রাণ পুলকিত হইল। দেখিলেন, কাহারও অশান্তির লেশমাত্র নাই। তথাকার অধিবাসিগণের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহারা দুঃখ কাহাকে বলে জানে না। সকলেই আনন্দে অধীর হইয়া বিশ্বেশ্বরের নামোচ্চারণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। কায়মনোবাক্যে দেবাধিদেব মহাদেবের আরাধনাই তাহাদের নিত্যকৃত্য। অনেকেই ভাগীরথীর তীরে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শঙ্করের উপাসনা করিতেছে। স্থানে স্থানে যজ্ঞীয় ধূমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। কত শত বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আশ্রম নির্ম্মাণ করতঃ অধ্যাপনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কোথাও বা শিষ্যগণের বেদাধ্যয়ন কোলাহলে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণের শ্রুতিসুখকর কলরব কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইতেছে না।

রাজা বারাণসীর এতাদৃশ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। অনন্তর পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া অর্থিবৃন্দকে প্রভূত অর্থ বিতরণ করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সায়ংতন দেবারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। দেবালয় সমূহের বাদ্যধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত হইল। রাজা সায়ংকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক শিবির হইতে বহির্গত হইয়া মৃদুমন্দ সুগন্ধ নৈশসমীরণ সেবন করিতে করিতে পুনরায় ভাগিরথীর তীরে উপস্থিত হইলেন।

আহা কি মনোহর দৃশ্য! পূর্ণিমা রজনী। জ্যোৎস্নালোকে সমগ্র জগৎ পরিপ্লাবিত হইতেছে। যেই দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই বিমল জ্যোৎস্নাধারা প্রবাহিত। সেই বিমল কৌমুদী স্রোত স্রোতস্বতী ভাগীরথীর পবিত্রস্রোতে পতিত হইয়া যেন প্রকৃতি দেবীর পূর্ণলীলার পরিচয় দিতেছে। পুষ্পের সুমধুর সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে।

রাজা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া প্রসিদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে বিশ্রাম করিলেন। তথায় সৌন্দর্য্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্য যতই নয়নগোচর হইল, ততই তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী বসিয়া একাগ্রমনে প্রকৃতির অলৌকিক ঘটনাবলী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রজনীর দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। দশাশ্বমেধ

ঘাট একেবারেই জনশূন্য হইল। অধিকাংশ দেবায়তনের আলোকসমূহ নির্ব্বাপিত হইল।

এমন সময়ে দিগন্তব্যাপী নিদারুণ চীৎকার রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কে যেন অনতিদূরে চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—'আমায় রক্ষা কর।' রাজা সবিস্ময়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ভাবিলেন, কোন লোক হঠাৎ জলে পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিতেছে। পরিশেষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্রুতপদে দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে অপর ঘাটে ধাবিত হইলেন। যাইবার সময়েও সেইরূপ চীৎকার তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। শব্দের অনুসরণ করিয়া তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান শূন্য হইল। শ্বাস রুদ্ধ হইল এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। তিনি দেখিলেন, একটী মনুষ্য বারম্বার জলমধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে ও ডুবিয়া যাইতেছে। যখন ভাসিয়া উঠিতেছে তখন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে 'আমায় রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। একটী ভয়ঙ্কর দীর্ঘকায় কুম্ভীর তাহাকে আক্রমণ করিয়া গভীর জলে লইয়া যাইতেছে। চন্দ্রালোকে সেই মনুষ্যটীর কেবল মুখমাত্র লক্ষিত হইতেছে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া রাজার হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আর ভাবিবার অবসর পাইলেন না মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা না করিয়া সেই ভীষণ জলকল্লোলে বিশাল ভাগীরথীবক্ষে প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া ঝম্পপ্রদান করিলেন এবং সন্তরণ করিয়া

সেই প্লাবিত মনুষ্যকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অব্যবহিত পরেই সেই ভীষণাকৃতি কুম্ভীর রাজাকে আক্রমণ করিল। তাহার বিকট দশনাঘাতে রাজার কোমলাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। কিন্তু তথাপি তিনি পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি এক হস্তে সেই মৃতপ্রায় মনুষ্যকে দৃঢ়রূপে কক্ষে ধরিয়া অপর হস্তে কটিস্থিত শাণিত অসি নিষ্কাসন পূর্ব্বক কুম্ভীরের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্দ্দান্ত কুম্ভীর বিকট শব্দ করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার শোণিতপ্রবাহে ভাগীরথীর স্রোত লোহিতবর্ণ হইল। সহসা আকাশবাণী হইল, 'মহাত্মন্! বিক্রমাদিত্য! তুমি যে কার্য্য করিয়া গেলে, একের জীবন রক্ষার জন্য যে বীর্য্য ও যে মহত্ব দেখাইলে, জগতে যতদিন পুণ্যের গৌরব ও মহত্বের আদর থাকিবে, তত দিন জনসমাজ তোমার এতাদৃশ আত্মত্যাগের কথা বিস্মৃত হইবে না।"

অতঃপর রাজা সেই মুমূর্ষু মনুষ্যকে তীরে লইয়া দেখিলেন, তখনও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও অবশ হইয়া গিয়াছে। কেবল অল্প অল্প শ্বাসবায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রয়হীনের পরমেশ্বর সহায় হন। দৈবযোগে ঠিক সেই সময়েই এক পথিক কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং এতাদৃশ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিয়া বহুবিধ শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। "আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি" পরমায়ু থাকিতে হঠাৎ কাহারও মৃত্যু হয় না। তাঁহাদের নানাবিধ শুশ্রূষায় মুমূর্ষু চক্ষু উন্মীলন করিল। দেখিল, সম্মুখে পুরুষদ্বয় উপবিষ্ট হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছে। ভাবিল,

ইহাঁরাই আমার জীবনদাতা। তৎক্ষণাৎ উভয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল। ক্ষণকালের পর সে উঠিয়া বসিল এবং সমুদয় আত্মপরিচয় প্রদান করিল। রাজা তাহার পরিচয় পাইয়া জানিতে পারিলেন তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ নিশীথে ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন। আজ দৈবাৎ এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

ক্রমশঃ তিনি সুস্থ হইলে রাজা তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে ব্রাহ্মণ সানন্দমনে রাজাকে পূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তদীয় শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর পুত্তলিকা বলিল, "রাজন্! যদি আপনি অপরের জীবনরক্ষার্থ স্বীয় জীবনকে এতাদৃশ বিপন্ন করিয়া আত্মত্যাগের জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখাইতে পারেন, তবে এই সিংহাসনে অধিরোহণ করুন। ভোজরাজ পুত্তলিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সেই দিবস সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে ভোজরাজ, সভায় সমাসীন হইয়া অপর একটী পুত্তলিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি পুত্তলিকে! তোমাদের মুখে রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের মুখনিঃসৃত অমৃতময় বাক্যসমূহ এতাদৃশ চিত্তাকর্ষক যে শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষ না হইলে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা যায় না। তোমাদের মধ্যে অনেকেই সম্রাটের নিঃস্বার্থ-পরোপকারিতা, বদান্যতা, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যাদি বর্ণন করিয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি সংক্ষেপে তাঁহার শৌর্য্যগুণ কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। আমি লোকমুখে শুনিয়াছি সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য বীরগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপম বীরত্বে, অসীম সমরকৌশলে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত

ভোজরাজের এবম্বিধ আগ্রহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পুত্তলিকা সাতিশয় উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, "রাজন্! ক্রমে চতুর্দ্দিকে জনরব হইল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বারাণসী ধামে অবস্থান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া দেশ বিদেশ হইতে লোকের সমাগম হইল। যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপ শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া শিবিরদ্বারে

উপস্থিত হইলেন। রাজা, মহারাজ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, সাধু, অসাধু সকলেই সুযোগ অনুসারে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। কিন্তু এরূপ জনতাস্রোতে কাহারও অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। সকলেই যথাযোগ্য সম্মান পাইলেন।

একদা রাজা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শিবিরে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! জনৈক ব্রহ্মর্ষি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আদেশ করিলে লইয়া আসি।' রাজা সহসা ব্রহ্মর্ষির আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, 'ত্বরায় তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।' প্রতীহারী তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষি সমভিব্যাহারে পুনরায় উপস্থিত হইল। রাজা সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রহ্মর্ষি "দীর্ঘায়ুরস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর তিনি আসনে উপবেশন করিলে রাজা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সবিনয়ে কহিতে লাগিলেন, 'ভগবন্! আজ আপনার পদার্পণে এ দাসের শিবির পবিত্র হইল। জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে আমি ভবাদৃশ মহাত্মার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আজ আমি আপনার শুভাগমনে যেরূপ আত্মাকে ধন্য মনে করিতেছি তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহে।' ব্রহ্মর্ষি ক্ষণকালের পর গুরুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'রাজন্! আপনি সসাগরা ধরার অধিপতি হইয়া অখণ্ডভূমণ্ডলে যেরূপ ঐকাধিপত্য বিস্তার

করিয়াছেন, ইদানীন্তন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। আপনার রাজ্যে প্রজাবর্গ পরম সুখে কালযাপন করিতেছে।' রাজা বলিলেন, 'মহাত্মন্! আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদই রাজ্যের উন্নতির প্রধান কারণ। আপনাদের ব্রহ্মতেজোবলে আমার প্রজাগণ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আতঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুলাভ ও কৃষিবাণিজ্যাদির অনুষ্ঠান করতঃ পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এক্ষণে দাসের প্রতি যদি কোন আদেশ করেন, তবে এ দাস প্রাণপণে তৎসাধনে যত্নবান্ হইবে।'

রাজার এতাদৃশ বিনয়নম্রবাক্য শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'মহারাজ! কয়েক দিবস হইল দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরগণ আমাদের তপোবনে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে। তজ্জন্য যাগাদি পুণ্যকর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি ত্রৈলোক্যের অভয়-দাতা ও বিপন্নের আশ্রয়। আপনি ভিন্ন কেহই সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরগণকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আপনি অল্পদিনের জন্য আমাদের আশ্রমে গমন করিয়া দুরন্ত রাক্ষসগণকে সংহার করেন, তবে যজ্ঞাদি পুন্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। বারাণসীর অনতিদূরে ভাগিরথী তীরে আমাদের তপোবন। তথায় গমন করিতে আপনার বিশেষ কষ্ট বোধ হইবে না।'

ব্রহ্মর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে রাজা সানুনয়ে প্রত্যুত্তর করিলেন, 'মহাত্মন্! আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য।

রাজ্যে যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইলেই প্রজাবর্গের মঙ্গল। আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদ থাকিলে আমি অল্পকালের মধ্যে অনায়াসেই দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরগণের বিনাশসাধন করিয়া তপোবনে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইব। আপনি আশ্রমে গমন করুন। আমি আগামী কল্য প্রাতঃকালে আপনাদের তপোবনে উপস্থিত হইব।'

ব্রহ্মর্ষি রাজার এবম্বিধ আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন-পূর্ব্বক অশ্বারোহণে মুনিগণের আশ্রমে গমন করিলেন। দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে ক্ষণকালের মধ্যেই তপোবন দৃষ্টিগোচর হইল। রাজা শান্তবেশে শান্তিপূর্ণ তপোবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে পাদপশ্রেণী ফলভরে অবনত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা পরিশ্রান্ত পান্থগণকে বিশ্রামার্থ আহ্বান করিতেছে। কোথাও বা নির্ম্মল সরোবর-সলিলে প্রফুল্ল কমলরাজির উপর মধুলোলুপ মধুব্রতসমূহ অনবরত গুন্ গুন্ রব করিয়া পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া মধুপান করিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ প্রস্ফুটিত কমলনিচয়ের সৌরভ বহনকরতঃ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। কোথাও বা মৃগকদম্ব শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর নির্ভয়ে বিচরণ করতঃ মুনিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। কোথাও বা সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিগণ পবিত্র কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া উদাত্তাদিস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন।

রাজা তপোবনের এতাদৃশ অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া ভাবিলেন, অহো! তপোবনের কি মাহাত্ম্য! যেই দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দিকেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই শান্তিপূর্ণ তপোবনে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয় শান্তি সলিলে আপ্লুত হইয়া যাইতেছে। অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব আনন্দরসের আবির্ভাব হইতেছে। আমার বোধ হয় এই স্থানে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী বিরাজিত আছেন। যাহাঁর প্রভাবে এখানে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৈরিভাবের লেশমাত্রও লক্ষিত হইতেছে না।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজা ব্রহ্মর্ষির নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মর্ষি রাজাকে দেখিয়া বিপুল হর্ষলাভ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দূরদর্শী ঋষিগণ রাজাকে তপোবনে সমাগত দেখিয়া পরমাহ্লাদে তাঁহার সম্মান করিলেন। রাজা ক্ষণকালের পর ব্রহ্মর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।' রাজার বাক্যানুসারে ঋষিগণ যাবতীয় দ্রব্যসমূহের আয়োজন করিয়া যথাবিধ যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞীয় ধূমে দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আহুতির গন্ধে সমগ্র আশ্রম আমোদিত হইল। যাজ্ঞিকগণ উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করায় চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। রাজা যজ্ঞের বিরাট্ আয়োজন দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রাক্ষসেরা জানিতে পারিয়া কোলাহল করতঃ দলে দলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরকুল ধুরন্ধর বিক্রমাদিত্য ভীষণাকৃতি বিকটনাদী কৃতান্তসহচরের ন্যায় নিশাচরগণকে দেখিয়া ভীত হইলেন না। তিনি তাহাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান

করিয়া নির্ভীক্ হৃদয়ে দণ্ডায়মানর হিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের দলপতি সম্মুখীন হইল। তাহার বিশাল বক্ষঃস্থল এবং পরিণত-তাল বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ আকৃতি দেখিয়া ঋষিগণ ভয়ে অধীর হইলেন। তাহার মস্তকের কেশসমূহ পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত। জঙ্ঘা পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত। চক্ষুঃদ্বয় বিস্তীর্ণ এবং পিঙ্গলবর্ণ। সে বহুকাল নরমাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া আসিতেছিল। অদ্য সে দূর হইতে রাজাকে দেখিয়া হৃষ্টপুষ্ট নরমাংসে পরম সুখে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে আশা সফল হইল না। সে প্রথমতঃ রাজাকে দেখিয়া ভীষণ অট্টহাস্য করিল। তাহার সেই অট্টহাস্যে সমগ্র আশ্রম কম্পিত হইতে লাগিল। তৎপরে ললাটে ভীষণ ভ্রুকুটী বদ্ধ করিয়া বারংবার স্বীয় ওষ্ঠ দংশন করতঃ বিস্ফারিত লোচনে ক্রোধভরে রাজাকে কহিল, 'তুই মনুষ্য হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিস্। তোকে এই দণ্ডেই যমালয়ে প্রেরণ করিব।' রাজা তাহা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন রাক্ষস ভীষণ গর্জ্জনে সমগ্র তপোবন কম্পিত করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার জন্য প্রলয়বেগে ধাবিত হইল। রাজা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

অনন্তর দুরাত্মা রাক্ষস যখন রাজাকে ভূতলশায়ী করিবার চেষ্টা করিল, তখন রাজা বামহস্ত দ্বারা তাহাকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রতঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই রাক্ষসাধিপতি শরজালে বিদ্ধ-কলেবর হইয়া বিকট আর্ত্তনাদ করতঃ ভূতলশায়ী হইল।

তাহার গগনভেদী ভয়ঙ্কর চীৎকারে আশ্রমের বনস্পতিসমূহও যেন ভয়ত্রস্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই রাক্ষস রুধিরবমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। এতাদৃশ লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া তাহার অনুচরবর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহারা কেহই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না। রাজার তীক্ষ্ণবাণে জর্জ্জরিত হইয়া কাহারও দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাহারও বা হস্ত, পদ, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিদীর্ণ হইল। কেহবা অর্দ্ধমৃত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ফলতঃ অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই তপোবন রাক্ষসগণের রুধিরস্রোতে প্লাবিত হইল।

অপরাপর নিশাচরগণ ইহা দেখিয়া কুলধ্বংস-ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তখন ঋষিগণের আনন্দের সীমা রহিল না। গগনে দুন্দুভিধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হইল। যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজার আগমন সময়ে ব্রহ্মর্ষি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'মহারাজ! আপনার বাহুবলে এই আশ্রম নিরুপদ্রব হইল। অদ্যাবধি আমরা নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিব। আপনি বহু পরিশ্রম করিয়া আমাদের উপকারার্থ এই তপোবনে আগমন করিয়াছেন। আমরা তপোধন; সুতরাং আপনার শ্রমানুরূপ পুরস্কারদানে অক্ষম। উক্ত আশ্রমে আমাদের পালিতা একটী কামধেনু আছে; আপনি সেই অভিলষিতবস্তু-

প্রদায়িনী গাভিটী গ্রহণ করুন। আমরা সাদরে আপনাকে সেই কামধেনু প্রদান করিতেছি।'

অনন্তর রাজা কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়নম্রবচনে ব্রহ্মর্ষিকে কহিলেন, 'ভগবন্! আপনি সর্ব্বদর্শী। জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা সমস্তই অবগত হইতে পারেন। ভবাদৃশ মহানুভবের মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইতেছি। আপনি কিরূপে এবম্বিধ কার্য্য করিতে আমাকে আদেশ করিতেছেন? আমি তপোবন হইতে কামধেনু লইয়া গেলে দুরপনেয় পাপ পঙ্কে পতিত হইব। চির পবিত্র কুল কলঙ্কিত হইবে। পরম্পরাগত বংশমর্য্যাদার উচ্ছেদ হইবে। জনসমাজে সকলেই আমাকে অনাদর করিবে এবং অজস্র নিন্দাবাদ করিতে থাকিবে। অতএব প্রভো! ক্ষমা করুন, এ দাসের প্রতি পুনরায় এইরূপ কঠোর আদেশ করিবেন না। আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল। এই পয়স্বিনী হোমধেনু দ্বারা আপনাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদির প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। আমি ইহাকে লইয়া গেলে আপনাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।'

রাজার এই বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিলেন, 'মহারাজ! আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে কামধেনু লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। ইহাতে আপনার গ্রহণ করিবার বাধা কি? যদি আপনি বলপূর্ব্বক আমাদের তপোবন হইতে কামধেনু লইয়া যাইতেন, তবে আপনার দেবস্ব বা ব্রহ্মস্বের অপহরণ জন্য অপরাধ হইত। ইহাতে আপনার বিন্দুমাত্র পাপ হইবে না। বরং

আমরা সন্তুষ্ট হইব। অতএব অসঙ্কোচে এই সুরভি গ্রহণ করুন।'

এইরূপে বহুক্ষণ ব্রহ্মর্ষি ও রাজা উভয়ের বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। পরিশেষে রাজা কামধেনু গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তদ্দর্শনে ঋষিগণ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। হাস্যবদনে সকলেই ভূয়োভূয়ঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

পথিমধ্যে একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাত্মন্! আপনি এই দুগ্ধবতী গাভিটী কোথা হইতে পাইলেন? যদি দয়া করিয়া কিছুদিনের জন্য উক্ত ধেনুটী আমার আলয়ে রাখিতেন, তাহা হইল আমার যথেষ্ট উপকার হইত। আমার একমাত্র অল্পবয়স্ক শিশু মাতৃস্তন্যাভাবে দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমার এরূপ সামর্থ্য নাই যে মূল্য দিয়া দুগ্ধ ক্রয় করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা করি।'

ব্রাহ্মণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দিত হইলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই ভাবিয়াছিলেন যে তপোবনের কামধেনু স্বয়ং গ্রহণ না করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। দৈবক্রমে তাহাই হইল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সেই পয়স্বিনী ধেনুটী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। এবং তাঁহাকে শিবিরে লইয়া দক্ষিণাস্বরূপ পঞ্চাশৎ স্বর্ণ মুদ্রা অর্পণ করিলেন।

এই আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিল, "রাজন্! বীরকুল-চূড়ামণি বিক্রমাদিত্য ঋষিগণের তপোবনে কৃতান্ত সদৃশ নিশাচরবর্গকে নিহত করিয়া যাদৃশী অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেবতারাও বিস্মিত হইয়া থাকেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিবামাত্রই ঋষিপ্রদত্ত দেবদুর্লভ কামধেনু প্রদান করিয়া যাদৃশ দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সমগ্র ভূমণ্ডলে অনুপম। আধুনিক নরপতিগণের মধ্যে যিনি এতাদৃশ বীরত্ব ও বদান্যতা দেখাইয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই এই সিংহাসনের অধিকারী হইবেন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন ভোজরাজ সভায় সমাসীন হইয়া অপর এক পুত্ত-লিকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "অয়ি! পুত্তলিকে! পুণ্যশীল রাজা বিক্রমাদিত্য তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া বিবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধন করতঃ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই অসাধারণ প্রতিভা ও মহত্বের পরিচয় দিতেছে। আমি পুনরায় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি সংক্ষেপে সেই আদর্শ পুরুষের অপরাপর চরিত্র বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ চরিতার্থ কর।"

ভোজরাজের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্তলিকা স্মিতমুখে কহিতে লাগিল, "নরেন্দ্র! সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য বহুদিন বারাণসী ধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্রগণের মনোরথ পূর্ণ করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রাতঃকালে স্নান করিয়া প্রথমে সমাগত অতিথিগণের অভ্যর্থনা করিতেন। তৎপরে অপরাপর দৈনন্দিন কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেন।

একদা মধ্যাহ্নে মহারাজ শিবিরে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! উজ্জয়িনী হইতে পুরন্দর নামক এক বার্ত্তাবহ আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যদি অনুমতি করেন, তবে লইয়া আসি।' মহারাজ তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন 'সত্বর বার্ত্তাবহকে আমার নিকট আসিতে বল।'

অনন্তর পুরন্দর আগমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক

কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাজা তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুরন্দর! রাজধানীর সমস্ত কুশল ত ?' পৌর ও জানপদবর্গ সকলেই সুখে অবস্থান করিতেছে ত ? পুরন্দর সকলের কুশলবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া বলিল, 'মহারাজ! প্রধান অমাত্য আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যুত্তর লইয়া যাইবার জন্যও আমাকে আদেশ করিয়াছেন। এই তাঁহার প্রদত্ত পত্র।" এই বলিয়া পত্রখানি মহারাজের হস্তে প্রদান করিল। রাজা প্রধান সচিবের পত্র আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—

প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তি উজ্জয়িনীশ্বর শ্রীচরণ কমলেষু ঃ——

মহারাজ! আপনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইবার পর রাজকার্য্য আপনার আদেশানুসারে সম্পন্ন হইতেছে। রাজ্যে কোনরূপ অশান্তি নাই। পৌর ও জানপদবর্গ পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে। অর্থিবৃন্দ নিয়মিত অভিলষিত বস্তু লাভ করিতেছে। রাজকোষে অর্থের অভাব লক্ষিত হয় নাই। অমিত্র রাজন্যবর্গ রাজ্যমধ্যে কোনরূপ প্রতিকূল আচরণ করিতে পারে নাই। পরন্তু রাজদ্বারে সম্প্রতি এক অভিনব অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা তাহার মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া সন্দেহাপনোদনের জন্য মহারাজের নিকট জানাইতেছি ঃ—

উজ্জয়িনীর মধ্যে ধনপতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী বণিক্ বাস করিত। তাহার চারিটী পুত্র। সকলেই শান্তশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্।

ধনপতি অন্তিমকালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'বৎসগণ! আমার মৃত্যুর পর তোমরা পরস্পর বিবাদ না করিয়া একত্র অবস্থান করিও। কারণ ভ্রাতৃচতুষ্ঠয়ের মধ্যে সদ্‌ভাব থাকিলে সহসা অপর শত্রু আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ বলেন,

"অল্পনামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

অর্থাৎ সামান্য বস্তুও একত্র হইয়া মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। কতকগুলি তৃণ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে তাহা দ্বারা মত্ত হস্তীকেও আবদ্ধ করিতে পারা যায়। অতএব বৎসগণ! আমি তোমাদের কল্যাণের জন্য বলিতেছি, ভবিষ্যতে তোমাদের পরস্পরের যেন মনোমালিন্য না ঘটে। তোমাদের বয়স হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও পরিমার্জ্জিত হইতেছে। এ অবস্থায় তোমাদিগকে অধিক উপদেশ দিবার কিছুই নাই।

'বৎসগণ! ইহাও প্রকাশ করিয়া যাইতেছি যে যদি দৈবক্রমে তোমাদের পরস্পরের মনোমালিন্য ঘটে, যদি তোমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে পৈত্রিক ধন পরস্পর বিভাগ করিয়া লইও, পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া তোমাদের পরস্পরের বিবাদ ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় আমি স্বয়ং সমস্ত সম্পদ্ বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের নামে চিহ্নিত করিয়া দিলাম। যদি তোমরা নিতান্তই স্বতন্ত্র হইবার ইচ্ছা কর, তবে আমার মৃত্যুর পর আমার শয্যার নিম্নভাগ খনন করিলে দেখিতে পাইবে উপর্য্যুপরি চারিটী কলস প্রোথিত আছে। তাহাতে

তোমাদের প্রত্যেকের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি যাহাকে যেরূপ বিভাগ করিয়া দিয়াছি, তোমরা সেইরূপই গ্রহণ করিও। কদাচ আমার আদেশ অন্যথা করিও না।'

এই বলিয়া ধনপতি পরলোকে গমন করিলে পুত্রগণ একত্রে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও আদ্যশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিল। অনন্তর কয়েকদিবসের পর ক্রূরজনের কুপরামর্শে তাহাদের পরস্পরের মনোমালিন্য ঘটিল। এবং তাহারা পৈত্রিক ধন পরস্পর বিভক্ত করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে পিতার আদেশানুসারে শয্যার অধোভাগ খনন করিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর খনন করিলে তাহারা উপর্য্যুপরি চারিটী পাত্র প্রাপ্ত হইল। পাত্রগুলির মুখ আবদ্ধ ছিল। তাহারা আবরণ খুলিয়া দেখিতে পাইল, প্রথম পাত্রে মৃত্তিকা; দ্বিতীয় পাত্রে কতকগুলি অঙ্গার; তৃতীয় পাত্রে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অস্থি এবং চতুর্থ পাত্রটী তূষে পরিপূর্ণ আছে। ইহা দেখিয়া তাহাদের সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় তাহারা এতকাল অবিচলিতচিত্তে অবস্থান করিতে ছিল, যে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তাহারা নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া তাহাদের হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া গেল। তাহারা অনিমেষ-নয়নে পাত্রগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় কপোল-দেশে হস্তবিন্যাস করিয়া বসিয়া রহিল। ক্ষণকালের পর তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ধন বিভাগের জন্য রাজসভায় উপস্থিত হইল এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণন করিল। আমরা তাহাদিগকে বলিয়াছি অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে

তোমাদের পৈত্রিক ধন বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। সম্প্রতি তোমরা স্বগৃহে গমন করিয়া পূর্ব্ববৎ একত্র অবস্থান কর।

দুই সপ্তাহ বহুবিধ চিন্তা করিয়াও আমরা এতাদৃশ গূঢ় রহস্যের তথ্যানুসন্ধান করিতে সমর্থ হইলাম না। সেইজন্য মহারাজের নিকট আমূলক ঘটনা বর্ণন করিয়া লিখিলাম। মহারাজ ইহার মীমাংসা করিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।' ইতি।

রাজা পত্রখানি অদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মর্ম্মার্থ অবগত হইলেন এবং বৃদ্ধ বণিকের ধনবিভাগ রহস্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন।

অনন্তর প্রধান অমাত্যকে এই মর্ম্মে প্রত্যুত্তর লিখিলেন, মন্ত্রিবর! ধনপতি বণিক্ মৃত্যুকালে যেরূপ ধন বিভাগ করিয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণবুদ্ধির অতীত। আমি তাহার অভিপ্রায়ানুসারে বণিক্ পুত্রগণের ধন বিভাগের যথাযথ রীতি প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি :—

প্রথম পাত্রটী মৃত্তিকায় পূর্ণ আছে। তাহাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে বণিকের জ্যেষ্ঠপুত্র সমগ্র ভূসম্পত্তির অধিকারী হইবে। দ্বিতীয় পাত্রটী অঙ্গারে পূর্ণ আছে, অঙ্গার খনিজ পদার্থ। অতএব দ্বিতীয় পুত্র যাবতীয় খনিজ পদার্থ অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, লৌহ প্রভৃতির অধিকারী হইবে। তৃতীয় কলসে কতকগুলি অস্থি আছে, ইহাদ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে তৃতীয় পুত্র সমুদয় জীব জন্তু অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবে।

চতুর্থ পাত্রটা তুষে পরিপূর্ণ আছে, অতএব বণিকের চতুর্থ পুত্র সমুদয় শস্য অর্থাৎ ধান্য, যব, গোধূম, তিল, সর্ষপ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই নিয়মানুসারে বণিকের পুত্রগণকে তাহাদের পৈত্রিক ধন বিভাগ করিয়া দিবেন।'

তৎপরে পত্রখানি পুরন্দরের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, 'দেখ পুরন্দর! এই পত্র অতি সাবধানে মন্ত্রিমহাশয়ের হস্তে প্রদান করিও।'

পুরন্দর মহারাজের আদেশানুসারে পত্র লইয়া উজ্জয়িনীর অভিমুখে যাত্রা করিল। বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ বিচার-কৌশল দেখিয়া তত্রত্য সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসান হইল। ভগবান্ মরীচিমালী অস্তগিরি-শিখরে অধিরোহন করিলেন। সন্ধ্যাদেবীর ধূসর-ছায়ায় জগৎ সমাচ্ছন্ন হইল। সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া পথিকের শ্রমাপনোদন করিতে লাগিল। অনন্ত নীলাকাশে দুই একটী তারকা প্রস্ফুটিত হইল। প্রকৃতি-দেবী যেন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আহ্লাদভরে হাস্য করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল অতীত হইলে রাজা সারথিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'সূত! আমরা বহুদিন বারাণসী ধামে অবস্থান করিতেছি। এখানে আর অধিককাল অবস্থিতি করিব না। অন্যান্য তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রাজধানীতে গমন করিতে হইবে। অতএব কল্য এই

স্থান হইতে প্রয়াগতীর্থে গমন করিব স্থির করিয়াছি। প্রয়াগ অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমে ইহা পৃথিবীর অন্যতম মুক্তিক্ষেত্র। তথায় দুই চারিদিন অবস্থান করিয়া অপরাপর তীর্থে গমন করিব।' রাজার এই বাক্য শুনিয়া সারথি প্রত্যুত্তর করিল, 'মহারাজ! আপনার আদেশানুসারে আমি অদ্য রাত্রি মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিব। অনুচরবর্গ ও সৈন্যসামন্তকে প্রস্তুত হইবার জন্য এখনই সংবাদ দিব যেন তাহারা প্রভাত হইতে না হইতেই সজ্জিত হইয়া থাকে। এই বলিয়া সারথি গমন করিল। রাজাও নৈশ-ভোজন সমাপ্ত করিয়া রাত্রি-যাপনার্থ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন।
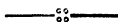
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে রাজা সজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে বারাণসী অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রয়াগাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে অসংখ্য নদ, নদী, বন, উপবন, সৌধ, অট্টালিকা তাঁহার নয়নগোচর হইল। বহু শত ঐশ্বর্য্যময়ী মহানগরী, দুর্দ্দশাপন্ন ক্ষুদ্রপল্লী, জনশূন্য লোকালয়, বিধ্বস্তপ্রায় ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

বহুদূর অতিক্রম করিয়া সারথি রাজাকে কহিল, 'মহারাজ! অদূরেই প্রয়াগতীর্থ আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই আমরা তথায় উপস্থিত হইতে পারিব।' রাজা বলিলেন, 'সারথে! দ্রুতবেগে রথ চালনা কর, যাহাতে আমরা শীঘ্র প্রয়াগতীর্থে পৌঁছিতে পারি।' রাজার বাক্যে সারথি সবেগে রথ চালনা করিল এবং সত্বর তাঁহারা তথায় উপনীত হইলেন।

তখন মধ্যাহ্নকাল। প্রখর সূর্য্যতাপে সমগ্র জগৎ সন্তপ্ত হইতেছে। গম্ভীরাকৃতি প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নিস্তব্ধ করিয়াছেন। পান্থগণ অবশ হইয়া ছায়াস্নিগ্ধ তরুতলে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিতেছে। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অনুচরবর্গকে শিবির সংস্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর স্বয়ং তীর্থ সলিলে অবগাহন করিবার জন্য গমন করিলেন। কথিত আছে ঘোর পাতকীও যদি প্রয়াগে অবগাহন করে তবে সে অন্তিমে বিষ্ণুপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। রাজা প্রয়াগের তীরে উপনীত হইয়া ভক্তিভরে হৃদয়সরোবরে লক্ষ্মীনারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান করতঃ

পবিত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। স্নানান্তে তর্পণ সমাপ্ত করিয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি অর্থ বিতরণ করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বহুশত সাধু সন্ন্যাসী বিভূতি-বিভূষিত-কলেবর হইয়া পবিত্র অজিনাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতেছেন। রাজা ক্ষণকাল তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহারা মিতভাষী। রাজার পরিচয় পাইয়া সকলেই যত্নসহকারে তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দিলেন এবং আহারের জন্য কতিপয় সুপক্ক ফল প্রদান করিলেন।

রাজা তাঁহাদের উদারস্বভাব, সত্যনিষ্ঠা, সহানুভূতি ও আতিথেয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দর্শনে সাতিশয় তুষ্ট হইয়া তাঁহা-দিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করতঃ অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর স্থাপিত শিবিরে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পরমসুখে সেই দিবস অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ-পূর্ব্বক শিবিরে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে বহির্ভাগে এক কোলাহল শুনিতে পাইলেন। ক্ষণকালের পর জনৈক ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'মহারাজ! কয়েকজন অতিথি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।' রাজা শ্রবণমাত্র বলিলেন, 'আগন্তুক-গণের উপবেশনের জন্য উপযুক্ত আসন প্রদান কর।' ভৃত্য আদেশ পাইয়া গমন করিল। ক্ষণকালের পর রাজা তথায়

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শতাধিক অতিথি মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া আছেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে সকলেই সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের সম্পত্তির মধ্যে প্রত্যেকের অজিনাসন, কম্বল, যষ্টি ও কমণ্ডলু আছে। পরিধেয়ের মধ্যে একখানি কৌপীন এবং একখানি উত্তরীয় বস্ত্র। সকলেই ভস্মবিভূষিত কলেবর হইয়া উপবেশন করতঃ একাগ্রমনে অনুক্ষণ রামনাম উচ্চারণ করিতেছেন। তীর্থ পর্য্যটনই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবিধ পুণ্যময় তীর্থে ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের শরীর ও মন চিরপবিত্র হইয়াছে। রাজা সকলের সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহাদের যেরূপ সৌম্যমূর্ত্তি সেইরূপই উদারস্বভাব। কৌটিল্য কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জন্মাবচ্ছিন্ন জানিতে পারেন নাই। দেখিয়া বোধ হয় ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্মময় তেজঃপুঞ্জ তাঁহাদের শরীর ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছে। রাজা যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। সন্ন্যাসিগণ আশাতীত সমাদরে আপ্যায়িত হইয়া সানন্দমনে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে রাজা বিক্রমাদিত্য তথায় দিবসত্রয় অতিবাহিত করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ দেবতা বেণীমাধবের দর্শন ও ষোড়শো-পচারে অর্চ্চনাকরতঃ চতুর্থ দিবসে রথে আরোহণ পূর্ব্বক মথুরাভিমুখে গমন করিলেন। সৈন্য সামন্তগণ রাজার অনুগমন করিল। সারথির কশাঘাতে তুরঙ্গমগণ বায়ুবেগে ধাবিত হইল। পরদিন তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে মথুরায় উপনীত হইলেন।

অনুচরবর্গের যত্নে তথায় শিবির নির্ম্মিত হইল। রাজা পরম-সুখে সেই দিবস শিবিরে বিশ্রাম করিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজা সৈন্য-সামন্ত ও অপরাপর অনুচরবর্গকে কহিলেন 'তোমরা শিবিরে অবস্থান কর। আমি মথুরা ও বৃন্দাবনের প্রাচীনদৃশ্য প্রত্যক্ষ করতঃ নয়ন চরিতার্থ করিয়া আসি।' তাহাই হইল। রাজার আদেশে সকলেই শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। একাকী রাজা মথুরাপুরীর প্রাচীনদৃশ্য পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে একদল বৈষ্ণব তাঁহার সম্মুখীন হইল। তাহারা সকলেই মালাতিলকধারী। রাজা তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা মথুরা হইতে বৃন্দাবনে গমন করিতেছে। রাজাও তাহাদের সঙ্গী হইলেন। তিনি সেই অশিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ সরলতা ও সহানুভূতি লক্ষ্য করিলেন, তাহা অনেক শিক্ষিত সম্প্রদায়েও দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজাকে পাইয়া তাহারা পরমানন্দে হরিধ্বনি করতঃ সেবকের ন্যায় অনুগমন করিতে লাগিল। রাজাও মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে তাহাদের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও পদব্রজে যাতায়াত করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সুতরাং বৈষ্ণবদলের সহিত গমন করিতে তিনি কষ্টবোধ করিলেন না।

এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিলে বৈষ্ণবদলের অধিপতি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মহাশয়! যখন মথুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বিরাজ করিতেন, তখন এই নগরীর অপূর্ব্ব শ্রী

ছিল। প্রতিদিন বহুশত ভক্তের সমাগম হইত। দিবারাত্রি উৎসবের তরঙ্গ বহিত। ভক্তবৃন্দ ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের অজস্র গুণগান করিত। এখন ইহার শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আর সে দিন ফিরিয়া আসিবে না। মথুরার সৌভাগ্যরবি চির অস্তমিত হইয়াছে।' দলপতির এই বাক্য শুনিয়া রাজার মনে হইল,

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলঃ॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

সংসারে সকলই অনিত্য। মথুরার সে শ্রী নাই। শোভা সম্পদ্ সমস্তই অপগত হইয়াছে।

অনন্তর বৈষ্ণবের দলপতি পুনরায় রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মহাশয়! অদূরে যে কুঞ্জবন লক্ষিত হইতেছে তাহার নাম বৃন্দাবন। এই স্থানে বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াচ্ছলে অনেক অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী পরম-পবিত্র তীর্থ ও মুক্তিক্ষেত্র।'

ক্রমে রাজা তাহাদের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অপূর্ব্ব প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন সমূহ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। যে সকল বৈষ্ণব তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিল, তাহারা অপর এক বৈষ্ণবের মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুতরাং একাকী রাজা একটী বিশ্রামাগারে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্নান ও

আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক কতকগুলি সুপক্ক বন্যফল ভক্ষণ করিয়াই উদরপূর্ত্তি করিলেন। ক্ষণকালের পর অপর এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় তথায় উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করতঃ সমস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা তাহাদের মুখে শ্রুতিসুখকর হরিগুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন। অনন্তর তাহারা বিদায় লইয়া গমন করিলে রাজা সেই বিশ্রামাগার হইতে বহির্গত হইয়া বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় দৃশ্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে জনৈক পথিক তাঁহার সম্মুখীন হইল। তাহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল সে তীর্থযাত্রী। রাজা তাহাকে আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে বৈদেশিক! এস্থান হইতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড কতদূর?' এবং কোন্ পথে গমন করিতে হয়? পথিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে সুগম পথ দেখাইয়া দিল। রাজা তাহার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসান হইল। পশ্চিমাকাশ লোহিত-বর্ণ ধারণ করিল। দিনমণি স্বীয় কিরণজাল সংহৃত করিয়া অস্তগিরির উন্নত শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক স্বচ্ছ-তোয়া শৈবলিনী কল কল স্বনে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি তীরে উপস্থিত হইয়া তটিনীর নীরে অবতরণপূর্ব্বক সুশীতল জলপান করতঃ পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। অনন্তর জনৈক বৃদ্ধ নাবিকের সাহায্যে অপরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তীরে

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর শ্মশান, তাহার চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় বনভূমি। তাদৃশ শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম প্রদেশ একাকী অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতগুহায় বন্যজন্তুগণ স্ব স্ব শব্দের প্রতিধ্বনিতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। রাজা একাকী জনশূন্য পার্ব্বতীয় প্রদেশে বিষম বিপদ্জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যে নাবিকের সাহায্যে তীরে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না। সুতরাং পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া আসা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইল। শ্মশানের তাৎকালিক নৈরাশ্যময় ভীতিপ্রদ দৃশ্য তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইয়া তাঁহাকে সাতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন, অস্তগমনোন্মুখ মরীচিমালীর রক্তাভ-কিরণাবলী চিতাস্থিত অঙ্গার রাশির উপর নিপতিত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড বনস্পতিগণ অর্দ্ধভগ্নশাখা বিস্তার পূর্ব্বক যেন "শ্মশানই মানবের একমাত্র চরম বিশ্রামস্থান" ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। পুণ্য-সলিলা শৈবলিনী মর্ত্ত্যগণের ঐহিক অন্তিম অবস্থা অবলোকন করতঃ যেন অনুতপ্ত হৃদয়ে কলস্বনে বিলাপ করিতেছে। রাজা ক্ষণকাল ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সেই মহাশ্মশান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড দেব-মন্দির, চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরে আবদ্ধ। তিনি বিশ্রামার্থ মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—দ্বার রুদ্ধ। দ্বারদেশে জটাজূট-

বিরাজিত, প্রলম্বিত-শ্মশ্রু এক সন্ন্যাসী মুদ্রিত-নয়ন হইয়া অজিনাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন। রাজা তাঁহার সমাধি ভঙ্গ না করিয়া নিঃশব্দে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

ক্রমে রজনীর অর্দ্ধ প্রহর অতীত হইল। জ্যোৎস্নালোক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া দশদিক্ আলোকিত করিল। প্রকৃতিদেবীর শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সমগ্র জগৎ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইল। বিক্রমাদিত্য ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া মনে মনে ভাবিলেন আজ সায়ংকালে আমি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব বলিয়া আমার অনুচরবর্গের ধারণা ছিল, না জানি তাহারা আমার অনুপস্থিতিতে কিরূপ উদ্বিগ্ন হইবে। বোধ হয় অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তথায় এক যুবক উপস্থিত হইল। তাহার সর্ব্বশরীর গৈরিক বসনে আবৃত। সে আসিয়াই রাজাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। সেই জনশূন্য বনভূমির মধ্যে রাত্রিকালে আগন্তুক যুবকের আগমন এবং সহসা অপরিচিতভাবে কুশল প্রশ্নে রাজা সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তৎপরে তাহার পরিচয় লইয়া অবগত হইলেন সে সেই দেবমন্দিরের রক্ষক। দেবালয়ে সমাগত ভক্ত মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান ও অভ্যর্থনার ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত আছে। তাহার অকৃত্রিম সমাদরে বিক্রমাদিত্য সাতিশয় আপ্যায়িত হইলেন। ক্ষণকালের পর সেই মন্দিররক্ষক দেবালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। দীপালোকে মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরময়ী ভদ্রকালীর প্রতিমূর্ত্তি

লক্ষিত হইল। রাজা দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকালের পর দ্বারস্থিত সন্ন্যাসী রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস! উজ্জয়িনীশ্বর! তোমার আগমনে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইয়াছি। আমি এতক্ষণ ধ্যানে মগ্ন ছিলাম। তজ্জন্য তোমার সহিত আলাপ করিবার অবসর পাই নাই। আমি এই দেবালয়ে অবস্থান করিয়া দেবীর আরাধনা করি। আজ তুমি আমার অতিথি হইয়াছ। অতি আনন্দের বিষয়; এই পরম পবিত্র দেবায়তনে অদ্য রজনী যাপন কর।"

রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ তদীয় বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সন্ন্যাসী মন্দিররক্ষকের প্রতি আদেশ করিলেন আজ আমরা রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যকে অতিথিস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। যথাবিধি ইহাঁর অভ্যর্থনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব তুমি সত্বর বহির্ভাগে গমন করিয়া কতিপয় সুপক্ক রসাল ফল আনয়ন কর। তদ্দারাই অভ্যাগত নরপতির অভ্যর্থনা করিব।"

মন্দির রক্ষক আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে রাজা সন্ন্যাসীকে নানাবিধ ভক্তিপূর্ণবাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী স্বীয় গুণকীর্ত্তনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিক্রমাদিত্যকে বলিলেন, "বৎস! তুমি বহুদর্শী হইয়াও অকারণ আমার আরোপিত গুণবর্ণনকরতঃ অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছ কেন? এজগতে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের শক্তি কি? মনুষ্য কি করিতে পারে।

আমি সাধারণ মানব, না হয় সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী হইকি সাহসে ব্রতী হইয়াছি। আমি নিয়ত যাঁহার আরাধনায় নিযুক্তমাত্র ও তুমি তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক তদীয় কৃপালাভার্থ যত্নবান্ হও। যিনি দয়াধার জগৎপিতা, যাঁহার করুণায় সগ-জীবকুল অহর্নিশ আনন্দ পারাবারে ভাসমান হয়, যাঁহার ক্ষণমাত্র নিগ্রহে চরাচর প্রাণিগণ অকূল বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হয়, যিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে ভূগর্ভে বিলীন করিতে পারেন, যাঁহার ইচ্ছায় দরিদ্র পর্ণকুটিরে এবং ধনবান্ সুরম্য অট্টালিকায় বাসকরতঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাঁহার সুদৃঢ় শাসনে প্রাণিগণ নরকের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাপের ভীষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে এবং পুণ্যাত্মারা দিব্যধামে গমনপূর্ব্বক অনুপম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতেছেন, সেই বিশ্বনিয়ন্তা দয়াময় পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন কর, কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ধ্যান কর, বিবুধসেবিত তদীয় পাদপদ্মদ্বয়ে ঐকান্তিক ভক্তি স্থাপন কর, সুখে, দুঃখে সম্পদে, বিপদে তিনই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া ধারণা কর, তাহা হইলে তোমার মন ও প্রাণ পবিত্র হইবে, শান্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে, পারত্রিক পথ সুগম হইবে, তুমি অনায়াসেই অকূল সংসারার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্তিধামে গমন করিতে সমর্থ হইবে।”

বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীর এবম্বিধ যুক্তিপূর্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ ঐশ্বরিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসীও প্রশ্নের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়া রাজার সন্দেহ অপনোদন করিতে লাগিলেন। পরস্পরের কথোপকথন হইতেছে এমন

লক্ষিত হ[illegible] যেন বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, “কে কোথায় কৃতাঞ্জ[illegible] ভীষণ শার্দ্দূলের মুখ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।”

[illegible]ই হিংস্রজন্তু সমাকুল জনশূন্য কান্তারে সহসা এতাদৃশ গগন-ভেদী আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিল। সন্ন্যাসী ও রাজা তাহা শুনিয়া চমকিত হইলেন। অনন্তর সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন, “বৎস! যে ভৃত্য আমার আদেশে ফল সংগ্রহের জন্য গমন করিয়াছিল, তাহাকেই ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়াছে; সে আক্রান্ত হইয়া এইরূপ চীৎকার করিতেছে। বৎস! এই স্থান অতিশয় ভীতিপ্রদ; সর্ব্বদা হিংস্র জন্তুর ভয়ে শঙ্কিত হইয়া থাকিতে হয়।” ইত্যবসরে পুনরায় সেই-রূপ চীৎকার শ্রুতিগোচর হইল। রাজা চঞ্চল হইয়া বলিলেন, “ভগবন্! প্রেরিত ভৃত্যটী এখনও জীবিত আছে। ঐ দেখুন পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। বোধ হয় এই মুহূর্ত্তে যদি কেহ তাহার সম্মুখীন হয় তবে ব্যাঘ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে পারে। হায়! সামান্য ফলাহরণের জন্য গমন করিয়া তাহার কি দুর্দ্দশাই ঘটিল। প্রভো! আর আমি উদাসীন হইয়া এস্থানে থাকিতে পারিতেছি না। আমার মন যৎপরোনাস্তি চঞ্চল হইতেছে।”

এই বলিয়া রাজা সেইস্থান ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ। তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি সাতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতেছি। হিংস্র-

জন্তু-সমাকুল ভীষণ অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকী কি সাহসে গমন করিতে উদ্যত হইতেছ? জীবনে তোমার বিন্দুমাত্র ও মমতা নাই। একজন সাধারণ ভৃত্যের জন্য তুমি তোমার অমূল্য জীবনের মমতা ত্যাগ করিয়া হিংস্র জন্তুর মুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সাহসী হইতেছ। তুমি যাহার জীবন রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইতেছ, এতক্ষণে সে ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। এখন তুমি অকারণ তথায় উপস্থিত হইলে অপর কোন হিংস্র জন্তুর মুখে পতিত হইবে, না হয় সেই শার্দ্দূলের কবল হইতে কদাচ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। রাজা বলিলেন, "ভগবন্! ক্ষমা করুন। আমায় এরূপ অযথা অনুরোধ করিবেন না, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, অনায়াসে আমি ব্যাঘ্রের কবল হইতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিব। বিশেষতঃ আমার বর্ত্তমানে এক ব্যক্তি সহায়শূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নরকেও আমার স্থান লাভ হইবে না। আমি কখনও এরূপ সাধু-বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারিব না। আর আপনি আমার অনিষ্টা-শঙ্কাই বা করিতেছেন কেন! সামান্য শার্দ্দূল আমার প্রাণসংহার করিতে পারিবে না। আমি এতাদৃশ কত শত হিংস্রজন্তুকে সংহার করিয়াছি। সম্প্রতি যদিও আমি নিরস্ত্র, তথাপি আমার বাহুবল বিলুপ্ত হয় নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে দুরন্ত শার্দ্দূল আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। আমি অবশ্যই তাহাকে সংহার করিয়া বিপন্নের পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইব।"

রাজার এইবাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,

"তুমি নিতান্ত অবোধের ন্যায় উদ্যম দেখাইতেছ। বিজ্ঞ হইয়া নিরক্ষর অজ্ঞের ন্যায় দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ। বুঝিতে পারিতেছ না যে এই হিংস্রজন্তু সমাকুল পার্ব্বতীয় বনভূমি মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ। তুমি কি সাহসে রাত্রিকালে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যম করিতেছ। তোমার দুঃসাহস দেখিয়া আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইতেছি। আরও দেখ তোমার জীবনের উপর সমুদয় রাজ্যের শুভাশুভ নিহিত রহিয়াছে। এসময়ে তোমার কোন বিপদ্ ঘটিলে কে তোমার রাজ্য রক্ষা করিবে? প্রজাগণের দুঃখের সীমা থাকিবে না। তোমার হিতের জন্য বলিতেছি তুমি এই উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। আমার অনুরোধ রক্ষা কর। অবাধ্য হইয়া নিজের ও রাজ্যের অসংখ্য প্রজাবর্গের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ সম্পদ্ উচ্ছেদ করিও না।" রাজা সন্ন্যাসীর এবম্বিধ নিষেধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বদর্শী আপনাকে অধিক কি বলিব। আর্য্যগণ বলিয়াছেন—"এই নশ্বর জীবনের বিনিময়ে যদি বিন্দুমাত্র ও পরের উপকার সাধিত হয় তবে জীবন ধন্য।" আমি অপরের জীবন রক্ষার জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।"

এইরূপ তর্কবিতর্ক হইতেছে এমন সময়ে পুনরায় অদূরে সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল। এবার পরদুঃখ-কাতর বিক্রমাদিত্য স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি সবেগে সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে স্বীয়হস্ত উন্মুক্ত করিয়া দ্রুতপদে ধাবিত হইলেন। তখন জোৎস্নালোকে দশদিক্ উদ্ভাসিত হইতেছিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়াই দেখিলেন, এক করাল মূর্ত্তি শার্দ্দূল এক মনুষ্যের বক্ষঃস্থলে বসিয়া বিকট নখদ্বারা তাহার শরীর বিদীর্ণ করিতেছে। শার্দ্দূলের দন্ত হইতে ভীষণ শব্দ উত্থিত হইতেছে। রাজা তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইলেন। শার্দ্দূল রাজাকে দেখিতে পাইয়া বিকট গর্জ্জন করতঃ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল পরস্পারের সংগ্রাম হইল। অবশেষে রাজা ভূতলশায়ী হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ক্ষণকালের পর কে যেন তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "হে পরদুঃখ কাতর! দয়াবার! পুণ্যশ্লোক! বিক্রমাদিত্য! উঠ! উঠ! বৎস! আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তোমার মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য সন্যাসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক এবম্বিধ ছলনা করিয়াছিলাম। আজ তুমি বিপন্নের প্রাণরক্ষার জন্য যেরূপ আত্ম-বিসর্জ্জন করিলে, যাদৃশ মহত্ত্বের পরিচয় দিলে তাহা জগতে চিরস্মরনীয় থাকিবে। রাজাধিরাজ হইয়া পরের জন্য স্বীয় জীবনকে যেরূপ তুচ্ছ মনে করিলে তাহা জনসমাজে অহরহঃ কীর্ত্তিত হইবে। তোমার পুণ্যময়ী কীর্ত্তি প্রতিগৃহে অভীষ্ট মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইবে। তোমার পবিত্র নাম আবালবৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। বৎস! আমি তোমার সাধু ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঐ দেখ অমরগণ আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। গগনে দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে। বৎস! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এতাদৃশ পরহিত সাধনরূপ দৃঢ়ব্রতে ব্রতী হইয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন-পূর্ব্বক

অন্তিমে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া অনুপম স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইও। আমি সম্প্রতি স্বস্থানে গমন করিলাম।”

সহসা বিক্রমাদিত্যের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি কতক্ষণ অচেতন হইয়াছিলেন জানিতে পারিলেন না। সংজ্ঞা-লাভ করিয়া বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, মথুরায় স্থাপিত শিবিরে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান আছেন। উজ্জ্বল আলোকে শিবির দেদীপ্যমান হইতেছে। চতুর্দ্দিকে তদীয় সৈন্যগণ নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতেছে।

কোথায় সেই কলস্বনা শৈবলিনী! যাহার তীরে উপনীত হইয়া তিনি শ্মশানের নৈরাশ্যময় দৃশ্য অবলোকন করিয়া ছিলেন। কোথায় সেই ভীতিপ্রদ মহাশ্মশান! কোথায় সেই হিংস্র জন্তু-সমাকুল পার্ব্বতীয় বনভূমি! কোথায় সেই দেবমন্দির! যাহার মধ্যে ভদ্রকালীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কোথায় সেই মন্দির রক্ষক! যাহার জন্য স্বয়ং আত্মবিসর্জ্জনে সংকল্প করিয়াছিলেন। সেই করালমূর্ত্তি বিকট-দশন শার্দ্দূলই বা কোথায়, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল। সমস্তই দৈবশক্তি। দেবমায়া ভেদ করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

রাজা কাহাকে ও কিছু না বলিয়া অবশিষ্ট রজনী যাপন করিলেন। পরদিন সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে সজ্জিতরথে আরোহণপূর্ব্বক মথুরা হইতে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়া পুত্তলিকা নিরস্ত হইল। ভোজ-রাজও সেই দিবস সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ভোজরাজ সমীপে পুত্তলিকাগণের আত্মপরিচয় দান।

ক্রমে চতুর্দ্দিকে জনরব হইল ভোজরাজ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আরোহণ করিবার উপক্রম করিলে পুত্তলিকাগণ মনুষ্যবাক্যে তাঁহাকে নিষেধ করিতেছে। এবং সর্ব্বসমক্ষে স্বর্গীয় বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন পূর্ব্বক তাদৃশ সর্ব্বগুণাকর নরপতিই এই সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। তাহাদের মুখনিঃসৃত অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতেছেন।"

এই জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়া বহুদূরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ উহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য ভোজরাজ সমীপে স্ব স্ব দূত প্রেরণ করিলেন; এবং ঘটনা সত্য হইলে কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। ভোজরাজ সিংহাসনের পূর্ব্বাপর ঘটনা সংক্ষেপে জ্ঞাত করাইয়া এক নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহাদিগের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কৌতূহল হইবারই কথা। নির্জ্জীব পুত্তলিকা সজীব হইয়া মনুষ্যবাক্যে বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিবর্ণন করিতেছে, ইহা শুনিলে কাহার না কৌতূহল হয়? কে না কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে—

এদিকে ভোজরাজ পরম সুখে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে তদীয় আদেশানুসারে নিমন্ত্রিত নরপতিগণের জন্য এক সুরম্য মণ্ডপ প্রস্তুত হইল। তাহার

ঊর্দ্ধদেশে মনোহর চন্দ্রাতপ চতুঃপার্শ্বে রমণীয় মুক্তাকলাপ, নিম্নে মণিময় সিংহাসন শোভা পাইতে লাগিল। সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে বত্রিশটা পুত্তলিকা দণ্ডায়মান রহিল। নানাদেশের নরপতিগণ ভোজরাজের ভবনে আগমন করিলেন। রাজসভা জনাকীর্ণ হইল। ভোজরাজ বহু যত্নেও যাঁহাদিগকে দ্বারস্থ করিতে পারেন নাই আজ তাঁহারা অনায়াসেই তদীয় সভায় আগমন করিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত জানিয়া নিত্য-কৃত্য সমাপন পূর্ব্বক পাত্রমিত্রসমভিব্যাহারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দেখলেন সভায় বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সমাগত নানাদেশীয় নরপতিগণ রত্নখচিত-বেশভূষায় ভূষিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। অন্যান্য সভাসদ্‌গণ যথাযোগ্য আসদ গ্রহণকরতঃ সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। সকলেরই যথাবিধি সম্মান রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মঠ ভৃত্যগণ নিযুক্ত হইয়াছে। রাজাকে দেখিতে পাইয়া সভাসদ্‌গণ আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ভোজরাজ সকলকে যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া স্বীয় আসন গ্রহণ করিলে অপরাপর নরপতিগণ যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার আদেশানুসারে স্ব স্ব কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। সুমেরু অপরাপর পর্ব্বতগণের মধ্যগত হইলে যেরূপ শোভা বিস্তার করে আজ ভোজরাজও অন্যান্য নরপতিগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ পূর্ব্বক সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতে-

লাগিলেন। রত্নখচিত মণিময় ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি শোভমান হইতে লাগিল। উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন হইল। বন্দিগণ সুমধুর স্বরে স্তুতিপাঠ আরম্ভ করিল। ক্ষণকালের পর ভোজরাজ পুত্তলিকাগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তোমাদের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য নানাদেশের ভদ্রসন্তানগণ আমার আলয়ে পদার্পণ করিয়াছেন। ঐ দেখ, রাজসভা জনাকীর্ণ হইয়াছে। ঘনোদয়ে তৃষিত চাতকগণের ন্যায় ইহাঁরা উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমাদের মুখাবলোকন করিতেছেন।"

ভোজরাজের এতাদৃশ আগ্রহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্তলিকাগণ উল্লাসে অধীর হইয়া সমস্বরে বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আজ আমরা ধন্য হইলাম। আপনার অনুগ্রহে অদ্য আমাদের শাপের অবসান হইল। অতঃপর আমরা স্বস্থানে গমন করিব। আমাদিগকে বিদায় দিন।

ক্ষণকাল সমগ্র সভা নিস্তব্ধ হইল। সভাস্থ সকলেই অনিমেষ নয়নে পুত্তলিকাগণের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। দিগন্তোত্থিত হর্ষ কোলাহল কোথায় চলিয়া গেল। রাজকার্য্য ক্ষণকাল স্থগিত থাকিল। বন্দিগণের স্তুতিপাঠ বন্ধ হইল। সভাস্থলে সহস্র সহস্র লোক বর্ত্তমান থাকিতেও বোধ হইল যেন আদৌ জনপ্রাণী নাই।

অনন্তর ভোজরাজ পুত্তলিকাগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কেনই বা অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলে? কে তোমাদিগকে অভিশাপ দিয়াছিল? কিরূপেই

বা তোমরা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে পুত্তলিকারূপে সংলগ্ন হইয়াছিলে? ইহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর। তখন পুত্তলিকাগণ সমস্বরে বলিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা সুরাঙ্গনা। সকলেই পার্ব্বতার প্রিয় সহচরী ছিলাম। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ক্ষণকালও আমাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতাম।

একদা দেবাধিদেব মহাদেব কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশে সমাসীন ছিলেন। আমরা তাঁহার অনতি দূরে উপবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ রহস্য করতঃ কালক্ষেপ করিতে ছিলাম। এমন সময়ে পার্ব্বতী তথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা কৌতুকোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াও সম্বর্দ্ধনা করিলাম না। তিনি সক্রোধে আরক্ত-লোচনে আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তোমরা অদ্য হইতে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জীব পুত্তলিকার আকৃতি ধারণ কর। আমি আর তোমাদিগের মুখাবলোকন করিব না।"

পার্ব্বতীকে এতাদৃশ ক্রুদ্ধা দেখিয়া আমরা ভয়ে অধীর হইলাম। আমাদের বাক্‌শক্তি তিরোহিত হইল। আমরা কোন কথা না বলিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলাম।

ক্ষমাশীলা পার্ব্বতী ক্ষণকালের পর আমাদিগকে বলিলেন, "আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে, তবে ভবিষ্যতে যে উপায়ে তোমরা শাপমুক্ত হইতে পার তাহার পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছি। তোমরা যাও, পুত্তলিকা হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনে সংলগ্ন থাকিবে। সেই সিংহাসন কিছুদিনের পর পৃথিবীর সম্রাট্

বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হইবে। তোমরা বহুকাল তাঁহার আশ্রিত হইয়া তথায় অবস্থান করিও। অনন্তর নরপতি পরলোকে গমন করিলে তদীয় অমাত্যগণ উক্ত সিংহাসন ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে। তৎপরে ভোজরাজ সেই সিংহাসন উদ্ধার করিয়া স্বীয় রাজধানীতে লইয়া আসিবেন, এবং মহাসমারোহে তাহাতে আরোহণ করিবার উদ্‌যোগ করিবেন। সেই সময়ে তোমরা তাঁহার নিকট স্বর্গীয় বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণন করিও। আমার অনুগ্রহে তোমরা পুত্তলিকা হইয়াও বাক্‌শক্তি লাভ করিতে পারিবে। তোমাদের মুখনিঃসৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইবেন। তৎপরে তোমাদের শাপাবসান হইবে। পুনরায় তোমরা শাপমুক্ত হইয়া দিব্যরূপ-ধারণ পূর্ব্বক আমার সহচরী হইতে পারিবে।” এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

সেইদিন হইতেই আমরা শাপগ্রস্ত হইয়া এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্য আমাদের শাপাবসানের দিন। আমরা স্বস্থানে গমন করিব। আমাদিগকে বিদায় দিন।” দেখিতে দেখিতে তাহারা দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিল। প্রত্যেকের হস্তে হীরকবলয়, গলদেশে গজমতি-হার, কর্ণে হীরক কুণ্ডল, বিরাজ করিতে লাগিল। তাহাদের শরীরের কমনীয় কান্তি, মাধুর্য্যময় মুখশ্রী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন বত্রিশটি সুরবালা ক্রীড়াচ্ছলে ধরাবক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধুর মূর্ত্তি শান্ত প্রকৃতি দেখিয়া সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন।

ইত্যবসরে মাতলি মনোহর পুষ্পরথ লইয়া সাহসা তথায় উপস্থিত হইল। তাহার ইঙ্গিতে সুর বালাগণ একে একে পুষ্পরথে আরোহন করিল। রাজাও অপরাপর সভাসদ্‌গণ অনিমেষনয়নে সেই পুষ্পবিমান অবলোকন করিতে লাগিলেন; অপর কোনও প্রশ্ন করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের আশা হৃদয়েই বিলীন হইল। শাপমুক্ত সুর বালাগণ রথে আরোহণ করিবার পর শূন্য সিংহাসন পড়িয়া রহিল। তাহার অলৌকিক জ্যোতিঃ একেবারেই তিরোহিত হইল। পুষ্পরথ দ্রুতবেগে অনন্ত নীলাকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ভোজরাজ ক্ষণকাল নির্ণিমেষ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া- রহিলেন; তৎপরে সমাগত নরপতিগণকে বিদায় দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া হর্ষবিষাদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সমাপ্ত